

(প্রধান অধিশ্রয়ণ বিন্দু) হইতে দূরে স্থিত।

জ, কক এর সমান্তর করিয়া টান। জ ও ক সংযুক্ত কর। গ (কাচের কেন্দ্র) ও চ সংযুক্ত কর। চগ ও জ ক রেখা বয় বর্দ্ধিত করিয়া চ বিন্দুতে মিলিত কর। এই চ বিন্দুতে চ এর প্রতিমূর্তি। এইরূপে ছ বিন্দুর প্রতিমূর্তি ছি এ হইবে। চছ এর মধ্যবর্তী বিন্দু গুণির প্রতিমূর্তি চি ছি এ হইবে। এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে প্রতিমূর্তি বিপরীত হইয়াছে।

যদি বস্তুটি প্রধান অধিশ্রয়ণ বিন্দু ও কাচের মধ্যে থাকে যেমন এম চিত্রের চ ছ। এখানেও ঠিক পূর্বোক্তরূপে গ চ ও ক জ বর্দ্ধিত করিয়া দিয়া সেখানে মিলিত হইয়াছে যেমন চ, সেখানে চ এর প্রতিমূর্তি দেখা যাইবে, কিন্তু বাস্তবিক কোন প্রতিমূর্তি কাগজ ধরিলে পাওয়া যাইবে না। এই প্রতিমূর্তি বড় দেখাইবে, কিন্তু বিপরীত নহে। এখন অন্নবীণ ও দূরবীণ বুঝিতে কষ্ট হইবে না। প্রথমে অন্নবীণ আরম্ভ করিব।

যষ্ঠ চিত্রে ক ও খ দুই খানি উন্নত-পৃষ্ঠ কাচ। ক, খ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। চ ছ একটি ক্ষুদ্র বস্তু। ক, কাচের প্রধান বিন্দু হইতে অল্প দূরে অবস্থিত। ৪র্থ

চিত্রের নিয়মানুসারে এই চ ছ এর বৃহৎ ও বিপরীত প্রতিমূর্তি চি ছি হইবে। আবার খ কাচ একপ ভাবে রাখা হইয়াছে যে চি ছি, খ কাচ ও তাহার প্রধান বিন্দুর মধ্যে পড়ে। সুতরাং পূর্বের এম চিত্রের নিয়মানুসারে চি ছি এর বৃহত্তর প্রতিমূর্তি চি ছি ছানে, জ এর নিকট চোক রাখিলে দেখা যাইবে। এখন চি ছি, চছ চের কত বৃহত্তর তাহা ষষ্ঠ চিত্র দেখিলে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। ঐ দুই খানি উন্নত-পৃষ্ঠ কাচ একপ ভাবে একটা পিতলের চোঙের মধ্যে রাখিলে অন্নবীণ বা অগ্নীবীণ হইল।

দূরবীণ, অগ্নীবীণ হইতে তত বিভিন্ন নয়, কেবল ক কাচ অত্যন্ত বড় এবং ইহার প্রধান অধিশ্রয়ণ বিন্দু খ কাচ ও তাহার প্রধান বিন্দুর মধ্যস্থিত। পূর্ব নিয়মানুসারে অতি দূরস্থিত বস্তুর বিপরীত প্রতিমূর্তি ক কাচের প্রধান বিন্দুতে হইবে। আবার এই প্রতিমূর্তির বৃহত্তর প্রতিমূর্তি ষষ্ঠ চিত্রানুসারে দেখা যাইবে। আবার এই দুই কাচের মধ্যে আর একখানা উন্নতপৃষ্ঠ কাচ দিলে বিপরীত প্রতিমূর্তির বিপরীত প্রতিমূর্তি অর্থাৎ বথার্থ প্রতিমূর্তি হইবে। পাঠিকাগণ একটু মনোযোগের সহিত ছবি দেখিলে বুঝিতে কষ্ট হইবে না।

কবিতা-স্ববক।

১

ধ্রুব তারা।

চিরকাল চেয়ে আছি
 কার দরশনে ?
 শ্রান্তি নাই, ঘুম নাই
 তোমার নয়নে।
 একি ভাবে একি দিকে
 আছি চেয়ে যুগ যুগান্তর।
 পলক পড়ে না চোখে
 গভীর অন্তর।
 আছে কি রূপের ধনি—
 অধার সাগর
 অনন্তের পরপারে
 কুহেলী-ভিতর ?

দে'খেছিলে একদিন
 নিশা-শেষ ভাগে
 ভাঙ্গা ভাঙ্গা যুগ-বোনে
 আধ আধ জেগে
 স্বপনে সে রূপ-ঘটা
 মধুর মধুর ?
 পরাণে রয়েছে স্মৃতি
 অতি দূর দূর ?
 জেগে কি রয়েছ চেয়ে
 হয়ে আত্ম-হারা ?
 বল ভেঙ্গে মন্দাকিনী
 ওহে ধ্রুব তারা !

কুসুম-বাসিনী আবার।

২

এক দিন স্বপনে আমি
 দেখেছিছু তারে
 ফুটন্ত গোলাপে শুয়ে
 আছে চন্দ্র-করে।
 এখানে রয়েছে কেশ
 বুগিছে কুসুম-ডালে।
 মুদিত কমল-আঁধি
 তি'য়েছে শিশির-জলে।
 মুহুর বাসন্ত বায়ে

কুন্তল উড়িছে ধীরে।
 খেলিছে চাঁদের রশ্মি
 প্রফুল্ল লগাট-পরে।
 হাসি নাই, কান্না নাই,
 অধর-নয়ন-কোণে।
 বুঝাইছে একাকিনী
 গভীর প্রশান্ত মনে।
 ফুটন্ত মাগতী-রাশি
 শুভ্র বক তার

মুহুর্ত নিশ্বাস-ভরে
তরঙ্গিত বার বার ।
অঙ্গেতে সুবাস ভরা
চন্দন চুম্বার—
রূপ হেরি চমকিত
পর্যাপ আমার ।
কে যেন গাইতেছিল
স্বদূরে বাশীতে গান ।
অদূরে বহিতেছিল

সুদ্র নদ শ্রোতস্থান ।
জগতের কোলাহল
কোথা নাহি তার ।
বোধ হয়, সেই স্থান
অতীত ধরার ।
বাশীটা গাইতেছিল,—
“কবিতা-সুন্দরী গো—
কুসুম-বাসিনী আমার !”

বিধিবদ্ধ পাপের উন্মূলন চেষ্টা ।

সমাজে অবলাজাতির উপর অনেক প্রকার অত্যাচার হয়, কিন্তু রাজবিধি দ্বারা তাহাদিগের পাপ কার্যের পথ উন্মূল করা অগেফা ঘোরতর অত্যাচার আর কিছুই হইতে পারে না । রাজার সর্বোচ্চ পবিত্র কার্য প্রজার ধর্ম রক্ষা করা, রাজা ধর্মশাসক হইলে পৃথিবী রম্যতলে যায় । কিন্তু চুংথের বিষয়, অসভ্য ক্রীড়ান বুটিব গবর্ণমেন্ট আইন দ্বারা পাপের প্রশ্রয় দান করিতেছেন । এই আইন পাপ আইন ভিন্ন অন্য কোন নামে অভিহিত হইবার বোধ্য নহে । ইংলণ্ডে এই আইন রহিত হইয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষে ইহার পূর্ণ আধিপত্য । ভারতবর্ষের মধ্যে ৭২টা নগরে আইন-বলে স্ত্রীলোকের দেহ নরকে নিমগ্ন ও পাপের নিকট বিক্রীত করা হইতেছে, এবং গবর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলেই এই

পাপের ক্ষেত্র বিস্তারিত করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান । ভারতবাসিনীদিগের হৃৎপিণ্ডে ভারতবাস্তবানদিগের চক্ষু উন্মূলিত হয় না, কিন্তু আমরা দেখিয়া সম্বষ্ট হইলাম, ইংলণ্ডের কতকগুলি সহদয় নরনারী রাজ অত্যাচার নিবারণ করিয়া পুণ্যভূমি ভারতের পবিত্রতা রক্ষার্থ বহুপরিকর হইয়াছেন । ইহারা লণ্ডনে এক সভা স্থাপন করিয়াছেন, এবং বোম্বাই নগরে তাহার এক শাখা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । ইহারা উপর-লিখিত বিষয়ের আন্দোলনার্থ কয়েক-খানি সাময়িক পত্র নিয়মিতরূপে প্রচার করিতেছেন, এবং অনেকগুলি পুস্তকও মুদ্রিত করিয়াছেন । ইহাদিগের মধ্যে পার্লামেন্টের সভ্য প্রভৃতি প্রভাবশালী লোকও আছেন ; সুতরাং ইহাদিগের দ্বারা উদ্দেশ্য কার্য সিদ্ধ হইবার বিশেষ

সম্ভাবনা। আমরা স্থানান্তরে ইহা-
দিগের প্রেরিত একটি বিজ্ঞাপন সাদরে
প্রকাশ করিলাম। ইহাদিগের কার্যে
ভারতবাসীদিগের সহানুভূতি, সহায়তা
ও অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন,
আমরা আশা করি, ভারতের কল্যাণার্থ
এরূপ সাহায্যদানে ভারত সম্মানগণ

আমাদের সহিত অগ্রসর হইবেন, এবং
এই যুক্ত অবলম্বন করিয়া সমাজের
সর্বপ্রকার পবিত্রতা সাধনে আপনারা
যত্নপর হইয়া ভারতমাতার মলিন মুখকে
উজ্জ্বল করিবার যত্ন বিশেষ চেষ্টা
করিবেন।

নূতন সংবাদ।

১। মহর্ষি দেবেন্দ্ৰ নাথ ঠাকুর
কুষ্টিয়া বিদ্যালয় ও কুষ্টিয়া চিকিৎসালয়
নির্মাণের জন্য ৬০০০ সহস্র মুদ্রা প্রদান
করিয়াছেন।

২। গাল্টা দীপে কেবল ফিতা
বুনিয় ৪০০০। ৫০০০ জীলোক জীবিকা
নির্ভীহ করে। এক একজন গড়ে
প্রত্যহ নুনিকলে দশ আনা ১৮ পায়।
ফিতার কারবারে দীপবাসীরা খরচ
খরচা বাদে বৎসরে প্রায় ৫০০০০০ পাঁচ
লক্ষ টাকা লাভ করিয়া থাকে। এদে-
শের জীলোকেরা কি এ লাভের অংশ-
ভাগী হইতে পারেন না?

৩। গত আগষ্ট মাসে লণ্ডনে এক
ভদ্রানরু ঝড় হর, তাহাতে বজ্রাঘাতে
কয়েকটা উচ্চ গির্জার চূড়া চূর্ণ হইয়া
গিয়াছে। ফ্রান্সের বৌদ্ধা মহরে এই
ঝড়ের পরাক্রম আরও দেখা যায়।
বিস্তার পাছ ও বাড়ী ভূমিসাৎ হইয়াছে।
একখান নৌকা বায়ুবলে উড়ে ২০০
হাত পর্যন্ত উঠিয়াছিল।

৪। বোম্বাই গেজেট বলেন ইংলণ্ডে-
খরী বোধপুরের রাজস্রোতা সার প্রতাপ
সিংহের নিকট ভারত দর্শনের ইচ্ছা
প্রকাশ করিয়াছেন। বোধ হয় শুনি-
বার ভুল।

৫। সম্প্রতি বোম্বাইয়ে একটা হিন্দু
বাল-বিধবার ব্রাহ্মধর্ম মতে পুনর্বিবাহ
হইয়াছে। বরের বয়স ২৩ ও কন্ডার
বয়স ১৭ বৎসর। বালিকা গঙ্গাবাই
৮ বৎসরে বিবাহিতা হইয়া ১১ বৎসরে
বিধবা হয়।

৬। বাবু প্রতাপ চন্দ্র সঙ্কুমদার
ইংরাজিতে বাবু কেশব চন্দ্র সেনের
জীবন চরিত সম্বন্ধে এক বৃহৎ পুস্তক
লিখিয়াছেন।

৭। কৃষিক্ষেত্রে উচ্চ জ্ঞানিকার
যে রূপ উন্নতি হইতেছে ইয়ুরোপের
আর কোথায়ও সেরূপ দেখা যায় না।
১৮৮৬ সালে কৃষির বিশ্ববিদ্যালয় সকলে
ছাত্রসংখ্যা ৭৭২ হইয়াছিল, তন্মধ্যে
২৪৩ জন দর্শন ৫০০ বৈজ্ঞানিক গণিত

এবং ৩৬ জন গণিত শাস্ত্রাধ্যায়ী। ইহা-
দিগের মধ্যে ৩১ জন বাজ বিবাহিতা
অবশিষ্ট কুমারী। জীলোকদিগের
অধিকাংশই উচ্চ ভদ্রবংশীয়া। এতদ্ভিন্ন
ফ্রান্স স্কুইট কারলাও প্রভৃতির বিখ-
বিদ্যালয়ে অনেক রুশির মহিলা চিকি-
ৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

৮। বিবি লিভিট নারী এক মহিলা

জুরা ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে সুদূর লোককে
উত্তেজিত করিবার জন্য পৃথিবীর সর্বস্থান
পরিভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন।

৯। বঙ্গ সাহিত্যের একজন প্রা-
নোৎসাহী বহরমপুর নিবাসী বাবু রাম-
দাস মেনের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি
অনেক গুণের আধার ছিলেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। সেক্সপিয়ারের গল্প ১ম ভাগ,
শ্রীযুক্তগোপাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত,
মূল্য কাপড়ে বাধা ১।০ মাত্র। অস্থ-
বাদটা বিস্তৃত ও মিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে
ল্যাঙ্কের গল্প অপেক্ষা মূল সেক্সপিয়ারের
বর্ণনা অধিক দৃষ্ট হইল। পুস্তকখানির
বাহ্য দৃষ্ট ও বেশ সুন্দর।

২। আর্থ্যাশাজের যুদ্ধ দ্বার—শ্রীপদ্ম-
নন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত,
প্রণীত ও প্রকাশিত, মূল্য ১।০ টাকা
মাত্র। গ্রন্থকার অনেক পরিশ্রমপূর্বক
শাস্ত্র হইতে তত্ত্বজ্ঞানোৎপাদক শ্লোক
সকল সংগ্রহ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা
করিয়াছেন। তাহার সকল ব্যাখ্যার
সহিত আমরা এক মত হইতে না পারি-
লেও তাহার সঙ্গতিপ্রায়ের প্রশংসা
করি এবং তাহার পুস্তকখানি পাঠক
সাধারণকে পড়িতে অনুপ্রাণিত করি।

৩। সঙ্গীত মতিকা প্রথম খণ্ড—

সিন্দুরিয়াপট্টম্ পারিবারিক গ্রন্থ-
সমাজ হইতে প্রকাশিত, মূল্য ১।০ আনা।
সঙ্গীত গুলি পরমার্থ বিষয়ক, ভাব
বিস্তৃত, সুশ্লীলিত ও ভক্তিরস পূর্ণ।
একজন জীলোক এ গুলি রচনা করি-
য়াছেন, ইহা বিশেষ স্তরের বিষয়।

৪। বসন্ত নির্ণয়—শ্রীগোবিন্দ চক্র-
গদ্যোপাধ্যায় প্রণীত ও প্রকাশিত, মূল্য
১২ টাকা। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,
দেহতত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া ক্রিয়া ভাবে
পুস্তক রচিয়াছেন।

৫। আত্মিক দ্বন্দ্ব—শ্রীপ্রিয়নাথ
চক্রবর্তী দ্বারা প্রণীত, মূল্য ২।০ মাত্র।
গ্রন্থকারের জীবন পরীক্ষা পুস্তকের
ইহা এক প্রকার উপসংহার ভাগ।
ইহাতে দৈনিক কর্তব্য ও বিবিধ অবস্থার
কর্তব্য বিবৃত হইয়াছে এবং অনেকগুলি
জ্ঞান প্রার্থনা আছে। এখানি যুবক-
দিগের বিশেষ পাঠ্য।

৬। ব্রহ্মচর্যা ভগিনী ডোরা—এই ধর্মপরায়াণ আদর্শ রমণীর জীবনের কিছু কিছু আধ্যাত্মিক পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই অনেক পাঠক পাঠিকাকে চমৎকৃত করিয়াছে। এক্ষণে ইহার সম্পূর্ণ জীবনী সমস্ত ভাষায় লিখিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। প্রত্যেক বঙ্গরমণীর ইহা এক একবার পাঠ করা কর্তব্য। পুস্তকের মূল্য ১০/০ মাত্র।

৭। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, বাসাবোধিনী পত্রিকার বিনিময়ে নিয়মিত সাময়িক পত্র সকল প্রাপ্ত হইতেছি;—(১) ইণ্ডিয়ান মিরর, (২) ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার, (৩) ইয়ং বেঙ্গল, (৪) ইণ্ডিয়ান ক্রিশ্চিয়ান হেরাল্ড, (৫) ইণ্ডিয়ান পিউরিতান ট্রাম্পেট, (৬) ঢাকা গেজেট, (৭) ইংলিশ উওয়ান্স

রিভিউ, (৮) প্রজাবন্ধু, (৯) এডুকেশন গেজেট, (১০) সঙ্গীবনী, (১১) সময়, (১২) ভারতবাদী, (১৩) তত্ত্ববোধিনী, (১৪) তত্ত্বকোমুদী, (১৫) পরিচারিকা, (১৬) বঙ্গবাদী, (১৭) ভারতী, (১৮) সারস্বত পত্র, (১৯) সোমপ্রকাশ, (২০) নব-বিভাকর ও সাধারণী, (২১) মহাচর, (২২) মধা, (২৩) জুলভ, (২৪) সুরভি ও পতাকা, (২৫) প্রচার, (২৬) নবজীবন, (২৭) দর্প-বন্ধু, (২৮) স্বধর্মদান (হিন্দী), (২৯) সংবাদ-রক (উড়িয়া) (৩০) বান্দব, (৩১) চিকিৎসা সাম্রাজ্য, (৩২) অমৃতসন্ধান, (৩৩) জীৱীয়া গ্রহরী, (৩৪) বিশ্বাসী, (৩৫) ধর্মকেতু, (৩৬) পল্লীপ্রকাশ, (৩৭) জীমত সত্যদর্শন, (৩৮) স্রীপিকা, (৩৯) কর্ণধার, (৪০) কলিকাতা জর্নাল অব মেডিসিন, (৪১) নব্য-ভারত, (৪২) বাণী।

বাণীরচনা।

কবিবর ৮ হাইকেল মধুসূদন দত্ত।

ভারত ভাঙারে রাখি অমূল্য রতন,
জগতে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করিয়া,
স্বমধুর কাব্যোন্মাদনে কত বীণা করি,
চলি গেছ স্বর্গধামে বঙ্গ আধারিয়া।

তবুও অমর তুমি থাকিতে সংসারে,
বঙ্গভাষা, হে কবীশ, কাব্যের উদ্যানে,
মোহন বীণায় তালে গেয়েছ যে গীত,
নিয়ত বাজিছে তাহা বঙ্গবাসী কাণে।

অললিত পিক-স্বরে তুমি নিখর
বরষি, মোহিলে তুমি বাঙ্গালী জীবন;
সে গীতু পান করি বঙ্গবাসী হায়,
শ্রুতিতে নাহিবে গুণ জীবনে কখন।

মধুর কবিতা বলে করনা তরঙ্গে
ঢালিয়াছ যে অমৃত, কবিকুলধন,
মিটিবেনা তুমি, পান করি অমৃতদিন,
ভুলিবেনা বঙ্গভূমি তোমারে কখন।

উজ্জল করেছ তুমি বাঙ্গালার নাম,
বিদ্যার বিমল প্রভা করি বরিষণ,
নিয়ত পৃথিবীতে তোমা দ্বারা মন্দিরে,
কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ হৃদে বঙ্গবাসীগণ।

বহুদিন রবে ভবে বাঙ্গালী জীবন,
তব গুণ শতমুখে করিবে কীর্তন,
বাঙ্গালার ইতিহাসে অমর অক্ষরে
লেখা রবে চিরতরে “শ্রীমধুসূদন।”
শ্রীপ্রমীলা বসু।

প্রকৃতি ও মানুষ।

তনোনরী অমামিশা জলদ আচ্ছন্ন তার
সম নভো ধরা,
ক্লেদস্থিত শিশুগুণ তাও দেখা নাহি যায়
অন্ধকারে ভরা।

এ ঘোর আঁধারে তবু গৃহের মাঝার
স্থিরপ্রভা দীপশিখা আলো ঘের অনিবার
ভেদি অন্ধকার।
কিন্তু হ'লে তৈলহীন অমনি নিবিয়া যায়
জীবন ফুরায়।

আশাটেল হ'লে গত তবু রহে অব্যাহত
মানব জীবন, কেন নির্ঝাণ না হয় ?
প্রকৃতি নিয়ম কেন মানুষ্যে না রয় ?

২

বসন্তে নবীন নৃষ্টি ধরে লতা গুপ্তচর
নব অবতার
যেন হাসিমাখা শিশু সদা কোমলতাময়
সরলভাধার।

সোহাগেতে বরিষায় দিনে দিনে বৃষ্টিপায়
বল্লরী কুসুম সহ দোলে মুছ মুছ বায়
অতুল শোভায়।

বসন্ত বরষা গত হ'লে কে বা ফিরে চায়
সে হীন দশায়।

শীত না আদর করে ডায়ের প্রধর করে
অবতনে অপমানে অমনি শুধায়ে যায়
মরম ব্যথায়।

কেনরে মল্লজকুল মানহীন হ'লে পরে
জীবনে না মরে।

মর্জাহত সে জীবনে কেন পুনঃ সুখোদয় ?
প্রকৃতি নিয়ম করে মানুষ্যেতে নাহি রয় ?

পূর্বমানিশাতে শশী গগণে উদিত হয়
বিশদ কিরণে
বিস্তারি বিশাল শাখা তীরতরুচর
পত্র-সুশোভনে।

আমরি ! কেমন শাখী
পাতার হিমালী মাধি
বায়ু কোলে চন্দ্রকরে
হেলে ছলে খেলা করে
যেন নভো হ'তে শশী বিচূর্ণিত শতধার
গাছের পাতায়।

এহেন নিশাতে শশী ঐতিবিশ্ব বক্ষোপরে
জলনিধি ধ'রে,
যেদিকে ফিরিয়া চায়
শশাঙ্কে দেখিতে পায়

তীর-তরু-পক্ষে শশী শশিময় সব জলে
বায়ুর হিরোলে।

প্রতি তরঙ্গের পর শোভাপায় কদাধর
শতচন্দ্র দেখি তার হৃদয়ে বিকাশে
উধলে সাগর তাই প্রেমের উচ্ছ্বাসে
হায়রে নিরোপ মোরা যেদিকে ফিরিয়া
চাই

বিশাল ধরায়,
ঈশ্বরের কীৰ্ত্তি যত সদা দেখিবারে পাই
(তবু) যুচেনা আঁধার।

পরিহরি হিংসাধেষ ভূমি। সংসার রেশ
কেন আমাদের মন চাহেনা পরমধন
জগদীশ প্রেমে কেন উথলিয়া উঠে না
প্রকৃতি নিয়ম করে মানুষ্যেতে রহেনা ?

ঐক্যমুদিনী,
যশোহর।

বামাবোধিনী পত্রিকা ।

THE
BAMABODHINI PATRIKA.

“कन्याध्वेन पालनीया शिष्यनीयानियन्तः ।”

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক ।

২৭২

সংখ্যা।

আখ্যন ১২৯৪—অক্টোবর ১৮৮৭।

৪র্থ বর্ষ

১ম ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ ।

বালবিধবাস্রম—ভারতহিতৈষী পণ্ডিতবর মোক্ষমূলার ভারতের বাল-বিধবাদিগের, নানাবিধ দুর্বস্থা সমালোচনা করিয়া তাহাদিগের হিতার্থ হানে স্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি এই জ্ঞ হিতৈষী ইংরাজ সমাজকে উপযুক্ত উপায় নির্ধারণ করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। বোম্বাই হাইকোর্টের অল্পতম জজ স্টু সাহেব এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন যে, ইহা অসাময়িক এবং ইহা দ্বারা হিন্দুবিধবাদিগের বিশেষ কোন উপকার দর্শিবে না। আমাদের মতে আশ্রম স্থাপন দ্বারা হিন্দু বালবিধবাদিগের সকল দুর্বতি

মোচনের উপায় না হইলেও ইহার আবশ্যকতা উপস্থিত হইয়াছে এবং সুবিবেচনার সহিত ইহার কার্যপ্রণালী স্থির করিতে পারিলে কালে ইহা দ্বারা সমাজের একটি মহৎ অভাব পূর্ণ হইতে পারিবে।

দলীপসিংহ—মহারাজ দলীপসিংহের বড় ছুভাগ্য—কমিয়ার প্রধান রাজনীতিজ্ঞ ক্যাটকট সাহেব তাঁহার আশ্রমদাতা ও প্রতিপোষক হইয়াছিলেন, তাঁহার হঠাৎ মৃত্যু হওয়ারতে মহারাজ নিরাশ্র হইয়া পড়িয়াছেন, এমিকে তাঁহার মহারাজী দুই দিনের পীড়ার আগভাগ করিয়াছেন। তাঁহার সম্মানগণ একপ্রকার পিতৃমাতৃহীন হইয়াছেন।

রাজপ্রতিনিধির ভ্রমণ—লর্ড ডক-
রিণ আগামী ২৭ অক্টোবর সিমলা
শৈল পরিত্যাগ করিবেন, তৎপরে
অখালা হইয়া বেবুচিহান যাইবেন।
সমস্ত নবেম্বর মাস গীমাত প্রদেশ ও
তাহার নিকটবর্তী স্থান সকলে কাটা-
ইয়া ১শা ডিসেম্বর রাউলপিণ্ডিতে
ফিরিয়া আসিবেন। ১৭ই ডিসেম্বর
কলিকাতার ফিরিবার সম্ভাবনা।

দাক্ষিণাত্যে হিন্দু বিধবা—
দাক্ষিণাত্যে হিন্দুগণের আজও পূর্ণ
প্রাচুর্য্য এবং সেই জন্ত বিধবাবিধের
উপর অত্যাচারও মুক্তিমান। তথ্য
বালিকা পাঁচ ছয় বৎসরে বিধবা হইলেও
তাহার মস্তক মুণ্ডিত করা হয় এবং
তাহাকে অলঙ্কারহীন করিয়া রীতিমত
লক্ষ্যচারিণী নাজাইয়া দেওয়া হয়। বিধবা
বালিকার মস্তকে বেশ জন্মিলেই
আবার মুণ্ডন করা হয়। এই তর্জাগিনী-
দিগের জন্ত সমাজসংস্কারকদিগের
ভাবিবার ও করিবার অনেক আছে।

মৎস্যবৃষ্টি—সাহারাপুরে ইতি-
মধ্যে কয়েকদিন ধরিয়া মৎস্যবৃষ্টি হইয়া
গিয়াছে। রক্তবৃষ্টি, পুষ্পবৃষ্টি, বাতুবৃষ্টি
আশ্চর্য্য ব্যাপার হইলেও ইহাদের
নৈসর্গিক কারণ আছে। ইহার কিছুই
অলৌকিক ব্যাপার নহে।

আফগানস্থানের গোলযোগ—
আমীর পীড়িত, তাহার রাজ্যে ভয়ানক
বিদ্রোহ ও ঘোর-যুদ্ধ চলিতেছে। এ

দিকে ভূতপূর্ব্ব আমীরের বংশধর
আব্দুল খাঁ যিনি পারস্তে বসিয়া ছিলেন,
তিনি তথা হইতে পলাইয়াছেন।
কাবুলের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়।

বধূশাসন—হিন্দু গৃহে সংপ্রকৃতির
শাওড়ী ও নন্দন থাকিলেও জটিল
শাওড়ী ও কুটিনা নন্দনের অভাব নাই।
বঙ্গদেশে শিকিত যুবকগণ ইংরাজ
দৃষ্টান্তে আপন আপন পত্নীর প্রতি
সমাদর করিতে শিক্ষা করিয়াছেন,
ইহাতে অনেকস্থলে বধূর সৌভাগ্যো-
দয় হইয়াছে, কিন্তু তথাপিও এখন
অল্পসংখ্যক করিলে হিন্দু অন্তঃপুরে
বালিকা-বধুর প্রতি স্বশ্রদ্ধা ও নন্দন-
ঠাকুরাণীর অত্যাচারের বিরাম নাই।
দক্ষিণ ভারতবর্ষে বধুর প্রতি শাওড়ীর
কিঞ্চপ অত্যাচার, তত্ত্বজ্ঞ কোন যুবতী
তাহার এইরূপ ছবি আঁকিয়াছেন—

“খামি অনেক বধুর কথা জানি তাহারা
শাওড়ীর তাদৃশ্য রূপ ও পুষ্করিণীতে ভ্রমিয়া ঘরি-
য়াছে, কেহ কেহ বিবাহে যখন প্রাণত্যাগ
করিয়াছে। (১) আমার এক নখীর বহন যখন
বার বৎসর, তাহার শাওড়ী তাহাকে এক পিড়ি-
তালিকার ওপর রাখিয়া নিযুক্ত করেন। বালিকা
জাত ও ক্রান্ত হইয়া দুমাইয়া পড়িয়াছিল,
শাওড়ী আসিয়া তদুপরে কোপজ্বলিত হইলেন
এবং একটি চিমটা আঁতুবে লাগ করিয়া তাহার
হস্তদ্বয় দহন করিয়া দিলেন। বালিকার দ্বিতীয়
বার এইরূপ একটি হস্তদ্বয়ে বিলম্ব প্রহার
হইতে হয়। তৃতীয়বার জাত হইয়া নিম্নিত
হস্তদ্বয়ে মেহমমী শাওড়ী তাহার হাত-
বান ভাঙ্গিয়া দেন। আমার সখী তাহার
পরদিন দহন ও জগহত আমাকে দেখাইয়া-

ছিলেন। কয়েক মাসের মধ্যে শান্তডী ঠাকুরাণী তারিখ পরীক্ষার প্রত্যেক গ্রন্থি ভগ্ন করিয়া দেন, ইহাতে হতভাগিনীর জীবনলীলা শেষ হয়। (২) গত মাসে একটি ক্ষুদ্র বালিকা বিধ ভক্ষণ করিয়া গ্রাণ পরিচায় করে। তারিখ দুইয়াকালের উক্তি এই “আমার শাশুড়ীর মিষ্টরতার ফল এই।” (৩) কয়েক মাস হইল একটি পরমাশ্রমেরী বালিকা আত্মঘাতিনী হইবার জন্য একটি উচ্চ-স্থান হইতে লাফাইয়া পড়ে। সে কিছুদিন জীবন্ত হইয়া বাঁচিয়াছিল। তারিখ শান্তডী তারিখকে দেখিতে আসিলে বধু বলিল “আমি তোমার হাত এড়াইয়াছি, তুমি আর আমার নাগাল পাইবে না।” এই কথা বলিয়া রুমী পলায়ন করিয়া গইল ও, তৎপরেই পথ নিষোস পরিত্যাগ করিল।

তিনি আরও কয়েকটি এইরূপ ভীষণ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। বালিকা-বধুর জীবনের দুঃখের কাহিনী অনন্ত, কে তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করিবে?

সম্মিলনের উৎসব—(১) গত ১৫ই সেপ্টেম্বর সিটি কলেজ ভবনে মধ্যাহ্নাভাষা সম্মিলনের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন ও ক্রীড়াকা বিভাগের পারি-
ভাবিক বিতরণ হয়। বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন, উপ ক্রীড়াকার আবেগবর্তা তাহাতে বিশেষরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। (২) গত ১৭ই সেপ্টেম্বর আলবার্ট হলে বিক্রম-
পুর সম্মিলনের সাংবৎসরিক উৎসব হইয়াছে, বাবু অক্ষয়চন্দ্র দাস সভাপতির কার্য্য নির্বাহ করেন, তিনি ক্রীড়াকার

উন্নতি জন্য জীলোকদিগের বাধ্যবিবাহ নিবারণের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়া-
ছেন।

অন্তরীক্ষে ভ্রমণ—অন্তরীক্ষে ভ্রমণ করিবার জন্য আমেরিকানদের বিয়ম বাস্ত হইয়াছেন। বোম্বার্নের ডাক, বোম্বার্নে সমুদ্র অতিক্রম, বোম্বার্নের উপর আকাশে গৃহ নির্মাণ প্রভৃতি কত কৌশলের পরীক্ষা হইল, পুনঃ পুনঃ বিকল প্রবৃত্ত হইয়াও তাহার ক্ষয়োদ্যম হন নাই। সম্প্রতি জাতীয় অন্তরীক্ষ ভ্রমণ (National Aerial Navigation Company) নামে এক বণিক-
দলের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহারা প্রকৃত মূলধন লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। অন্যাবধি অন্তরীক্ষ ভ্রমণের উপায়স্বরূপ যত প্রকার বোম্বার্নের কৌশল উদ্ভা-
বিত হইয়াছে, সেই সমস্ত পরীক্ষা করিয়া আকাশমার্গ সম্পূর্ণরূপে মানবের আয়ত্তাধীন করাই এই কোম্পানীর উদ্দেশ্য। ইহারা অল্প ব্যয়ে প্রতিকূল বায়ুর বিরুদ্ধে আকাশে বহুক্ষণ ভ্রমণ সম্পন্ন করিবেন।

রাসায়নিক খাদ্য—সাইমেন নামক জার্মান জাতীয় ছইজন বৈজ্ঞানিক সহোদর। একটি ভাই বিজ্ঞানকে দ্রাবী পদার্থের জায় গাজ্জাত করিয়া জগতের অশেষ উপকারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অল্প ভাতা ভাজার সাইমেন রাসায়নিক খাদ্য প্রস্তুত করিতে উদ্ভাবিত হইয়া-

ছেন। তিনি বলেন, রসায়ন শাস্ত্র বৈজ্ঞানিক কৌশল সংযোগে মানবের খাদ্য যোগাইবে। ফল, মূল, শস্ত, মাংস রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা পূর্বকৃত হইলে মারাত্মক যে সকল পদার্থ সংগৃহীত হইয়া থাকে, তাহা মূল খাদ্যোপেক্ষা বলকর, তৃপ্তিজনক এবং স্বাস্থ্যবিধায়ক। অল্পমাত্রা গ্রহণে অধিক-কাল অনাহারে থাকিয়া ক্রমাগত পরিশ্রম করিলেও লোকে অবসন্ন হয় না। ইহা অল্প ব্যয়ে অনাহারে প্রস্তুত হইতে পারে। ইহা দ্বারা উৎকট উৎকট পীড়া সকল, অসময়ে বার্কক্য ও অকাল মৃত্যু নিবারিত হইবে। বৈজ্ঞানিক শক্তিদ্বারা শিল্পবস্ত্রের উন্নতি হইলে শ্রমজীবীদের যে পরিমাণে ক্ষতি হইবে, এই অনাহারমল্ল হ্রাসিত খাদ্য দ্বারা তাহার সম্পূর্ণ পূরণ হইবে।

নায়াগারা—পাঠিকারা নায়াগারা জলপ্রপাতের কথা শুনিয়াছেন, পৃথিবীতে এমন অপূর্ণ নৈসর্গিক দৃশ্য আর নাই। অত্যাচ পর্বত হইতে প্রলব্ধবেগে জলরাশি উল্লম্ব দিয়া উপত্যকায় পতিত হইয়া ক্রমে নিম্নদেশে প্রবাহিত হইতেছে। বৈজ্ঞানিকেরা ইহার বেগ ৫,০০০০০০ সার্ক কোটি অথ বেগের সমান অনুমান করেন। এই বেগ ব্যবহারে আনিবার জন্য আমেরিকার “নায়াগারা স্ক্রু ও বেগ” নামে মণিকদলের স্থিতি হইয়াছে। তাহার নায়াগারা প্রদেশে শ্রমজীবী নগর স্থাপিত করিয়া মানাধি

শিল্প বস্ত্র স্থাপন করিবেন এবং বিবিধ ব্যবহারোপযোগী বস্ত্র অল্পব্যয়ে উৎপন্ন করিবেন।

কারা তত্ত্বাবধায়িকা—ইংলেণ্ডে কারা তত্ত্বাবধানার্থ ৩১৮ জন ক্রীলোক কর্মচারী নিযুক্ত আছেন। ইহারা তৈল কাঠ, পরিচ্ছদ ও বাসস্থান ব্যতীত বার্ষিক ৪৫ হইতে ৫০০ শত পাউণ্ড বেতন পাইয়া থাকে।

কাগজ কলমের ব্যবহার—কাগজ ও কলমের ব্যবহারের পরিমাণ দ্বারা দেশের শিক্ষার ও পরিমাণ স্থির হইয়া থাকে, আমাদের দেশের এরূপ পরিমাণের জ্ঞান নাই। ডিমেরেট ম্যাগেজিন নামক একখানি নিউইয়র্কের মাসিক পত্রিকায় প্রকটিত হইয়াছে যে, কেবল ইউনাইটেডষ্টেটে বার্ষিক ৫০০০০০ পাঁচ লক্ষ টন কাগজ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সমস্ত ইউরোপে ইহার দ্বিগুণ মাত্র। কাগজ প্রস্তুত করণের উপকরণ তুণ, জীর্ণ ছিন্নবস্ত্র, প্রভৃতি সামগ্রী সকল সংগ্রহার্থে প্রতিবর্ষে প্রায় ২৫ কোটি টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। ইহাতে ৪০ কোটি টাকার কাগজ প্রস্তুত হয়। লোহার কলম (স্টীল নিব) ও প্রতিবর্ষে প্রায় এক কোটি টাকার প্রস্তুত হয়, তদ্ব্যতীত হংসগুচ্ছও আছে।

কীর্তিস্তম্ভ—এবৎসর মধ্যদেশে উচ্চ উচ্চ কীর্তিস্তম্ভ সকল নির্মাণের

ধুম পড়িয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডে মহারাণীর পঞ্চাশৎ সাধ্বসরিক রাজত্ব স্মরণার্থ লণ্ডনে ৪২০ পাদ উচ্চ একটা প্রস্তরময় জুবিলি কীর্তিস্তম্ভ নির্মিত হইয়াছে। পারিসে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী উপলক্ষে সহস্রপাদ উচ্চ একটা লোহার কীর্তিস্তম্ভ নির্মিত হইবার উদ্যোগ হইতেছে, ক্রসেলে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের আন্ত-

র্জাতিক প্রদর্শনী উপলক্ষে একটা অত্যুচ্চ কীর্তিস্তম্ভ নির্মিত হইতেছে। নিউইয়র্কেও সম্প্রতি একটা উচ্চতম স্তম্ভ নির্মাণের উপক্রম হইতেছে, ইহার শিখর হইতে দূরবীক্ষণ সাহায্যে বস্টন ও ওয়াশিংটন দৃষ্ট হইবে।

হিন্দু শিষ্টাচার।

প্রাচীন হিন্দুদিগের শিষ্টাচার ধর্মমূলক এবং জীবনের সকল বিভাগব্যাপী। যাহাতে সমাজস্থ সকল লোকের চরিত্রোৎকর্ষ হইতে পারে, এই জন্য তাঁহারা নানাবিধ সামাজিকতার পদ্ধতি ও শিষ্টাচারের নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। হিন্দুদিগের পরিবারের প্রতি কর্তব্য, প্রতিবাসীর প্রতি কর্তব্য, জনসমাজের প্রতি কর্তব্য, ইতর জীবদিগের প্রতি কর্তব্য, পরলোকবাদীদিগের প্রতি কর্তব্য এ সকলই ধর্মের মূল স্বত্র ধরিয়া নির্ধারিত হইয়াছে—কেবল তাহা নহে, বৈদ্যিক ব্যাপার এবং যুদ্ধ কার্যোক্ত তাঁহারা ইহা প্রবর্তিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ হিন্দুর সমস্ত জীবন বাহাতে ধর্মময় ও ধর্ম সাধনের সহায় হয় এক্রপভাবে আচার ব্যবহার সকল ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, ইহাতে প্রাচীন হিন্দুদিগের

সামান্য ধর্মসাহস ও সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় না। হিন্দু জাতি যে এতকাল পরাধীন ও নানাবিধ অত্যাচারের অধীন হইয়া এত বিকৃত ও অধোগতিপ্রাপ্ত হইয়াছে, আজও ইহার মধ্যে ধর্মের প্রাধান্য দেখা যায় এবং সাধারণতঃ হিন্দুসমাজ ইয়ুরোপীয় সমাজ অপেক্ষা অধিক ভদ্র ও শিষ্টাচারী বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার কারণ হিন্দুদিগের ধর্মমূলক জাতিগত শিষ্টাচার।

প্রথমতঃ হিন্দুদিগের পারিবারিক ব্যবস্থা দেখিলে বোধ হয় গৃহকে আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবন গঠনের সম্পূর্ণ উপযোগী করাই ব্যবস্থাপকদিগের উদ্দেশ্য ছিল। ধর্ম ও নীতির প্রথম শিক্ষাশ্রম গৃহ। পিতা মাতা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা, সম্মানগণ তাঁহাদিগের নিকট সর্বক্ষণ প্রভাবান্বিত ও অমুগত হইয়া থাকিবে। পিতানাতার

পাদবন্দন সন্তানের সর্বপ্রথম নিত্য কর্ম এবং পিতামাতার সেবা ও সম্ভাব সাধনের জন্য সকল প্রকার ত্যাগ-স্বীকার ও ক্লেশ বহন করা সন্তানের পরম ধর্ম বলিয়া নির্দিষ্ট ছিল। এই সুনিয়ম হইতে সন্তানের মনে ভক্তি, বিনয়, প্রভৃতি সদগুণের উদ্ভেক হইত এবং নিঃস্বার্থ ধর্মকার্য্য করিবার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি হইত। পাশ্চাত্য সভ্যতার অহুকরণে এ সূত্রথা পরিভ্যক্ত হইতেছে, তাহার ফল—সন্তানের হৃদিনীত ও বার্ষপরায়ণ প্রকৃতি। গুরুজনের উপযুক্ত সম্মান রক্ষা করিয়া তাঁহাদিগের শুভ আশীর্বাদ গ্রহণ করিতে পারিলে আত্মার বণার্থ কল্যাণ হয়। বর্তমান সান্যবাদের কালে ইহা কুসংস্কার বলিয়া গণ্য হইয়াছে। “জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম পিতা, জনন্যা ভগিনী তথা” জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার তুল্য এবং জ্যেষ্ঠ ভগিনী মাতার তুল্য, হিন্দুদিগের মধ্যে এইরূপ সংস্কার বদ্ধমূল। কনিষ্ঠ ভাই ভগিনীকেও জ্যেষ্ঠেরা সন্তানের ন্যায় দেখিতেন। ইহার সফল পারিবারিক দৃঢ়বন্ধন ও চির-সৌম্যতা কেবল সহোদর সহোদরা-দিগের মধ্যে এই স্নানর প্রীতির ভাব বদ্ধ ছিল না, কিন্তু জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সম্পর্কীয় গুড়তুত, জেঠতুত, মাসতুত, পিসতুত ভাই ভগিনীদের মধ্যেও ইহার আশ্চর্য্য উদাহরণ প্রত্যক্ষ হইত। হিন্দুরা বহু গোষ্ঠী একগুহে একান্নবর্তী পরিবার

হইয়া যে স্বর্গের দৃষ্ট প্রদর্শনে সমর্থ হইয়াছেন, তাহার সুলভ প্রসঙ্গের প্রতি এই প্রীতি ও সন্তাবের বিনিময়। বর্তমান স্বার্থপর যুগে স্ত্রী পুরুষে, ও পিতাপুত্রে একত্র সন্তাবে বাস করা ভার হইয়াছে, কিন্তু পূর্বকালে দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় কুটুম্বগণও এক পরিবারভুক্ত হইয়া কিরূপে স্নেহে বাস করিতেন? তখন পরিবারের মধ্যে যিনি কর্তা বা কর্তা হইতেন, তিনি আপনি না থাইয়া পরিয়া অপরকে খাওয়াইতেন ও পরাইতেন, পরিবারস্থ সকলের উপজীব অন্নানবদনে গহ্ব করিতেন এবং আপনার যন্তকো-পরি সমস্ত হুংভার লইয়া অপর সকলকে স্নেহী করিবার জন্ত চেষ্টা করিতেন। পরিবারের মধ্যে কৃতী ভ্রাতা আপনার উপার্জিত অর্থ সকলকে সমানরূপে বিভাগ করিয়া দিতেন এবং কত সময় আপনায় স্ত্রী পুত্রদিগকে বঞ্চিত করিয়া ভ্রাতাদিগের স্ত্রীপুত্র-দিগকে সুসজ্জিত ও স্নেহী করিবার চেষ্টা করিতেন। কেবল সহোদর ভ্রাতা নহে, এক পরিবারে ভুজ জেঠতুত, গুড়তুত, পিসতুত ভাই সকলের মধ্যেও এইরূপ নিঃস্বার্থ ভাব দেখা যাইত। ভ্রাতাদিগের ভাব বেরূপ, ভগিনীদিগেরও তদনুরূপ ছিল। অস্ত্রের জন্ত কে কত স্বার্থত্যাগ ও আত্মসুখ বিসর্জন করিতে পারে, ইহারই প্রতিযোগিতা হইত। কি স্বর্গীয় ভাব, কি নিঃস্বার্থ দেব-

জাৰা! কেবল আত্মীয় কুটুম্বগণ নহে, তৎকালে দাদা দাদীসহ পৰিবারভুল ছিল। তাহাদের কেহ জেঠা, খুড়া, মামা, দাদা, কেহ পিসী, নানী, দিদি, বি, ইত্যাদি নামে অভিহিত হইত, পৰিবারের কত স্নেহ সমাদর লাভ করিত, এবং পৰিবারের সেবায় তাহারাও কেমন আত্মজীবন বিসৰ্জন করিত। এক্ষণ পৰিবার-বন্ধন বৰ্দ্ধমান কালে অসম্ভব, কিন্তু এইরূপ নিঃস্বার্থ সভাবের শতাংশের একাংশও যদি আধুনিক পৰিবারে সঞ্চারিত হয়, তাহা হইলেও কত সুখের হয়।

হিন্দু পারিবারিক শিষ্টাচারের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি পরস্পরের শিষ্টাচারের কথা উল্লেখ করা যায় নাই, তাহার কারণ এই, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বড় একটা শিষ্টাচার প্রদৰ্শন প্রাচীন হিন্দু পদ্ধতিতে দেখা যায় না। স্বামী স্ত্রী বিবাহ কালে যখন পরস্পরের পাণিগ্রহণ করেন, তখন তাহাদিগের বন্ধন-মন্ত এই

“আমার যে হৃদয় তাহা তোমার হৃদয়, তোমার যে হৃদয় তাহা আমার হৃদয়” সুতরাং স্বামী স্ত্রী উভয়ে একহৃদয় এক-প্রাণ, তাহারা আর পরস্পরের প্রতি বাহ্য শিষ্টাচার কি প্রদৰ্শন করিবেন? এখানে পাশ্চাত্য দাম্পত্যপ্রণয়ের সহিত হিন্দু দাম্পত্যভাবের কিছু অমিল দেখা যায়। পাশ্চাত্য দাম্পত্যের প্রেমের কত পরিচয় বাহিরে, লোক সমক্ষে। দাম্পত্য প্রেমের ভাব অপরের সমক্ষে গোপন করাই হিন্দু দাম্পত্যের শিষ্টাচার। তাহাদিগের অন্তরের যে ভাব, তাহা তাহাদিগেরই পরস্পরেরই গোচর, অন্যের বিদিত নহে, তাহাদিগের পরস্পরের যে প্রেমালাপ তাহা লোক-কর্ণের অগোচর রাখিবার জন্য তাহাদিগের বিশেষ চেষ্টা। প্রেম যতই গোপনীয়, তাহাদের মতে তাহা ততই নিঃশব্দ ও স্থায়ী।

(ক্ৰমশঃ)

আশাবতীর উপাখ্যান।

(২৭১ সংখ্যা ১১১ পৃষ্ঠার পর।)

১. শ্রী। জীবাত্মা বিষয়ে অনেক কথা বলিলেন, পরমাত্মা বিষয়ে কিছু বুঝাইয়া বলুন।

পাঠক। সংস্কৃত শ্লোকগুলি না পড়িয়া কেবল অর্থগুলি বলিয়া যাই, তাহা হইলেই বুঝিবার সুবিধা হইবে।

যাহা হইতে এই অসীম ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে, যাহা দ্বারা জীবিত রহিয়াছে, প্রথম কালে যাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তিনিই ব্রহ্ম বা পরমাত্মা। তিনি কর্ণের কর্ণ, মনের মন, বাক্যের বাক্য, প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু। তাহাকে

চক্ষু দেখিতে পায় না, বাক্য কহিতে পারে না, এজন্ত আমরা তাঁহাকে জানিতে পারি না এবং শিষ্যকে যে প্রকারে ব্রহ্মের উপদেশ দিতে হয় তাহাও জানি না। কিন্তু বেদের এই উপদেশ বে, বিদিত কি অবিদিত তাবৎ বস্তু হইতে তিনি ভিন্ন হইলেন। ইহা পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে আমরা শুনিয়াছি, যাহা তাঁহার। আমাদিগকে কহিয়াছেন। সেই চূড়র্শ এবং সর্বভূতে গুচরূপে অল্প-প্রতিষ্ট, সকল জীবের অন্তরে ও অতি সঙ্কট স্থানে অবস্থিত—সেই পুরাণ পুরুষকে অধ্যাত্ম যোগ দ্বারা জানিরা ধীর ব্যক্তি হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হইলেন। ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ অনন্ত-স্বরূপ অনন্দরূপে, শান্তিরূপে অমৃত-রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। তিনি ব্রহ্মল, একমাত্র, অদ্বিতীয়, শুদ্ধ অপাংগবিক।

প্রশ্ন। পরমাত্মা ব্রহ্ম, তাঁহাকে দেখা যায় না, শোনা যায় না, তবে যোগ কি রূপে হবে?

উত্তর। ব্রহ্মকে দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে, মনন করিবে এবং নিদিধ্যাসন করিবে।

প্রশ্ন। কিরূপে পরমাত্মাকে দর্শন, শ্রবণ করিবে?

উত্তর। যিনি চুশ্চরিত্র হইতে বিরত হন নাই, শাস্ত সমাহিত হন নাই, বাহ্য চিত্ত শান্তি লাভ করে নাই, তিনি কেবল জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইবেন না। ব্রহ্মদর্শন জন্ত যোগের প্রয়োজন। দ্বিরা

ইন্দ্রিয়ধারণাকেই যোগ কহে। যোগ কালে প্রশান্ত হইতে হয়। কেননা যোগের উৎপত্তিও আছে, বিনাশও আছে। অর্জুনকে যোগশিক্ষা দান কালে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন “হে অর্জুন! যে ব্যক্তি অধিক আহার করে এবং যে নিত্যন্ত অনাহারী, যে অনেক নিদ্রাশীল এবং এককালে নিদ্রাত্যাগ করে, তাহার যোগ সাধন হয় না। যে ব্যক্তি উপ-যুক্তরূপে আহার বিহার করে, এবং কার্য্য সম্বন্ধে বাহার চেষ্টা থাকে—যৎ-কর্তৃক জাগরণ ও নিদ্রা পরিমিত হই-মাছে, সেই ব্যক্তিই হুৎ নাশক যোগ সাধনে সমর্থ হয়।

দক্ষ সংহিতার ৭ম অধ্যায়ে যোগ বিষয়ে বাহা লেখা আছে, তাহার অর্থ শ্রবণ কর।

১। যদ্বারা লোক বশীভূত, যদ্বারা আত্মা বশীকৃত যদ্বারা ইন্দ্রিয় ও তাহার বিষয় বশীভূত হইয়াছে, তাহাকেই আমি যোগ বলি।

২। প্রাণায়াম, ধ্যান, প্রত্যাহার, ধারণা, তর্ক, সমাধি, যোগের এই সকল অঙ্গ।

৩। অরণ্যবাসে বহু গ্রন্থ চিন্তনে অথবা ব্রত বজ্র তপস্তাতেও যোগ হয় না।

৪। পথ্যাশন দ্বারা যোগী হয় না, নৈশাশন দর্শন দ্বারাও যোগী হয় না, কেবল শৌচ দ্বারাও হয় না।

৫। অভিযোগ অভ্যাশ, এবং তাহাতে নিশ্চয়তা পুনঃ পুনঃ নির্বোধ ইহাতেই যোগসিদ্ধি হয় অস্ত্র উপায়ে নহে।

৬। আশ্চর্য্যাকার বিনোদ,শৌচক্রিয়া, মর্কভূতে সমদর্শিতা এই সকল দ্বারা যোগ সিদ্ধি হয়, অস্ত্র উপায়ে নহে।

৭। স্বয়ংভূত অনন্তমনা হইয়া সম্ভট আপনাতে স্তম্ভিত, তাহারই যোগ প্রকৃষ্ট-রূপে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

বিষ্ণুপুরাণ ৬ অংশ, ৭ম অধ্যায়।

১। হে যাক্তিক্য! আনার নিকট যোগ স্বরূপ শ্রবণ কর, মুনি যেখানে স্থিত হইলে ব্রহ্মলাভ করিয়া আর বিচ্যুত হয় না।

২। মনুষ্যগণের মনই বদ্ধ মোক্ষের কারণ। বিষয়ামক্তি বন্ধের কারণ, অন্য-শক্তিই মুক্তির কারণ।

৩। বিজ্ঞানাদ্বা মুনি বিষয় হইতে মনকে সমাধিত করিয়া সেই মনদ্বারা পরব্রহ্মকে মুক্তির জন্ত চিন্তা করিবে।

৪। চুষক প্রস্তর যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ হে মনে! আত্মশক্তি দ্বারা ব্রহ্মব্যাদী আত্মাকে আত্মভাবে আনয়ন করে।

৫। আত্মপ্রযত্নসাপেক্ষ যে বিশিষ্টা মনো-গতি, সেই মনেরই পরব্রহ্ম সংযোগ হয়।

৬। এই অভাস্ত বৈশিষ্ট্যই যোগের লক্ষণ। বাহ্যর যোগ আছে, তাহাকেই যোগী কহে।

৭। যোগযুক্ত যোগী প্রথমে সমাধি সম্পন্ন হন, পরে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন।

৮। যোগী নিকাম হইয়া ব্রহ্মচর্যা, অহিংসা, সত্য, অচোরা, অপরিগ্রহ,

দেবা করিয়া মনের যোগ্যতা লাভ করিবে।

৯। নিরতাস্ববান্ যোগী, স্বাধার,শৌচ, সন্তোষ, তপশ্চা, অবলম্বন করিয়া মনকে পরব্রহ্ম-প্রবণ করিবে।

১০। এই সকল যম নিয়ম পক্ষপক্ষ-কীর্ণিত হইয়াছে, ইহা বিশেষরূপে ফল দান করে, এবং নিকামদিগের মুক্তিদান করে।

১১। যতি নানা গুণে সংযুক্ত হইয়া ভজ্ঞাসনাদি একপ্রকার আসন দ্বিরীকৃত করিয়া যম নিয়মদ্বারা যোগ সাধন করিবে।

১২। প্রাণায়াম দ্বারা বায়ুকে এবং প্রত্যাহার দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া শুভস্থানে চিত্তকে স্থির করিবে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৩৯ অধ্যায়।

২। প্রাণায়াম দ্বারা বোধ দমন করিবে। বায়ু, পিত্ত, কফ ইহাদিগকে শারীরিক দোষ কহে। ধারণাদ্বারা পাপ নাপ করিবে। প্রত্যাহার দ্বারা বিষয় সকলকে, ধ্যান দ্বারা স্বামিহীন গুণ সকলকে বিনাশ করিবে।

৪। যোগবিদ প্রথমে প্রাণায়াম সাধন করিবে।

১০। ইন্দ্রিয়বদ্ধ যেমন মত্ত হস্তীকে বশীভূত করে, তদ্রূপ যোগী সাধন দ্বারা প্রাণায়াম প্রভৃতি পক্ষবান্ধকে যথেষ্ট ব্যবহার করিতে পারেন।

১১। যে প্রকার সিংহ শিক্ত হইয়া যুগাই বধ করে, মনুষ্য বধ করে না,

ভ্রূষণ বায়ু সঞ্চিত হইয়া যোগীর দোষ
নষ্ট করে, কিন্তু দেহ নষ্ট করে না।

১৬। হে রাজেন্দ্র! যোগী সিদ্ধির লক্ষ্য

আয়রপুষ্কক সাধন করিবে। অতি শীত,
অতি উষ্ণ, অতি বায়ু এক্রুশ স্থানে সাধন
করিবে না।

(ক্রমশঃ)

নারীচরিত।

ওপি।

(২৬৬ সংখ্যার ৩৪১ পৃষ্ঠার পর।)

ওপি ব্যক্তিবিশেষের প্রতি লক্ষ্য
না করিয়া কেবল সাধারণভাবে আত্মীয়
ও বন্ধুবর্গের সহিত বাক্যালাপ করিতে
ভালবাসিতেন। পরিনিলার প্রতি নানা
উপায়ে বিরাগ প্রদর্শন করিতেন।
ঈশ্বরোপাসনা সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন
“উপাসনার কি শক্তি! অনন্তরূপ
আমাদিগের উপাসনা শ্রবণ করেন,
ঐহার নিকট বাক্যস্থূরণ করিবার
ক্ষমতা, কি অল্পত ক্ষমতা আমাদিগকে
প্রদত্ত হইয়াছে। অপরাধ-ভারাবনত
পাপীও ঐহার সিংহাসন সমীপে পতিত
হইয়া অন্তরের অন্তরতম ভাব গুলি
খুলিয়া বলিবার অধিকারী, ইহার অপেক্ষা
গবিত্ত ও উৎকৃষ্ট প্রীতির নিদর্শন আর
নাই। হে প্রিয় সুজ্ঞ! উপাসনালাভে
ইহ জগতেই মোক্ষফল লাভ করিবে এবং
তোমার সমস্ত অভাব মোচন হইবে,
আমার এইরূপ বিশ্বাস।” তিনি বাল্যা-
বয়সে জননীর সহিত মনোরম গ্রীষ্ম

কালে * ক্রোমার নামক স্থানে অতি-
বাহিত করিয়াছিলেন। এই হেতু পরেও
তিনি ঐ স্থানে মধ্যে মধ্যে গমন করি-
তেন। ঐহার প্রথম রচনাবলির মধ্যে
১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে মাতার স্মরণার্থে রচিত
কবিতা একটি। তাহাতে লিখিয়াছেন,
“পিতা মাতা কর্তব্যপরিচয় হইলে,
সন্তান কখনও ঐহাদিগের মেহবন্ধন
বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না এবং কাল
কুজাপি পিতৃ মাতৃ ভক্তি ও অপত্য মেহ
বিকৃত করিতে সক্ষম হয় না।” সংসারের
পিচ্ছিল ও বন্ধুর পথে বাহারা ঐহার
নেতা ও সঙ্গী ছিলেন, তিনি ঐহাদিগকে
কখনও বিস্মৃত হন নাই। “কণ্ঠাবস্থায়
মাতৃপ্রদত্ত উপদেশ গুলির বিষয় তিনি
সম্রদা উল্লেখ করিতেন। সামান্য বিষয়ে
মনোনিবেশ ও কুত্র কর্তব্যে আত্মপ্রদর্শন
সামাজিক সুখের অস্তুতম প্রধান উপা-

* গ্রীষ্মকাল ভারতবর্ষে বঙ্গমহাশয় বৈশাখ, হিম-
প্রবল ইংলণ্ডে গ্রীষ্মকাল সেইরূপ মনোরম।

দান; ইহা হারাই তাহার আপনার চরিত্র সংগঠিত হইয়াছিল। তিনি বলিতেন “মুদ্র কৰ্ত্তব্য সাধন করিতে যত্নবান হইও” যে ব্যক্তি সামান্য বিষয়ে সতত তৎপর, পরের পরিতোষের স্বস্ত্য তাহার অন্তঃকরণ যত্নশীল। অধিকন্তু তিনি কাহাকেও কোনরূপে মনোবেদনা দিতেন না। তাহার চরিত্রাধ্যায়ক একদা কোন ব্যক্তিকে “বুড়া” বলিয়া ডাকেন, ইহা শুনিয়া তিনি তাহাকে তৎসনা করিয়া বলেন “কাহাকেও বুড়া বলিও না, ইহাতে নীচতা প্রকাশ পায় এবং লোকের মনঃ কষ্ট হয়। আমার মা আমাকে ছেলে বেলায় এই কথাটি ডাঙিতে শিখাইয়াছিলেন।” আমাদের দেশে ছেলের কথার দূরে থাকুক, অনেক বৃদ্ধ লোকেও বুড়া বলিয়া কাহাকে ডাকিতে বা ভাষায়া করিতে বিন্দুমাত্র বোধ বলিয়া ভাবেন না। সন্তানের মনোবুদ্ধির সুরূপ এবং স্বভাব ও চরিত্রের বিকাশের উপর চক্ষু রাখা পিতামাতা ও শিক্ষিতার প্রথম কৰ্ত্তব্য। “পিতা মাতার সম্মান করিবে” এই আদেশটি তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল। তাহার মতে পিতা মাতার প্রতি সম্মানের অল্পচিহ্ন ভাব বা কৰ্ত্তব্যপন্যপন্যতার অভাব রূপ মহাপাপের নিকৃতি নাই।

ইউরোপ মহাদেশ বিশেষতঃ ফ্রান্স দেশের রাজধানী প্যারিস নগরী পরিদর্শন করিতে ওপির বহুবিধসাবধি ইচ্ছা ছিল। এক্ষণে সেই ইচ্ছা কার্যে পরিণত করি-

বার জন্ত অগ্রসর হইলেন। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে দেশ পরিভ্রমণে বহির্গত হইলেন। ঐ বৎসর ২০এ অক্টোবর তারিখে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। ইহার পর ইনি ব্রি-থ্যাঁ উপজাগবেতা মন ওয়াস্টন্ ফটের জন্মভূমি আবটস্‌ফোর্ড দেখিতে যান। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পুনরায় ইউরোপ পরিভ্রমণ করিয়া বৎসরের শেষভাগে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। এই তাহার শেষ পর্যটন। ইহার পর তিনি বাটি হইতে দীর্ঘকাল কোনস্থানে অবস্থিতি করেন নাই; কেবল লণ্ডন ও নরউইচের নিকটবর্তী স্থানে মধ্যে মধ্যে গমন করিতেন। এই সময় কান্দুল মেডো নামক স্থানে স্থায়ী হন। ইহার জীবনের শেষ দশায় প্রতিদিন প্রাতঃকাল স্বর্ণহে মনোগত বন্ধুসিংহের সহিত চিঠি পত্রাদি লেখায় ব্যস্ত হইত। নরউইচে যিনি আসিতেন, তিনিই তাহার সহিত বাস্যাং করিতে চাহিতেন এবং তিনিও সকলের সহিত হস্তচিহ্নে সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতেন। তাহার চিঠি পত্রাদির সংখ্যা এক বুদ্ধি হইয়াছিল যে, তিনি সে সমস্ত লিখিতে আনন্দানুভাব না করিলে কখনও লিখিয়া উঠিতে পারিতেন না। চীকা টিপ্পনী ব্যতীত তিনি প্রত্যহ পড়ে ছরখানি করিয়া পত্র লিখিতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি অনেক সাময়িক পত্রে অত্যন্ত বক্ত ও পরিশ্রমের সহিত প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইতেন।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁহার ভগিনী ত্রিগুণের মৃত্যু হয়। শেষ-মশা পর্যন্ত তিনি এই আত্মীয়ের সহবাস ভোগ করিতেন, সুতরাং ইহার মৃত্যুতে তিনি বৎপরোনাতি সন্তপ্তা হন। এতৎ সম্বন্ধে তিনি একস্থানে লেখেন,—এবস্থিৎ পরীক্ষায় দীর্ঘায়ু প্রার্থনীয় নয়, কিন্তু কি করা যায়, উপায় নাই, ঈশ্বরের বাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে। তিনি মঙ্গলময়, বাহা মঙ্গল তাহাই অবলম্ব করিবেন। কাহারও বিষয়ে মন ভাবিতে তাঁহার মনে ব্যথা লাগিত। তিনি যেমন অস্ত্রের সংকার্য্যে প্রীত হইতেন, তেমনই অসংকার্য্যে অশ্রু বিসর্জন করিতেন। বেহ দৃষ্টিতে পরের দোষ ও দৌর্লভ্য দেখিতেন; কাহারও বিকক্ষে কোনও কথা বিশ্বাস করিতেন না। কাহারও নিন্দা বা বিরুদ্ধ কোনও কথা কেহ রটাইলে তিনি অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন। ১৮৫২ অব্দের ২রা জানুয়ারি তারিখে তিনি বাতরোগে পঙ্গু হইয়া দুইমাসকাল শয্যাগত থাকেন। যদিও ইহার পর-কিঞ্চিৎ আরোগ্যলাভ করেন; কিন্তু কঠিন পীড়ার নিঃশেষ হইল না, ইহাতেই পর বৎসর অর্থাৎ ১৮৫৩ সালের ২রা ডিসেম্বর তারিখে তাঁহার মৃত্যু সংঘটিত হয়।

মৃত্যু শয্যাতেও তাঁহার কোনরূপ বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় নাই। পূর্বের স্তায় এখনও পরিজনবর্গকে দেবিয়া সুখী হইলেন। পূর্বের স্তায় এখনও স্বদয়ের প্রকৃষ্টভাব। পূর্বের স্তায় ঈশ্বরে এখনও অটল বিশ্বাস ও নির্ভর। এই সময় একদিন বলেন “এখন আমি প্রতিদিন তাঁহার নব নব করুণা নভোগ করিতেছি। আমি কিয়দ্বিঘ্ন হইতে তাঁহার নিকট যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি।” শুধু মৃত্যুর কিছু পূর্বে একটু শ্রবণ-শক্তির হ্রাস, কথা বাস্তব বিশ্বাসলগ্নতা ও আপনার মনোগত ভাব স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিবার অপারগতা প্রভৃতি লক্ষণগুলি দৃষ্ট হইয়াছিল। ইহাকেই বলে “অপত্যপ কয় কি মম্বতে জান্লে হয়।” সাধু জীবনের এইকণাই পরিণাম। যে জীবন পরকীর হৃদয়ে কাতর, পরম কারুণিকের সেবার সমর্পিত, সে জীবন যে তাপে তপ্ত হইয়া নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিবে ইহা কখনও সম্ভবপর নহে। মৃত্যু তাঁহার নিকট পরম প্রিয়বস্তু। ইহারই দ্বারা তিনি কারামুক্ত হইয়া প্রিয়তমের নিকট অর্গসর হইবার স্বাধীনতা লাভ করিলেন।

গাছ হু চিকিৎসা।

আমাদের দেশের পল্লীগrame কাছারও পীড়া হইলে প্রায়শ্চাতীনারা নানাপ্রকার ঔষধ দিয়া তাহা আরাম করেন। তাঁহারা নাড়ী পরীক্ষা করিতেও জানেন। কিন্তু আধুনিক ব্রীলোকদিগের মধ্যে এ বিষয়ের বিশেষ অভাব দৃষ্ট হইতেছে। বাটীর কাছারও একটু মাত্র পীড়া হইলে তাঁহারা বিশেষ চিকিৎসক হন, এবং তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের সাহায্য লন। চিকিৎসকের সাহায্য লওয়া যে কত ব্যয়সাধ্য, তাহা যিনি একবার সাহায্য লইয়াছেন, তিনিই বিশেষরূপ অবগত আছেন। বাহাতে আমাদের দেশের ব্রীলোকেরা সামান্য সাধারান পীড়ার চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া আপনারা আরাম করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে বর্তমান প্রস্তাবের অবতারণা করা হইল। ভরসা করি, প্রদেয় ভগিনীগণ ইহা দ্বারা উপকৃত হইতে পারিবেন।

ছোট ছোট ছেলের জ্বর হইলে তাহা কালসান বলে। ছেলের জ্বর হইলে প্রসূতির আহাৰ সৰ্ব্বদা বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক, কারণ সন্তান তাঁহার স্তন্যদুগ্ধ পান করে। সামান্য জ্বর হইলে প্রসূতি দুই বেলী ভাত খাইতে পারেন। কিন্তু যদি জ্বর অধিক হয়, তাহা হইলে একবেলা নিবাসি খাইবেন, এবং

অপরাক্ষে খই, বাতাসা, অথবা মিছরী, কিংবা পাউকটী অথবা গরম দুগ্ধ খাইবেন। ২১ দিবস অন্তর শ্রান করিবেন, তৈল না মাখিয়া গাত্রদোত অথবা শ্রান করিবেন না।

আমাদের দেশের ব্রীলোকেরা বাল্যাবস্থাচর নিয়মিত ইষদুলি সেবন করাইয়া থাকেন।

১। গাছের শিকড় ছেঁচিয়া তাহার রস খাওয়াইয়া থাকেন।

২। নই বা কালনী বাছুরের চোনা (ঐ বাছুরের বয়স বৎ কম হয়, ততই ভাল, কিন্তু যেন চারি মাসের অধিক না হয়)।

৩। ইশার মূল নামক একপ্রকার লতার ওটা পাতা ২টা গোল মরিচ সহিত বাটীয়া খাওয়াইয়া থাকেন। ইহাতে রস পরিপাক হয়।

৪। বিধগজ ছেঁচিয়া তাহার রস খাওয়ান, ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়।

ছেলেদের কোষ্ঠ সার্ব না হইলে জ্বর হয়, এবং পেটে ক্রমি হয়। এই রোগ নিবারণের অন্য পূর্ব সাধনতা আবশ্যক। আলুই প্রস্তুত করিয়া প্রতি সপ্তাহে স্তন্যদুগ্ধ অথবা গাভীর দুগ্ধের সহিত এক একটা বড়ী গুলিয়া খাওয়াইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়।

কালবেধ নামক একপ্রকার ছোট ছোট গাছ পল্লীগrame পাওয়া যায়।

গ্রামের সকল স্ত্রীলোকেই প্রায় তাহা জানেন। তাহার পাতা জোয়ান, রাধুনী, মোরী, নবঙ্গ ও এলাচের (বড় অথবা ছোট) থোসায় সহিত একত্রে বাটিয়া মটরের জায় বড়ী করিয়া রোড়ে শুড় করিলেই আলুই প্রস্তুত হইল। আলুই প্রস্তুত করিবার সময় বত পাতা দিবে, প্রত্যেক মসলা তাহার অর্ধেক পরিমাণে দিবে, কেবল এলাচের থোসা তাহার সিকি অংশ এবং নবঙ্গ আঁচ ও কম দিতে হইবে। আলুই খাইতে অত্যন্ত তিক্ত লাগে।

প্রসূতির পীড়া হইলে অর্থাৎ জ্বর অথবা অশ্বশ্ব প্রভৃতি হইলে সন্তানকে শুন্যদুগ্ধ পান করিতে দিবে না। যদি সন্তান ক্রমাগত শুন্যদুগ্ধ পান করিতে চায়, তাহাহইলে জলে আলুই গুলিয়া সেই জল অথবা নিম্ন পাতা বাটিয়া শুনে মাথাইয়া রাখিবে। শুন্য পান করিতে গেলে তিক্ত লাগার কারণে আর পান করিতে চাহিবে না। অনেক স্ত্রীলোকে কুইনাইন জলে গুলিয়াও দিয়া থাকেন।

যদি শিশুর সর্দি হয়, তাহাহইলে গরম দুগ্ধে ছোটগলার একপলা আন্দাজ গাওয়া বৃত্ত মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইয়া দিবে। তাহাহইলে ঐ সর্দি মলের সহিত বাহির হইয়া যাইবে, এবং আর সর্দি থাকিবে না। খাঁটা মধুও সর্দির এক প্রধান ঔষধ। শিশুর মুখে অজুলি ঘারা মধ্যে মধ্যে খাঁটা মধু খাওয়া

ইয়া দিলে তাহার সর্দি কাশী প্রভৃতি হইতে পারে না।

শিশুর সর্দি হইলে তাহার জননী শুড় অথবা বাইবে না।

সর্দি বৃকে বসিয়া গেলে ঘুঙুড়ী হয়। ঘুঙুড়ী একটা ভয়ানক পীড়া। বালকদিগের ঘুঙুড়ী হইলে কালবিলম্ব না করিয়া বিজ্ঞ ও বুদ্ধদর্শী চিকিৎসকের হস্তে চিকিৎসার ভার দেওয়া উচিত। গৃহ চিকিৎসার উপর নির্ভর করিবে না।

যে শিশুর সর্দি হইয়াছে, যদি তাহার জননী শুড় খান, তাহা হইলে সর্দি বৃকে বসিয়া যায়। শীতল দুগ্ধ খাওয়াইলে সর্দি হয় এবং সর্দির সময় শীতল দুগ্ধ খাওয়াইলে ঐ সর্দি বৃকে বসিয়া যায়। অতএব সন্ধ্যার সময়ে শিশুকে উষ্ণ দুগ্ধ খাওয়াইবে। একটা পাতলা কাঁসার বাটি ও গোটা কতক শুক নারিকেলের পাতা গৃহে রাখিলে সকল সময়েই দুগ্ধ গরম করা যায়। নারিকেল পাতা না থাকিলে প্রদীপেও দুগ্ধ গরম করা যায়।

পেটের অশ্বশ্ব—ছেলেদের সর্দির সময় যদি পেটের অশ্বশ্ব হয়, তাহা হইলে কোন ঔষধ খাওয়াইবার আবশ্যকতা নাই। কারণ সর্দি সকল মলের সহিত নির্গত হইলেই সর্দি ও পেটের অশ্বশ্ব একেবারে আরাম হইয়া যায়।

যদি পেট গরম হইয়া অশ্বশ্ব হয়, তাহা হইলে টাটকা জলে ক্রিকিং

মিছরী ভিজাইয়া তাহার জল এক
খিলুক আন্দাজ খাওয়াইয়া দিবে ।

পেটের অস্থখে দুধের সহিত বেল-
সুটো খাওয়াইলে শীঘ্র আরোগ্য হয় ।
গৃহস্থ ব্যক্তি কাঁচা বেল খোসা শুক
টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুক
করিয়া গৃহে রাখিবেন, ইহাকেই বেল
সুটো বলে । কাঁচা বেলের সময় অর্থাৎ
ভাদ্র আধিন মাসে বেল সুটো কঠি-
লেই সংবৎসর চলিতে পারে ।

ছেলের পেটের অস্থখের সময়
প্রভুতি কেবল মাত্র মাজের বা তর-
কারীর খোল ও ভাত খাইবেন, এবং
একটু সামান্য দুধও খাইতে পারেন ।

শিশু সন্তানদিগের আহার এবং
দান সখন্ধে বিশেষরূপ নিয়ম অবলম্বন
করিলে তাহাদের শীঘ্র পীড়া হয় না ।

ছোট ছোট ছেলেদের প্রায়ই পাঁচড়া
ও গরল প্রভৃতি চর্মরোগ হইয়া থাকে ।
শরীরের রক্ত ধারাপ হইলেই প্রায়
এই সকল পীড়া হয় । কোন একজনের
পাঁচড়া হইলে ক্রমে ক্রমে সেই বাড়ির
সমস্ত পরিবারের পাঁচড়া হয় । অনাবৃত
দ্রব্যাদি ভক্ষণ, অপরিষ্কৃত স্থানে বাস
ইত্যাদি নানা কারণে গরল প্রভৃতি
রোগ উৎপন্ন হয় । বাড়ির একটা
বালকের পাঁচড়া অথবা গরল হইলে,
অপর্যায় বালকগণকে বিশেষরূপ
সাবধানে ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থায়
না রাখিলে তাহাদের ঐরূপ রোগ
হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । যাহার পাঁচড়া

হইবে, তাহার ক্ষুদ্র অত্যন্ত শয্যা ও
কাপড় রাখিবে । সে যেন কখনও অপ-
রের শয্যায় শয়ন না করে এবং অপরের
কাপড় অথবা গামছা ব্যবহার না করে ।
কারণ এই ছোঁয়াটিয়া রোগ এই
প্রকারে সমস্ত পরিবারের মধ্যে ব্যাপ্ত
হইয়া সকলকে অত্যন্ত ব্যতনা দেয়
পাঁচড়ার ঔষধ নানা প্রকার । যে
কয়েক প্রকার ঔষধে শীঘ্র আরাম হয়,
তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে ;—

১। শরীরের যে যে স্থানে পাঁচড়া
হয়, সারান বার সেই সেই স্থান উত্তম
রূপে রগড়াইয়া ধোত করিয়া তাহাতে
কপূর মিশ্রিত নারিকেল তৈল গরম
করিয়া দিলে পাঁচড়া ভাল হয় । কিন্তু
অল্পবয়স্ক বালকেরা সাবান দিয়া রগ-
ড়াইবার ব্যতনা সহ করিতে পারিবে
না, তাহাদের ক্ষুদ্র নিম্নলিখিত ঔষধে
খুব উপকার হইবে ।

২। যে স্থানে পাঁচড়া হইবে (হাতে
হইলে সুবিধা হয়) সেই স্থানে ভিজা
কাপড় (ঝাকড়া) বাধিয়া রাখিবে ।
কাপড় যেন শুক হইয়া না যায়; শুক
হইতে আরম্ভ হইলেই তাহা পুনরায়
ভিজাইবে । ৪৫ ঘণ্টা পরে ঐ ভিজা
কাপড় খুলিয়া ফেলিলে দেখিতে
পাওয়া যাইবে যে, পাঁচড়াগুলি সব সাদা
হইয়া গিয়াছে এবং ভিজিয়া অত্যন্ত
নরম হইয়াছে । তখন নিমগ্নতা সিদ্ধ
করা গরম জল করিয়া সেই জলে আঙুল
আঙুলে সেই পাঁচড়াগুলি ধুইয়া পরিষ্কার

করিবে। পরিষ্কার করিতে কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না, কারণ পাঁচড়াগুলি জলে ভিজিয়া অত্যন্ত নরম হইয়া আছে। ধোত করা হইলে পাঁচড়া বেশ পরিষ্কার হইবে। তখন তাহাতে বাঁটা শরিষার তৈল লাগাইয়া দিবে। এই প্রকরণে ২৩ দিনে পাঁচড়া আরাম হয়।

৩। বেণের দোকানে কস্তুরো বিচি নামক এক প্রকার বিচি পাওয়া যায়। সেই বিচি কতকগুলি নারিকেল তৈল দ্বারা বাটিয়া পাঁচড়ায় লাগাইয়া দিলেও পাঁচড়া শীঘ্র আরাম হইতে দেখা গিয়াছে।

৪। শরিষার তৈল ও কলিচূর্ণ একত্রে ফেনাইয়া, রৌদ্রে গরম করিয়া তাহার পর পাঁচড়ায় লাগাইয়া দিলেও ভাল হয়।

পাঁচড়া যত পরিষ্কার করা যায়, তত শীঘ্র আরাম হয়। অপরিষ্কার লোকের পাঁচড়া শীঘ্র আরাম হয় না, তাহারা অত্যন্ত কষ্ট পায়। পাঁচড়ার সময় দুই বেলা ভাত খাওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে। যে সকল স্রব্য খাইলে রস হয়, তাহা খাইবে না। অপরাহ্নে কটী খাইবে।

গরলের ঔষধ ।

গরল নানা প্রকার আছে এবং তাহার ঔষধও নানা প্রকার। কিন্তু একটা সাধারণ ঔষধ আছে যাহাতে সকল প্রকার গরল শীঘ্র আরাম হয়। ঐ ঔষধে নানা ঘা পর্য্যন্ত আরাম হইতে দেখা গিয়াছে।

পানমরিচ নামে এক প্রকার ছোট ছোট গাছ পরীগ্রামে পুষ্করিণীর ধারে পাওয়া যায়। উহার পাতা সরু এবং লম্বা। একটা পিতলের বাটী করিয়া কতকটা ঘৃত আশ্রয়ে চড়াইবে। যখন সেই ঘৃত ফুটিবে, তখন তাহাতে কতকগুলি পানমরিচের পাতা ফেলিয়া দিবে। ঐ পাতাগুলি যখন ঘুতে ভাজা হইয়া চুইয়া যাইবে, তখন সেই ঘুতের বাটী আশ্রয় হইতে তুলিয়া ঠাণ্ডা হইলে অঙ্গুলি দ্বারা উত্তমরূপে মাড়িলে পাতাগুলি গুড়াইয়া ঘুতের সহিত মিশিয়া যাইবে, সেই ঘৃত প্রতি দিবস ৩ বার করিয়া গরলে লাগাইয়া দিবে। যখন ঘৃত লাগাইবে, তখনই গরম করিয়া লাগাইবে। (ক্রমশঃ)

বার্জিনিয়ার ইতিবৃত্ত ।

বাসাবোধিনীতে জর্জ ওয়াশিংটনের জননীর আধ্যাত্মিকতাতে বার্জিনিয়া প্রদেশ তাহার জন্মভূমি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই প্রদেশের ইতিবৃত্ত অতি

আশ্চর্য্য। ইংলণ্ডের মহারাজী এলিজাবেথের রাজত্ব সময়ে খ্রিস্টাব্দ সার ওয়াণ্টার র্যালি এখানে উপনিবেশ স্থাপনার্থ প্রভূত অর্থ ব্যয় করেন। এই

ভূমি-খণ্ডের প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ তিনি প্রজাতির মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া অনেককে তথায় আকর্ষণ করিয়াছিলেন । হুংগের বিষয় তাঁহার সংস্থাপিত উপনিবেশের উন্নতি হইল না । বার্জিনিয়ার আদ্য ভূমিতে বাস অত্যন্ত কষ্টকর বলিয়া অনেকে স্বদেশে ফিরিয়া আসেন । এক সময় আদিম-নিবাসীরা তাহাদিগকে সমূলে হত্যা করে । ইংলণ্ড হইতে যখন সাহায্য আসিল, তখন শিশু-উপনিবেশ ধ্বংস-বশেষ হইয়া গিয়াছে । মৃত ব্যক্তিদিগের অসমাহিত অস্থি সকল প্রাপ্ত হইয়াছিল ; শূন্য গৃহ সকলে বহু হরিণ সকল চরিত । আর একবার উপনিবেশ স্থাপিত হইয়া অল্পকাল হইয়া যায় । অধিবাসীদের কি হইল, অদ্যাপি জানিতে পারা যায় নাই ।

দার ওয়ালটার র্যালি লণ্ডন হুর্গে জয়োদশ বর্ষের অল্প বন্দী হইয়া “পৃথিবীর ইতিহাস” লিখিতেছিলেন এবং আপনার ভাগ্য ও উপনিবেশের ভাগ্য স্মরণ করিয়া ব্যথিতহৃদয়ে দিন যাপন করিতেছিলেন । যাহা হউক তাঁহার আশা সকল হইবার উপক্রম হইল । ১৬০৩ সালে ইংলণ্ডের ১ম জেমস সনন্দপত্র দিয়া এক কোম্পানি স্থাপন করিলেন—উপনিবেশ সংস্থাপন তাহাদিগের কর্তব্য নির্দেশ করিয়া বাণিজ্য ব্যবসারে তাহাদিগকে অধিকার প্রদান করিলেন ।

কোম্পানি ৩ খানি জাহাজ সহিত

করিয়া বার্জিনিয়াতে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা মানসে একদল লোক পাঠাইলেন । ইহাদের সংখ্যা ১০৫ জন । ইহাদের আর্থেক লোক দেউলিয়া, কতকগুলি ব্যবসায়ী, অবশিষ্ট পদাতিক সৈন্য । তাহাদের মধ্যে কৃষি, শিল্পী প্রভৃতির সংখ্যা অতি অল্প ছিল । নূতন দেশ পত্তনের জন্ত যেরূপ লোকের প্রয়োজন, সেরূপ লোক নাই, সম্ভাব্য ব্যক্তি নাই বলিলেই হয়—তিন খানি জাহাজ যেন ইংলণ্ডের জঞ্জালে পূর্ণ হইয়া আমেরিকার অরণ্যে সাগর-বোগাইবার জন্ত প্রেরিত হইতেছে ।

বার্জিনিয়ার শুভাশুভ বলিতে হইবে যে নূতন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা এই সকল হতভাগ্য লোকদের সহিত একজন সুযোগ্য লোক যাইতেছেন, জৈবর তাঁহাকে শাসন ক্রমতায় বিভূষিত করিয়াছেন । তাঁহার নাম জন স্মিথ । এই ব্যক্তি বার্থার বীরপ্রকৃতিসম্পন্ন । তাঁহার বয়স ৩০ বৎসরেরও কম, তিনি একজন দ্রুতি, বলিষ্ঠ, প্রশস্তদেহ যুবা পুরুষ । বাল্য কাল হইতে তিনি রণ ব্রতে নীক্ষিত, সাহসিক কার্যের অহু-সন্ধানে পৃথিবীর নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া অভিজ্ঞতা উপার্জন করিয়াছেন । তিনি ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন উপনিবেশ স্থাপনের প্রবৃত্তি সাধারণের মনে বসবস্তী, তিনি তৎক্ষণাতঃ উৎসাহসহকারে বার্জিনিয়ায়াজীদিগের দলভুক্ত হইলেন । নিজের অনিচ্ছা এবং

সহযাত্রী অনেক ব্যক্তির দ্বারা জাহাজে ও তিনি উপনিবেশীদের অধাঙ্কপদে অভিযুক্ত হইলেন। যে প্রণালীতে প্রাচীন কালে একজন লোক রাজপন লাভ করিতেন, স্থিতি সেই প্রণালীতে এই উচ্চতম পদ অধিকার করিলেন।

হীনচরিত্র এই লোকমণ্ডলী পোতা-রোহণে জেমস নদী বক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁরে নামিয়া দেশের রাজার নামে “জেমস নগর” বলিয়া সেই স্থানের নামকরণ পূর্বক অবিলম্বে নগর নির্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। আমেরিকাতে এই প্রথম উপনিবেশ পত্তন। উপনিবেশীরা এই স্থানের জল বায়ু ও অরণ্যের সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইরাছিলেন, তাহারা এখানে স্বথসমুচ্চি লাভ করিবেন এই আশায় উৎসাহিত হইলেন।

কিন্তু দেশটা এখনও অরণ্যময়। অরণ্য পরিষ্কার না করিলে আহারোপ-যোগী কোন শস্ত উৎপাদনের আশা নাই। নির্ধনানিত ভদ্র লোকেরা জঙ্গল কাটিবার জন্ত প্রাণপণে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন, কিন্তু অসুবিধা ভয়ানক। কুড়ালী দ্বারা তাঁহাদিগের হাতে ফোঁস পড়িতে লাগিল, অনেক সময় চুই বা মারিয়া তাঁহারা এরূপ উচ্চৈঃস্বরে শপথ করিতে লাগিলেন, যে তৃতীয় আঘাতের ধনি আর কর্ণগোচর হয় না। শ্বিথের কর্ণবোর প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠা ছিল। তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির শপথ গণিবার উপায়

করিলেন। এবং রাত্রিকালে প্রত্যেক শপথের জন্ত এক কড়া করিয়া জল তাহাদিগের হস্তে ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। এইরূপ চিকিৎসায় শপথ করা রোগের প্রতীকার হইল এবং সকলে অধিক মহিচ্ছ হইয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন।

উপনিবেশীরা বসন্তকালের প্রথমে জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হন। গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হইল, রৌদ্র অগ্নিশিখার দ্বার্য্য বোধ হইল, উত্তাপ অনন্য। খাদ্য দ্রব্য খাওয়া কঠিন, অনেক সময় উপবাসব্রত অবলম্বন করিতে হইল। এই সময় স্থিগ এক পত্রে লিখিয়াছিলেন “আমরা আহার পান হইতে ঘেঞ্জণ বিরত হই-রাছি, পান হইতে যদি সেইরূপ হইতে পারিতাম, তাহা হইলে আমরা পুণ্যায়্য শ্রেণী মধ্যে স্থান পাইতে পারিতাম।” উপনিবেশীরা পীড়িত হইয়া মরিতে লাগিল। কুড়ালী দ্বারা তাহাদিগের অভ্যাস ছিল না, কত হস্ত হইতে তাহা স্থলিত হইতে লাগিল। শরৎকাল আসিবার পূর্বে অর্দ্ধেক লোক গতাস্ব হইল। কিন্তু বাজিনিয়ার যে প্রচণ্ড শূন্য এত জীবন নাশের কারণ হইল, সেই শূন্য অবশিষ্ট জীবিত লোকদিগের জন্ত রোপিত শস্ত পাকাইয়া ভুলিল এবং তাহাদের আহার ক্ষেত্রের অনেক লাঘব হইল। শীতকালে জল বায়ু অধিকতর স্বাস্থ্যকর হইল এবং বস্ত্র পক্ষী ও মৃগ প্রচুর পরিমাণে পাইবার সুবিধা হইল।

উপনিবেশীদিগের অবস্থা যখন এক প্রকার নিরাপদ হইল, তখন স্থিৎ কতকগুলি সঙ্গী সমভিব্যাহারে দেশের অভ্যন্তর ভাগ আবিষ্কারে বাজা করিলেন। আদিমবাসীরা সঙ্গিসহ তাঁহাকে দূত করিল। তাঁহার সঙ্গিগণকে তাহার। বিনা বাক্যব্যয়ে হত্যা করিল। ঘোর বিপদেও স্থিৎের মনের শান্ত্যভাব বিচলিত হইল না। তিনি পকেট হইতে কম্পাস বা দিগ্‌দর্শন যন্ত্র বাহির করিলেন এবং তাহার গুণ ব্যাখ্যা করিয়া অসভ্যদিগের মনে কোতুহল উৎপাদন করিতে লাগিলেন। তিনি তাহাদের সমক্ষে এক খানি পত্র লিখিলেন, তাহা দেখিয়া তাহারা বার পর নাই চমৎকৃত হইল। তাহারা তাঁহাকে প্রাণে মারিল না এবং একটা অদ্ভুত জীব বলিয়া চতুর্দিকস্থ বস্ত্র লোকদিগের নিকট প্রদর্শন করিতে লাগিল। বস্তুতঃ তিনি তাহাদিগের বোধের অগম্য, অসামান্য জীব। তাঁহার দ্বারা তাহাদিগের মঙ্গল হইবে কি অমঙ্গল হইবে, এখনও স্থির করিতে পারিল না।

অনেক চিন্তার পর তাহাদিগের নিকট যে উপায় বিজ্ঞোচিত বলিয়া বোধ হইল, তাহারা তাহাই অবলম্বনে প্রবৃত্ত হইল। এ আশ্চর্য্য জীব হইতে মঙ্গল হইবে কি না অনিশ্চিত, কিন্তু বিপদ যে হইবে না, কে তাহার প্রতিভূ হইবে? এই ভাবিয়া তাহার। স্থিৎকে দূতরূপে বাধিয়া মাটির উপর কেলিল

এবং এক খণ্ড প্রস্তরের উপর তাহার মস্তক স্থাপন করিয়া পশুর ছায় বধ করিবার উদ্যোগ করিল। তাহার মাথা চূর্ণ করিবার জন্ত এক বৃহৎ মুদগর উত্তোলিত হইল। কিন্তু স্থিৎ সকলেরই প্রিয় ছিল। ঐ অসভ্য জাতির রাজার কস্তার নাম পোকাহন্টাস, তাহার বয়স ১০ বা ১২ বৎসর মাত্র। এক্ষণ প্রিয়দর্শন সাহেবটা হত হইবে, ইহা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইল। স্থিৎ যখন শয়ান হইয়া আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছেন, বালিকা তাহার কণ্ঠা-লিঙ্গন করিয়া ধরিল এবং উদ্যত মুদগরের নিম্নে আপনার ক্ষুদ্র মস্তক স্থাপন করিল। অসভ্যেরা আর তাঁহাকে বধ করিতে পারিল না এবং রাজকস্তার আদেশে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল।

৫ বৎসর পরে জন রোল্‌ফ নামে এক সুবোধ ধার্মিক ইংরাজ যুবর অমুরাগ দৃষ্টি এই বালিকার উপর পতিত হইল। কিন্তু অসভ্য শাপগ্রস্ত জাতির কস্তার সহিত বিবাহ বন্ধনে কিরূপে যুক্ত হইবেন, এই চিন্তার তাঁহার চিত্ত ঘোরতর আন্দোলিত হইতে লাগিল। অবশেষে প্রেমেরই জয় হইল। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা বালিকাটী খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়, তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল, জেমস টাউনের ক্ষুদ্র ধর্ম্মমন্দিরে তাহার দীক্ষা কার্য্য সম্পন্ন হইল। তৎপরে তিনি তাহার পাণিগ্রহণ করিলেন।

কিছুদিন পরে ইংরাজ যুবা তাহার

পত্নীকে লইয়া ইংলণ্ডে যান। যুবতীর আকৃতি সুন্দর, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, ঈশ্বরনিষ্ঠা অকপট এবং ব্যবহার সকল সরল বহু ভাবের পরিচায়ক। ইংলণ্ডে খর ও তাঁহার মন্ত্রিবর্গ 'বনের প্রথম ফল' বলিয়া ইহার বিশেষ সমাদর করেন। অসভ্য আমেরিক ও সভ্য ইংরাজ এই উভয় জাতির যোগে বড় শুভ ফল হইবে বলিয়া তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন। এই যুবতী অবিলম্বে একটা পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন, ইহা হইতে বার্লিনীয় অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের উৎপত্তি হয়। এই রমণী আমেরিকার ইণ্ডিয়ান বংশের একটা সমুজ্জল সুন্দর ছবি। তাহাদের কুল সমুজ্জলকারী একরূপ রক্ত আর দৃষ্টি-গোচর হয় নাই। ছুপের বিষয় তাহার ভাগ্যে স্বদেশ পুনর্দর্শন ঘটিল না। মুহূর্ত্ত তাহার স্বামিপুত্র হইতে অকালে তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করিল।

স্মিথ যখন বন্দিদশা হইতে মুক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন, তখন উপনিবেশটা বিনষ্টপ্রায়। ৩৮টা মাত্র লোক অবশিষ্ট ছিল, তাহারাও স্বদেশ যাত্রার উদ্যোগ করিতেছিল। স্মিথের প্রত্যাগমনে সেই নিরাশ লোকদিগের মনে আশাজ্যোতি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তাহাদের অধ্যক্ষের ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া তাহারা পুনরায় কার্যে প্রবৃত্ত হইল। ইংলণ্ড হইতে নূতন উপনিবেশীর আগমনে তাহারা সমগ্রিক উৎসাহিত হইল।

নবাগত লোকেরা চরিত্র বিষয়ে পূর্বতন লোকদিগের অপেক্ষা কোন অংশে উৎকৃষ্ট নহে। উপনিবেশীদিগের অধিকাংশ এখনও দৃষ্টিগত হতশ্রী ভ্রূ-বংশীয় লোক। স্বদেশে থাকিলে গুরুতর দণ্ড পাইতে হইত বলিয়া তাহাদিগকে দেশান্তরিত করা হইয়াছে। এইরূপ লোক লইয়া যে সমাজ গঠিত হইয়াছে, তাহার খ্যাতি কিরূপ বলা বাহুল্য, এই জ্ঞান এখানে নির্দাসিত না হইয়া ফাঁসী কাঠে ঝুলিতে কেহ কেহ অধিক পসন্দ করিল এবং তাহারা সেইরূপ দণ্ডের উপযুক্ত বলিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইল।

এইরূপ লোকদিগকে শাসনাধীন রাখিয়া স্মিথ যে অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা কে না স্বীকার করিবেন? কিন্তু হঠাৎ বাকুদে আগুন লাগিয়া তিনি গুরুতর রূপে আহত হন। উপনিবেশে অল্প চিকিৎসার সাহায্য পাইবার উপায় ছিল না, স্মিথকে ইংলণ্ড যাত্রা করিতে হইল। উপনিবেশে পুনরায় ছুর্ভিক্ষ পীড়া উপস্থিত হইল। স্মিথ যাত্রাকালে ৫০০ লোক রাখিয়া গিয়াছিলেন, ছয় মাসের মধ্যে তাহা হ্রাস হইয়া ৬০ টী মাত্র হইয়া যায়। ইহারা জাহাজ চড়িয়া স্বদেশে পুনর্যাত্রা করিতেছেন, এমন সময় তাহাদের নূতন গবর্নর লর্ড ডেলাওয়ার আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং উপনিবেশটা আর একবার রক্ষা পাইল।

অল্পে অল্পে উপনিবেশের শ্রীবৃদ্ধি
হইতে লাগিল, উৎকৃষ্টতর প্রকৃতির
লোক সকল ক্রমশঃ তথায় আসিতে
লাগিলেন। ১৬৮৮ সালে বার্মিনিয়ার

লোকসংখ্যা ৫০ হাজার হইল; তাহা-
দের জন্ম লিখিত ব্যবস্থা সকল প্রণীত
হইল এবং তদনুসারে তাহারা শাসিত
হইতে লাগিল।

মহারাজ্যীয় বীরের কীর্তি।

আওরঙ্গজেব দিল্লীর সম্রাট হইয়া
দক্ষিণাপথে আপনার অধিকার বিস্তারে
উদ্যত হন। এই সময় মহারাষ্ট্রের
মহাবীর শিবজী সম্রাটকে খানসামা
বাধা দিয়াছিলেন। তাহার অতুল
হেজমতিয়া ও অসামান্য বিজয়ে সম্রাট
স্তম্ভিত হন। শিবজীর একজন সেনাপতি
উপস্থিত সময়ে ঘেরণ সাহস ও বীরত্বের
পরিচয় দেন, তাহা মহারাষ্ট্রের ইতি-
হাসে অগস্ত অক্ষরে লেখা রহিয়াছে।
এই বীর পুরুষের নাম তম্ভজী।

আওরঙ্গজেব শিবজীর পরাক্রম
খর্ব করিতে আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র
মাজেম ও সেনাপতি যশোবন্ত সিংহকে
দক্ষিণাপথে পাঠাইয়া দিয়াছেন। শিব-
জীর সিংহগড় ও পুরন্দর দুর্গ মোগলের
হস্তগত হইয়াছে। মোগল পক্ষের অনেক
রাজপুত্র সৈন্য সিংহগড়ে অবস্থিতি
করিতেছে। আজ শিবজী এই দুর্গ অধি-
কার করিতে উদ্যত, মোগলের সমক্ষে
আপনার প্রাধান্য স্থাপনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।
বীরব্রৈট আজ এই উদ্দেশ্যে গভীর
চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন, নীরবে গভীর

ভাবে বিপক্ষের ক্ষমতা নষ্ট করিবার
উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন।

সিংহগড় নিম্নগত রাজ্যের সৌন্দর্য্যময়
স্থানে অবস্থিত, উহা উন্নত পর্বতমালায়
পরিবেষ্টিত। একদিকে মহাজি অনন্ত
গগনে মাথা তুলিয়া আপনার অপূর্ব
গাছীগণের পরিচয় দিতেছে। সহ্য-
দ্রির পূর্বপ্রান্তে সিংহগড়। উত্তর ও
দক্ষিণে সমুদ্রত পর্বত লম্বভাবে দাঁড়াইয়া
রহিয়াছে। এই পর্বত অতিশয় দুর্গা-
রোহ। অর্দ্ধ মাইল পর্য্যন্ত উপরে উঠিয়া
সক্ষীর্ণ দুর্গম গিরিগণ অবলম্বন করিয়া
চলিলে দুর্গের দিকে অগ্রসর হওয়া
যায়। পশ্চিম দিকেও ঐরূপ দুর্গম
দুর্গারোহ পর্বত বিস্তৃত রহিয়াছে।
দুর্গটি ত্রিকোণাকৃতি। উহার মধ্য
ভাগের পরিধি প্রায় দুই মাইল। ভীষণ
প্রাকৃতিক প্রাচীর দুর্গের বহির্ভাগ রক্ষা
করিতেছে।

যখন আকাশ পরিষ্কার থাকে,
অনন্ত নীল গগনে স্বর্য়্যালোক প্রকাশ
পায়, তখন পূর্বদিকে দৃষ্টিপাত করিলে
নীরা নদীর বৃক্ষ লতা পরিশোভিত

জ্ঞানল তটদেশ নয়নের তৃপ্তি দাধন করিতে থাকে । উত্তর দিকে পর্বতের বহিঃপ্রদেশে প্রশস্ত পদতল ক্ষেত্রে শিবজীর বালাকালের লীলাভূমি পুনঃ-নগরী দৃষ্টিগোচর হয় । দক্ষিণে ও পশ্চিমে কেবল উন্নত ও অবনত শৈল-মালা স্তনীল বারিধির তরঙ্গ-ভঙ্গীর ছায়া শোভা পাইতেছে । এই অভ্যন্তরীণ গিরির শিখরগুলি ক্ষুদ্র দিগন্তে অনন্ত নীলাকাশের সহিত মিশিয়া গিয়াছে । এই দিকে শিবজীর রায়গড় অবস্থিত । শিবজীর সেনাপতি তম্বাজী ঐ দুর্গম দুৱারোহ গিরিভূগ্ন অধিকর করিবার স্তার গ্রহণ করিয়াছেন ।

মাঘমাংস । দুর্গম গিরিপ্রদেশে দুঃস্থ শীত আপনার বিগুণ প্রভাব বিস্তার করিতেছে । সাহসী তম্বাজী এই নীতের মধ্যে অন্ধকার রাত্রিতে এক হাজার মাওয়ালী সৈন্য লইয়া সিংহগড় অধিকার করিতে যাত্রা করিলেন । গিরিপথ গুলি এই সকল সৈন্যের পরিচিত ছিল । ইহারা গভীর নৈশ অন্ধকারে নির্ভর নিঃশব্দে ঐ পরিচিত গিরিপথ দিয়া দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল । তম্বাজী আপনার সৈন্য দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন । একভাগ কিয়দূরে অবস্থিত করিতেছিল, ইহাদের উপর আদেশ ছিল যে, ইহারা নব্ব্বত প্রাপ্তি মাত্র অগ্রসর হইবে । অপর ভাগ দুর্গের ঠিক নিম্নে পর্বতের পাদদেশে লুকাইত রহিল । ইহাদের মধ্যে এক

জন সাহসী বীরপুরুষ নিঃশব্দে পর্বতে আরোহণ করিয়া বিশেষ সতর্কতার সহিত একগাছি দড়ির মই করিয়া দিলেন । শিবজীর মাওয়ালী সৈন্য বোর অন্ধকারের মধ্যে ঐ সোপান অবলম্বন করিয়া একে একে উপরে উঠিতে লাগিল । এইরূপে তিন শত সৈন্য উপরে উঠিয়াছে, এমন সময়ে হঠাৎ শব্দ হইল । এ শব্দে দুর্গস্থিত সৈনিক পুরুষেরা চমকিত হইয়া, যে দিক দিয়া মাওয়ালী সৈন্য উপরে উঠিতেছে, সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল । একজন সৈনিক ঘটনা কি জানিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে, অমনি একজন মাওয়ালীর নিক্ষিপ্ত তীরে তাহার প্রাণবায়ুর অবসান হইল । কিন্তু ঐ শব্দে দুর্গরক্ষীরা অগ্রসর হইতে লাগিল । তম্বাজী তখন বিপুল সাহসে তিন শত মাত্র সৈন্য লইয়া সেই বহুসংখ্যক দুর্গরক্ষীকে আক্রমণ করিলেন । মাওয়ালিগণ সংখ্যায় অল্প হইলেও লোকাভীত বীরত্ব দেখাইয়া দুর্গরক্ষী সৈন্যদিগের উপর অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল । কিয়ৎক্ষণ মধ্যে তম্বাজী প্রকৃত বীরপুরুষের স্তায় সেই যুদ্ধস্থলে বীরশয্যায় শায়িত হইলেন । তখন মাওয়ালী সৈন্য রণক্ষেত্রে হইতে নীচে নামিবার পছা দেখিতে লাগিল । এমন সময়ে তম্বাজীর জাতুম্পুত্র স্বর্গাজী যুদ্ধস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া গুপ্তীরদ্বারে মাওয়ালীদিগকে কহিলেন, “কোন নরাদম আপনার পিতার দেহ যুদ্ধক্ষেত্রে

কেলিয়া যাইতে ইচ্ছা করে? দড়ির মই নষ্ট হইয়াছে। সকলে যে শিবজীর মাওরালী সৈন্য, এখন তাহারই প্রমাণ দেখান উচিত।” সূর্য্যজীর এই তেজঃপূর্ণ বাক্য মাওরালীদিগের হৃদয়ে প্রবেশ করিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহারা আবার “হর হর মহাদেব” শব্দে শব্দ মনে প্রবিষ্ট হইল। এ গভীর শব্দ গভীর নিশীথের শান্তি ভঙ্গ করিয়া গর্জিত কন্দের প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। এবার মাওরালী গণ একত্রে বেগে ভূর্গ-রক্ষীদিগকে আক্রমণ করিল যে, তাহারা কিছুতেই সে আক্রমণ নিরস্ত করিতে পারিল না। পাঁচ শত ভূর্গরক্ষী সাহসী

দৈনিক পুত্র মাওরালীদিগের অজ্ঞা-বাতে অনন্ত নিদ্রায় নিমগ্ন হইল। সূর্য্যজী বিজয়ী হইলেন। দুর্য্যোধ পর্জিত-শিখরহিত সিংহগড়ে আবার শিবজীর বিজয়পতাকা সুপূর গগনে উড়িতে লাগিল। এই বিজয়-বার্তা শিবজীর নিকটে পৌঁছিল। কিন্তু শিবজী যখন শুনিলেন যে, ভূর্গ অধিকার করিতে তরঙ্গী নিহত হইয়াছেন, তখন তিনি গভীর শোকে অশ্রুপাত করিতে করিতে কহিলেন, “সিংহের আবাস গৃহ অধিকৃত হইল বটে, কিন্তু সিংহ হত হইল; আমরা ভূর্গ হস্তগত করিলাম, কিন্তু হায় তরঙ্গীকে জগের মত হারিলাম!”

শোকের জয়।

নরেশ বাবু কোন ধর্মীর একমাত্র সন্তান। পিতা মাতার অশেষ বড়ে পালিত। জ্ঞানোপার্জনে নরেশের আন্তরিক ব্যাকুলতা হইল, তাহার উপর অর্থ সাহায্যে বাহ্য কিছু হইতে পারে, তাহারও ক্রটি ছিল না। তিনি অল্প দিনের মধ্যেই বাসনাভূত জ্ঞান লাভ দ্বারা পিতা মাতার সম্ভাব্যবন্ধনে সমর্থ হইলেন। জনৈক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পিতা মাতা সম্বংশসমুত্ত একটি সুন্দরী বালিকাকে পুত্রবধু করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিলেন। নরেশের সুখেই জনক জননীর সুখ। পুত্রের আসনেই

গৃহ আনন্দময়। নরেশও বাল্যকাল হইতে এক দিনের জ্ঞানও পিতা মাতাকে মনঃপীড়া দেন নাই। পিতা পুত্রে যে যোগ থাকিলে গৃহ শান্তিময় হয়, নরেশ ও তৎপিতার সেই মধুর যোগ বয়ো-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি বই হ্রাস হয় নাই। মাতার চরিত্রে মহত্ব দেখিলে সন্তান আপনা হইতে তাহার দিকে আকৃষ্ট হয়, নরেশেরও তাহাই হইয়াছিল। শুণবতী জননী দেহ ও চরিত্রের মহত্বগুণে বিনা আয়াসে সন্তানকে সাধুতার দিকে আকৃষ্ট করিয়া সকল প্রলোভন হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়া

আসিতেছিলেন। ধনীরা একমাত্র গৃহ, চারি দিকে কত প্রমোদন। কিন্তু একমাত্র মাতার গুণে বাইল বৎসরাংপি সেই যুবক স্বীয় নিঃশব্দ জীবনের মধুরতায় সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। হঠাৎ একি হইল, দারিদ্র্য মাতা সপ্তাহ পীড়া ভোগ করিতে না করিতে ইহ-লোক ছাড়িয়া গেলেন। দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়া পিতাকে আর গৃহে ফিরিতে হইল না। এইরূপে নরেশের জুথের দিন কুরাইল, একাকী অতুল ধনের অধিকারী হইয়া সেই বিস্তীর্ণ অট্টালিকার সর্বময় কর্তা হইয়াও জনক জননীরা অভাবে তাঁহাকে নিত্য ক্লেশ দিন অতিবাহিত করিতে হইল। কতিপয় বৎসর এইরূপে বাহিতেছে, ক্রমে অনেক সঙ্গী আসিয়া জুটিল। ভোযানোদগট স্বার্থপর সহচরগণ সরল আশ্রিত্যায়ী যুবক নরেশকে আপনাদিগের আয়ত্তে আনিয়া নিজ নিজ স্বার্থ সাধনে ব্যস্ত হইল। হায়! চাতুরী বাহাকে বলে, কপটতা কি যে জানে না, সে দিকপে এই মুখ-মধু বন্ধুদের কপট ব্যবহার বুঝিতে পারিবে? যথার্থ বন্ধু ভাবিয়া নির্দোষ যুবক ক্রমে তাহাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিল। অল্পবয়স্ক পায়ে বিশ্বাস স্থাপিত হইলে যে সকল কুফল ঘটয়া থাকে, ক্রমে সে সমস্তই দেখা দিল। জ্বর বাহার উপর আন্ত-রিক স্থগা বশতঃ নরেশ কখনও স্পর্শ করেন নাই, কুমন্ত্রের দোষে ক্রমে তাহা

প্রধান পানীয়রূপে পরিগণিত হইল, এবং তৎসঙ্গে আর বাহা কিছু একে একে সবই আসিয়া যোগ দিল। গৃহে সতী দাসী পত্নী নিঃশব্দে চক্ষের জল ফেলেন। সপ্তখে সাহস করিয়া কিছু বলিতে পারেন না। কোন কথার উত্তর করিলেই রাগ করিয়া বলেন “অমন করিলে আর বাজি আসিব না, বাগান বাড়িতে থাকিব।” এইরূপে প্রায় প্রতি দিনই কিছু না কিছু অশান্তির কারণ হয়। একদিন রাতি দ্বিপ্রহরের সময় ভৃত্যেরা স্বাধারি করিয়া নরেশকে অস্তঃপুরে লইয়া আসিল। সাধনী রমণী বামীর স্বভাবের পরিবর্তনে মনঃক্লেশে দিন দিন ক্লশ ও মলিন হইতে লাগিলেন। কি করিলে আবার সেই জুথের দিন আসিবে, সেই মধুর ঐতি বাহা লাভ করিয়া জীবন সুখময় ও গৃহ আনন্দে পূর্ণ ছিল, আবার কিসে আসিবে, সর্বদা তাহারই চেষ্টা করেন, কিন্তু হায়! বাহার জন্ত এত চেষ্টা, সে কি আর প্রকৃতিছাড়া যে পত্নীর মনোগত ভাব বুঝিয়া তাহার সেই মলিন মুখ দেখিয়া তাহার সান্ত্বনার জন্ত অগ্রসর হইবে? কতিপয় বৎসর এই রূপে কাটিল। নরেশের পত্নীও ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। কিন্তু নরেশের সে দিকে ভ্রক্ষেপও নাই—ইচ্ছা হয় ত বাড়ী আসেন, কখন কখন সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলিয়া যায়—“বাবু” বাগান বাড়ীতে আছেন, দাসীর

নিকট হইতে এই মাত্র সংবাদ পত্রীর
কর্ণগোচর হয়।

নরেশের পুরাতন দাসী এক দিন
প্রাতে নরেশের নিকট সংবাদ লইয়া
গেল যে গত রাজি বধূবাতার একটি
সুকুমার হইয়াছে। বাড়ীর দেওয়ান
দাসীকে উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিয়া
বিদায় দিলেন। যখন দাসী সংবাদ
লইয়া আসে, নরেশ বাবু তখন প্রকৃতিহ
ছিলেন না। এত অধিক অত্যাচার
হয়, যে তিন দিন আর বাটী আসিতে
পারেন না। এদিকে বাটীতে নব-
কুমারের সমাগমে মহা ধুমধাম কিন্তু
হায়! স্মৃতিকাগারে প্রস্থতির মুখ মলিন।
স্বামীর ছরবছার কথা অরণ করিয়া দুই
চক্ষে অবিরল অশ্রুধারা বিগলিত হই-
তেছে। নির্দোষ সুকুমার শিশুর মুখ
দেখিয়া শোক যেন বিস্তারিত হইয়া প্রস্থতির
আঁখিকে অধির করিয়া তুলিতেছে।

চতুর্থ দিবসে নরেশ বাবু বৃদ্ধ
দেওয়ানের অমুরোধ ছাড়াইতে না
পারিয়া থোকাকে একবার দেখিতে
আসিলেন, অল্পক্ষণ পরে আবার চলিয়া
গেলেন।

একদিন হঠাৎ সংবাদ আসিল "বাবু"
পশ্চিম যাইবেন। নানা প্রকার
আয়োজন আড়ম্বরের পর সত্য সত্যই
নরেশ বাবু পশ্চিম গেলেন। এক
বৎসর পরে বাটী করিলেন। আর
সে শ্রী নাই, সে দেহনয় ভাব নাই।

অত্যাচারে চক্ষু কোটরে প্রবেশ করি-

য়াছে, উজ্জল বর্ণ মলিন হইয়াছে, দেহ
ক্ষীণ, অবসন্নমুখে আর সে প্রফুল্লভাব
নাই। অনিচ্ছার সহিত ধীরে ধীরে
বাটী প্রবেশ করিতেছেন, হঠাৎ দ্বারের
পার্শ্বে ক্ষুদ্র বাগানে হাজিরা নি তাঁহার
মনোযোগ আকর্ষণ করিল, ফিরিয়া
দেখেন দাসীর কোণে একটি শিশু স্থায়
সৌন্দর্য্যে চারিদিক আলো করিয়া হাত
তালি দিতেছে ও হাসিতেছে। প্রভুকে
দেখিবাগাত্র দাসী অগ্রসর হইয়া
থোকাকে প্রভুর কোলে দিবার জন্ত
অগ্রসর হইল, কিন্তু শিশুর অপরিচিত
মুখ দেখিয়া একটু গভীর হইয়া
দাসীর কোলে মুখ লুকাইল। শিশুর
পবিত্র স্বর্গীয় মধুরতা নরেশের হৃদয়ে
কি এক ভাব আনিয়া দিল, তিনি
সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। বাটীর
ভিতর প্রবেশ করিয়া পত্রীর মলিন
বিষন্ন ভাব দর্শনে কিছু বিরক্ত হইলেন।
বলিলেন আমার বাড়ীতে কি ভাত নাই
যে এত বেগা হইয়াছে? এই বলিয়াই
বাহিরে গেলেন। পত্রী নীরবে চক্ষুর
জল মুছিতে লাগিলেন, দ্বিতীয় কেহ
নাই যে সাহসনা করে। নরেশ বাবু
বাহিরে যাইবার কালে দেখিলেন
থোকাকে বাটীর ভিতর আনিতেছে।
নরেশ বাবু চলিয়া গেলেন। কিন্তু বাগানে
গিয়া কিছুক্ষণ থাকিতে না থাকিতে
ইচ্ছা হইল একবার থোকাকে দেখি।
সে স্নানর মুখবাঁনি মনকে কেমন মুগ্ধ
করিয়াছিল, যে নদীদিগকে বিদায়

দিয়া বাটা আসিলেন। কিরংকণ পরে আবার কি মনে হইল চলিয়া গেলেন। প্রায় সপ্তাহ কাল এই প্রকার ঘর ও বাহির আসা যাওয়া চলিল, একদিন ভূতা আসিয়া বলিল “বাবু বাটার ভিতর আহার করিবেন।” সেই রূপ আয়োজন হইল। বাবু আহারে বসিয়াছেন পাশের ঘরে আধ আধ ঘরে থোকা ‘বাক্সা’ ‘বাক্সা’ করিয়া থেলা করিতেছে। নরেশ বাবুর কর্ণে সেই ধ্বনি প্রবেশ করিল—অজানিত ভাবে কে যেন বলিয়া দিল “ঐ শিশুকে দেখ, উহাকে যত্ন কর, আর পাপের দাস থাকিও না।” নরেশ বাবু ভাল রূপে আহার করিতে পারিলেন না। পাপ অভ্যাচারে জীবন ঘোর কলঙ্কিত হইয়াছিল—অসাড় হইয়াছিল, হঠাৎ স্বীয় সম্বানের নির্দোষ স্বর্গীয় পবিত্রতা দর্শনে পূর্বস্বপ্নি প্রাণে উদিত হইয়া বিপরীত ভাব উৎক্লিষ্ট করিল। পিতা মাতার লুপ্ত স্মৃতি হৃদয়ে আগিয়া উঠিল, এত দিন কি ভাবে জীবন যাপিত হইয়াছে, তাহা মনে পড়িয়া প্রাণকে আকুল করিল।

কয়েক দিন বড়ই অশান্তিতে গেল। শিশুকে দেখিলেই আর দূরে রাখিতে ইচ্ছা হয় না, কি আকর্ষণে যে শাবক পিতামহ প্রাণকে আকৃষ্ট করিল, তাহা কেহ জানে না। নরেশ বাবু ক্রমে ক্রমে ছাড়িলেন। প্রেমময়ী গভীর কথা তখন মনে পড়িল, তাহার কোমল প্রাণে কত আঘাত দিয়াছেন, বিনা

অপরাধে কত যন্ত্রণায় তাহাকে দগ্ধ করিয়াছেন, শিশু শুক হইয়া আজ তাহা বুঝাইয়া দিল। শিশু যেন মধ্যস্থ হইয়া পিতা মাতার মধ্যে প্রেমবন্ধন কোমল হস্তে পুনরায় বাধিয়া দিল। পাপের নরকরূপ হইতে উদ্ধার করিয়া পাপীকে পুণ্যের পথ প্রদর্শন করিল।

বাস্তবিক শিশুর পবিত্র জীবন কিনা করিতে পারে? যদি মনোযোগের সহিত দেখা যায় শিশুর সারল্য, শিশুর পবিত্রতা যে কত মধুময়, কত শান্তিপ্রদ, আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। কত শিশু জগতের পাপ ও হুঁচকারকে স্বীয় পবিত্রতার গুণে পুণ্যের পথে অনিয়ন করিয়াছে। কত গৃহ শিশুর আগমনে শান্তির আলয় হইয়াছে, কত শুক হৃদয় শিশু প্রেমে বিগলিত হইয়া নবজীবন লাভ করিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? স্বর্গীয় কুহুম শিশুর জীবন বিনাভয়ে মানব প্রাণে দৌরভ বিস্তার করিয়া আপনার দিকে সকলকে আকৃষ্ট করে। তাই বলি কেহ শিশুকে অনাদর করিও না, শিশু বড়ই আমাদের মামাতা। এই পাপময় স্বার্থপর সংসারে যদি কেহ চক্ষুর সম্মুখে স্বর্গের ছবি ধরিয়া দেয়, তবে সে শিশু। যদি কেহ হৃদয়ের কুটিল বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহাকে পুণ্যের মাধুর্যে পূর্ণ করিয়া দেয়, সে এই কোমল-প্রাণ শিশু। শিশুর নির্দোষ সারল্যময় জীবনের সহিত পৃথিবীর কোন পদার্থের তুলনা হয় না।

গর্ভস্থ শিশুর অবস্থা ।

১০২ সংখ্যক বামাবোধিনীতে “মাতৃ-গর্ভ ও গর্ভস্থ শিশু” নামক প্রস্তাবে আমরা গর্ভস্থ শিশুর নানা অবস্থার চিত্র অঙ্কিত করিয়া তদ্বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি। গর্ভস্থ শিশুর দেহ বর্ধন বিষয়ে অতিরিক্ত কিছু কিছু বিবরণ “প্রসব তত্ত্ব” নামক পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইল, আশা করি, ইহা পাঠিকগণের কৌতুহলজনক হইবে।

১ম মাসে। ক্রম পিণ্ডলিকার জায় ১/৩ ইঞ্চি লম্বে, ওজন ২০ গ্রেণ। মস্তকের দিক স্থল, চরণের দিক দৃশ্য, ভাবীমুখ স্থলে একটা বিভক্ত চিহ্ন, ভাবী চক্ষুর স্থলে দুইটা কক্ষবর্ণ চিহ্ন এবং হস্তপদ স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উজ্জ্বল দেখা যায়।

দ্বয় মাসে। দৈর্ঘ্য ২—১ ইঞ্চি, ওজন ৪০—৭৫ গ্রেণ। বক্ষঃস্থল হইতে মস্তক এবং করোটা হইতে মুখ প্রত্যক্ষ হইয়া পড়ে। নাসিকা, চক্ষু, মুখ ও কর্ণের ছিত্র দেখা যায়। হস্ত পদ অঙ্গুলি-বিশিষ্ট হয়। নাভির জু এবং ফুল উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হয়।

তৃতীয় মাসে। দৈর্ঘ্য ৩। ইঞ্চি, ওজন ২।৫ ড্রাম। জননেন্দ্রিয় ও হস্তপদ প্রত্যক্ষ দেখা যায়। ওষ্ঠ, নাসিকা এবং অক্ষিপুটের অঙ্গুর উদয় হয়। গুল্মস্থলে একটা কক্ষবর্ণ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ফুসফুস ও প্লীহার অঙ্গুর দেখা যায়।

তিন মাসে। ২—৬ ইঞ্চি, ১—৩ ওন্স। জননেন্দ্রিয় স্পষ্ট, লিঙ্গ নির্ণয় হইতে পারে। ফুল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

চারি মাসে। ৪।—৮। ইঞ্চি, ৩—৪ ওন্স। মুখ বড়, চর্ম লাল আভাযুক্ত এবং কিছু কঠিন, নখর বাহির হইতে থাকে।

পাঁচ মাসে। ৬—১০। ইঞ্চি, ৫ ওন্স হইতে ১ পৌণ্ড (অর্ধসের)। মস্তক শরীর অপেক্ষা বড়। নখর স্পষ্ট, মস্তকের কেশ দেখা যায়। জংপিণ্ড ও মুত্রময় বৃহৎকার। পিত্তাশয় স্পষ্ট। স্থায়ী দন্তের অঙ্গুর দেখা যায়।

ছয় মাসে। ৮—১৩ ইঞ্চি, ওজন ১ পৌণ্ড ২ ওন্স। অক্ষিপুটের একত্রিত, বৃহৎ অস্ত্রে প্রথম মল থাকে।

সাত মাসে। ১১—১৬ ইঞ্চি, ওজন ১ সের হইতে ২ সের চর্ম জীবৎ লাল, বসাবৎ দ্রব্যে আচ্ছাদিত। কেশ দীর্ঘ, নখর অঙ্গুলির নীচ পর্যন্ত আইসে না। অক্ষিপুট স্বতন্ত্র।

আট মাসে। ১৪—১৮ ইঞ্চি, ওজন ২। সের হইতে ২। সের। চর্ম গোলাপের বর্ণ, লোমবিশিষ্ট, নখর অঙ্গুলির নীচ পর্যন্ত আইসে।

নয় মাসে। দৈর্ঘ্য ১৬—২০ ইঞ্চি, ওজন ২। সের হইতে ৩। সের, মস্তকের ফুল প্রায় ১ ইঞ্চি লম্বা। শিশু পূর্ণাবয়ব হয়।

গতপূর্ণ হইলে ১৭—২৬ ইঞ্চি, গড়ে ১২ ইঞ্চি। ওজন ২ পৌণ্ড ৬ ওন্স হইতে ১৬

পৌণ্ড। (১/১০ সের হইতে ১/৮ সের পর্য্যন্ত)। সচরাচর পোনে চারি সের।

ভূমিকম্প।

অধ্যাপক হফলী প্রভৃতি আধুনিক বিজ্ঞানবিদগণের মতে ভূ-পৃষ্ঠে শৈত্য-ধিক প্রযুক্ত ভূমিকম্প সংঘটিত হইয়া থাকে। পৃথিবী কথঞ্চিৎ তাপভাগ পরি-
ত্যাগ করিলে, ইহার ব্যান সঙ্কুচিত হয়, এবং সঙ্কুচিত স্থানবর্তী পর্ত্তশ্রেণী ও উপকূল প্রদেশ উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, তন্নিবন্ধন ভূমিকম্পের উৎপত্তি। গত আগষ্ট মাসে দক্ষিণ কেরোলিনায় চার্ল-
ষ্টন প্রদেশে ভূমিকম্প হইয়াছিল। তদবধি তত্রতা উপকূলস্থ তরঙ্গলেখা প্রায় ৮ ইঞ্চি পরিমাণ হ্রাস বা নিম্ন হইয়াছে, ইহাতে বোধ হয় পৃথিবীর উক্ত স্থান উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান শতাব্দীতে নিউজিলণ্ড, চিলী ও সুই-
ডেনের উপকূলস্থ ভূমি সকল ভূ-কম্পান দ্বারাই উন্নত হইয়াছে। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধু নদের দ্বীপে প্রবল ভূমিকম্প সংঘটিত হয়, ইহাতে যে সকল খাল ও উপনদী ইহার সহিত সংযুক্ত ছিল তৎ-
সমুদয়েরই প্রবাহ সংবত হইয়াছিল। ভূ-পৃষ্ঠে সকল স্থানেই ভূমিকম্প-জাত পরিবর্ত্তন সকল স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কোথাও বা প্রবল আন্দো-
লনে পৃথিবী আন্দোলিত হইয়া পর্ত্ত

সকল স্থানচ্যুত, নদীপ্রোত বহু, সমুদ্র উচ্ছৃমিত এবং গ্রাম ও নগর সকল বিপর্য্যস্ত হইয়া প্রলয়ের কাণ্ড সমুপস্থিত করে, কোথাও বা নিশেধে সজ্জন নগরও ধাপন সমুদ্র বিজন গহন চকিতের মধ্যে অবনীগর্ভে সমাহিত হইয়া থাকে। বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতেরা অসুমান করেন যে লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে যখন বহুজরা সমধিক পরিমাণে তাপ উল্লীর্ণ করিয়া ভূ-পৃষ্ঠের সাতিশয় শৈত্য উৎপাদন করিবে, তখন পৃথিবীর সর্ব্বত্রই অবি-
চ্ছিন্ন বিশাল পর্ত্ত শ্রেণীতে সমাচ্ছন্ন হইবে। সমতল ভূমির অসমতলে কৃষি-
কাণ্ডের ব্যাঘাত হইলে ভাবী মানব সম্ভ্রানদিগের সমূহ কষ্ট হইবার সম্ভা-
বনা বটে, কিন্তু বিজ্ঞান ও শিল্প শাস্ত্রের উন্নতির দ্বারা তখন মানব-শক্তি প্রকৃতিকে আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইবে। বিজ্ঞান ও শিল্প উভয় পার্শ্ব-
তীয় প্রদেশ সমতলে পরিণত এবং গভীর কন্দর ও উপত্যকা সকল পরি-
পূর্ণ করিয়া সিন্ধুজলের প্রায়োজন মত পরিবেশন দ্বারা ভূমির উৎকর্ষতা সম্পা-
দনে কৃতকার্য হইবে।

দূর-লোকের মানচিত্র।

সম্প্রতি পারিস নগরে জ্যোতির্বিদ-দিগের একটি মহতী সমিতি হইয়াছিল। তথায় দেশীয় বিদেশীয় খ্যাতনামা জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত দূরদূরান্তর হইতে সমাগত হইয়াছিলেন। তাঁহারা রজনীযোগে পরিদৃশ্যমান প্রত্যেক তারকের ফটোগ্রাফ বা অবিকল প্রতিমূর্তি লইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ স্থল হইতে মন্তকোপরি ভ্রাম্যমান জ্যোতির্বিদগণের আকার প্রকার গতি বিধি ও ব্যবহার বিশেষ নির্ণয় করা হইবে এতদ্বর্থে দ্বাদশ বৎসর সময় লাগিবে। এই প্রকার মানচিত্র ২০০০ ছই সহস্র খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে, ইহাতে সার্দ্ধ ছই কোটি নক্ষত্রের সচিত্র পূর্ণ নির্ঘণ্ট থাকিবে। প্রত্যেকের নিরূপিত স্থান ও মার্গ, আকৃতি, বিস্তৃতি ও প্রবণতা ইত্যাদি অত্যাশ্চর্য্য জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয়ই বিবৃত থাকিবে। এই সকল ফটোগ্রাফের নাম জিলেটাইন ব্রমিয়ার (Gelatine bromure)। এ পর্য্যন্ত কেবল দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে দূর-লোকের যে সকল মানচিত্র প্রস্তুত হইয়াছে, ইহা তাহা অপেক্ষা অনেক অংশে উৎকৃষ্ট ও বিশ্বাসজনক হইবে। ইহাতে যে কেবল গ্রহনক্ষত্রদিগের চিত্র অবিকল চিত্রিত থাকিবে তাহা নহে, অসীম আকাশের গভীরতাও অনেক দূর পর্য্যন্ত তেজ হইবে। ত্রিশ বৎসর

অতিবাহিত হইল ফিটজ জেমস ও ব্রায়েন নামক একব্যক্তি এই মত প্রচার করেন, যে চন্দ্রমার ফটোগ্রাফ লইলে ইহার অনেক গুণ প্রদেশসকল বিশদরূপে আবিষ্কৃত হইতে পারিবে। এই ফটোগ্রাফ তন্ন তন্ন বিশ্লেষ করিলে ইহার সমস্ত প্রদেশ এরূপ পরিষ্কাররূপে দৃষ্ট হইবে যেন আমরা চন্দ্রলোকের কয়েক পাদ মাত্র দূরে অবস্থিতি করিতেছি। প্রথমে যখন এই মত প্রচারিত হইয়াছিল, অবশ্য লোকে প্রলাপের বাক্য বলিয়া তখন উপহাস করিয়াছিল, কিন্তু অধুনা জ্যোতির্বিদ মণ্ডলী যখন আবার সেই মতের প্রতিপোষকতা করিতেছেন, তখন আর প্রলাপ বাক্য বলিতে এক্ষণে আর কাহারও সাহস হয় নাই। তাঁহারা অহুমান করেন যে ফটোগ্রাফ দ্বারা তাঁহারা জ্যোতির্বিদগণের গঠন উপাদান ও উপরিস্থ অবস্থা সকল সম্যক্রূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারিবেন। তাঁহারা বলেন যে যে সার্দ্ধ ছই কোটি নক্ষত্রের ফটোগ্রাফ লওয়া হইবে, তাহার প্রত্যেকই এক একটি স্বতন্ত্র প্রত্যেকেরই গ্রহ ও উপগ্রহ সমেত সৌরজগৎ আছে। এই সার্দ্ধ ছই কোটি সৌরজগৎও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের পরিজ্ঞাপক নহে। এই সার্দ্ধ ছই কোটি জগৎকে যদি সার্দ্ধ ছই কোটি গুণ করা যায়, তাহা হইলেও ব্রহ্মাণ্ডের আরভন নিরূপণ হয় না।

রমণীর কর্তব্য।

(২য় সংখ্যা ১৪৩ পৃষ্ঠার পর)

নারিকেলের ডালনা—নারিকেলের (শাঁস বেশী শক্ত না হয়, একটু নরম হইলে ভাল হয়) শাঁসের খোসা ছাড়াইয়া কুচি করিয়া আলু ভিজা ছোলার সহিত একত্রে ভাজিয়া রাখিবে। হলুদের জলে সিদ্ধ করিবে। সিদ্ধ হইলে জিরা মরিচ বাটা, ধনে বাটা, লঙ্কা বাটা, গুড় অথবা চিনি, কিঞ্চিৎ হুন্ধ, অন্ন ময়দা এবং পরিমাণ মত লবণ মিশ্রিত করিয়া তৈল অথবা ঘূতে তেজপাত ফোড়ন দিয়া স্ফুরাইবে। নামাইবার সময় কিঞ্চিৎ ঘৃত এবং গরম মসলা দিয়া নামাইবে।

মোচার * ঘণ্ট—প্রথমে মোচা কুটিয়া জলে ভালরূপ ধৌত করিয়া পরিকার জলে সিদ্ধ করিবে। সিদ্ধ হইলে জল হইতে মোচাগুলি নিংড়াইয়া তুলিয়া অল্প পাত্রে রাখিবে এবং ঐ জল ফেলিয়া দিবে। একটু লঙ্কা বাটা, জিরা মরিচ বাটা, ধনে বাটা, কিঞ্চিৎ ময়দা, কিঞ্চিৎ গুড়, মোচার পরিমাণ মত লবণ, নারিকেল কোরা, মটরডালের বড়ী ও কিঞ্চিৎ হুন্ধ দিয়া একত্রে মাথিয়া তৈলে তেজপাত ফোড়ন দিয়া স্ফুরাইবে। স্ফুরাইবার সময় কেবল কাটি দিয়া নাড়িবে। না নাড়িলে ধরিয়া যাইবে, কেননা তাহাতে অতি অন্নই রস থাকে। বেশ ঘন হইলে এবং মস-

* মেদিনীপুর অঞ্চলের লোকেরা মোচাকে ভোড়া অথবা কলার খুল বলিয়া থাকেন।

লাসি ফুটিয়া গেলে ঘৃত দিয়া নামাইবে।

অনেকে মোচার ঘণ্ট আহার করেন না, কেননা সকল মোচা মিষ্ট নহে। কোন কোন মোচা তিক্তরসবিশিষ্ট বটে, কিন্তু এমন উপায় আছে, যাহাতে তিক্ত রস বিশিষ্ট মোচার তিক্ততা নষ্ট করা যায়। সাধারণতঃ মর্তমান, চাঁপা ও ডউরে কলার মোচা ভাল হইয়া থাকে; কাঁচকলার মোচা তিক্ত হয়, কাঁটালি কলার মোচাও সময় সময় তিক্ত দেখা যায়, এক একপ্রকার মোচা এত তিক্ত যে, মুখে করা যায় না। মোচা কিনিবার সময় তাহার গোলা খুলিয়া তিক্তরের একটা ফল চিবাইয়া পরীক্ষা করিতে হয়। যদি তিক্ত লাগে, তাহা হইলে জানা যাইবে, সেই মোচা তিক্ত।

যদি তিক্ত মোচার ঘণ্ট করিতে হয়, তাহা হইলে মোচার ঘণ্ট খাইবার পূর্ব দিবস মোচা কুটিয়া জলে ভিজাইয়া রাখিবে। পর দিন জল হইতে তুলিয়া তাহার সহিত কিঞ্চিৎ তেঁতুল ও লবণ মিশ্রা চটকাইয়া উত্তমরূপে মাথিবে। তাহার পর উত্তমরূপে মোচাগুলি ধৌত করিবে। এইবারে মোচার সব তিক্ত রস গেল; যাহা একটু রহিল, তাহা সিদ্ধ হইবার সময় যাইবে।

মোচার ডালনা—ডউরে কলার মোচা হইলে তাহার কচি কচি কলা-

গুলি ছাড়াইয়া লইয়া ঢাকা ঢাকা করিয়া কুটিবে, তাহার পর সেইগুলিকে জলে সিদ্ধ করিবে। সিদ্ধ হইলে জল হইতে কলাগুলি তুলিয়া লইয়া ভিজা ছোলা ও আলুর সহিত একত্রে ভাজিবে। তাহার পর হলুদ গোলার জলে উহাদিগকে সিদ্ধ করিবে। সিদ্ধ

হইলে নামাইয়া, লকা বাটা, জিরা মরিচ বাটা, ধনে বাটা, অন্ন গুড় অথবা চিনি, কিঞ্চিৎ হুঙ্ ও পরিমাণ মত লবণ মিশ্রিত করিয়া তেজপাত ফোড়ন দিয়া সঘরাইবে; সঘরা হইলে দ্রুত দিয়া নামাইবে। একটু রস থাকিতে থাকিতে যেন নামান হয়।

নূতন সংবাদ।

১। লক্ষ্মীয়ের বুদ্ধ নবাব যিনি অযোধ্যা হারাইয়া এতদিন মুচিখোলায় রাজত্ব করিতেছিলেন, তিনি সম্প্রতি মর্ত্যলীলা সংবরণ করিয়াছেন। ইংরাজ গবর্ণমেন্ট সঙ্কল্পে ইহার কিরূপ মনের ভাব ছিল, তাহা এই গানে প্রকাশিত :—

“কোম্পানি বাহাদুর জুলুম কিয়া,
মেরে লকনাউ সহরা সব লুঠ লিয়া,
দিল্লীমে আলভান, কাবুলমে মুলতান
মেরে মাল লুণ্ড সব মুল দিয়া।”

২। ইংলণ্ড আশি কালি ভারত-বাসীর ঘর কদার স্থান হইয়াছে। এদেশীয় কেবল পুরুষ নয় জীলোকেরাও লন্ডনগণ সহ ইংলণ্ড দর্শনে যাইতেছেন। গত মেলে বারু মনোমোহন ঘোষ সঙ্গীক কল্যাণগণ সহ তথায় পৌছিরা-ছেন, তাহার সহযাত্রী সুশীল কুমার রায়, ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বোম্বাই লাহোর প্রভৃতি স্থান হইতেও কয়েকটা লোক গিয়াছেন।

৩। বোম্বাই ও কলিকাতার গত দুই বৎসর যে জাতীয় “কনগ্রেস” সভার অধিবেশন হইয়াছে, আগামী ডিসেম্বর মাসের শেষে মাদ্রাজে তাহার তৃতীয় অধিবেশন হইবে। মাদ্রাজ-বাসী বালক বুদ্ধ সকলে মিসিয়া একত্র বিশেষ আয়োজন করিতেছেন।

৪। আহরার্থ গাভী ও মহিষী বধ করাতে এ দেশের চাষ বাস প্রভৃতির বড় অনিষ্ট হইতেছে অতএব আইন দ্বারা তাহা রহিত করিবার জন্য বোম্বাইর কর্মসূচী সোয়াবাজী জগাওয়ালা নামক এক সম্ভ্রান্ত পারসী গবর্ণর জেনারলের নিকট দরখাস্ত করিয়াছেন। সকল ভারতবাসীর সম্মুখে এই আবেদনের পক্ষ সমর্থন করা আবশ্যক।

৫। গত ২৩ এ আশ্বিন মাসে প্রবল ঝড় হইয়া কতকগুলি নৌকা ও জাহাজ নষ্ট হইয়াছে।

পুস্তকাদি সমালোচনা ।

১। অক্ষয়চরিত—বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের বিবৃত জীবন চরিত, বাবু যথেষ্ট নান্য রায় প্রচার করিয়াছেন। বর্তমান পুস্তকখানি ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে তাঁহার সমগ্র জীবনী সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে এবং এমন কতকগুলি নূতন কথা আছে, যাহাতে গ্রন্থকারের অন্ত-সন্ধিসংসার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার ভাষা সরল ও স্বপাঠ্য। তত্ব-

বোধিনী সভা বঙ্গ সাহিত্যের কিরূপে জন্মান করিয়াছেন, তাহার ইতিবৃত্ত ইহাতে বিবৃত আছে।

২। কুমাররঞ্জন—শ্রীপ্রিয়নাথ চক্র বর্ত্তী প্রণীত। বালকদিগের শিক্ষোপ-যোগী কবিতামালার এই পুস্তকখানি গ্রন্থিত। ইহার কবিতাগুলি নীতি ও ধর্ম্মত্ববিপূর্ণ, ইহা পাঠ্য গ্রন্থ মধ্যে নিবিষ্ট হইবার যোগ্য।

বামারচনা ।

চাকরশীলা ও স্ত্রীশীলার কথা ।

চাকরশীলা স্ত্রীশীলা যে বোসেদের মেয়ে, উঠে বসে বোন দুটি স্প্রভাত পেয়ে। চাকরশীলা স্ত্রীশীলা সে নামেও যেমন, একপ্রাণ দুটি বোন কাজেও তেমন। দশ বছরের চাকর, স্ত্রীশীলা আটের, সর্বদাই হাসি মুখ, দুইটি বোনের। জানেনাক ঘেবাঘেবি কন্দল ককড়া, করেনাক ছুটাছুটি এ পাড়া ও পাড়া। যে যা বলে তাই শোনে সরলা এমন, জানেনাক আগুপূর তাহা হুজন। মা রূপের কথা তারা কখন ঠেলেনি, দুর্ভাগ্য তাদের কেউ কখন বলেনি। এমনই ভালবাসা আছে পরস্পরে, কাছছাড়া হয়নাক তিলেকের তরে। একটি জিনিস যদি দুটি বোনে পার, আধাআধি ভাগ করে তবে তারা খায়। এক সঙ্গে শোয় তারা উঠে এক সঙ্গে, দেখিয়ে সকাল বেলা উঠে ঘুম ভেঙ্গে। তুলিণ বিছানাগুলি, দিল ছড়া বাঁটি, মুখ ধুতে গেল তারা খিড়কীর ঘাট।

মাজিয়ে বাসনগুলি মা রাধিয়েছিল, বয়ে বয়ে দুটি বোন, বাড়ীতে আনিল। ছোট ছোট ঘড়া দুটি নিয়ে দুটি বোন, জল আনে ধীরে ধীরে, শক্তি বেমন। মান করে কাজ কর্ম্ম যা পারে তা করে, ভাত খেয়ে পাঠশালে যায় পড়িবারে। দুটি হলে বাড়ী এসে জল কিছু খেয়ে, মারের সাহায্য করে অবকাশ পেয়ে। খেলাঘরে খেলাতরে নামঘুটি মেলি, খেলা করে বোন দুটি লয়ে কাদা ধুনি। গিন্দী, কর্তা, বৌ, স্বামী, মা, ছেলে মেয়ে হয়ে, মিছার সংসার পাতে আনন্দে মাতিয়ে। খাওয়া দাওয়া ঘর কন্না হলে পরিকার, কথকের কথা হবে, সভা হল তার। রাজে মার কাছে চাকর সাবিত্রীর কথা, শুনেছিল আজ তাই হবে কথকতা। কথক হইয়ে চাকর মাঝখানে বসে, শ্রোতা হয়ে মেয়েগুলি বসে আশে পাশে। অরিস্ত করিল চাকর কথকের পাঠ, এক মনে শুনে তাই বত মেয়ে হাট।

বামাবোধিনী পত্রিকা ।

THE
BAMABODHINI PATRIKA.

“কন্যাপ্ৰেং পালনীয়া শিল্পখীয়াতিযত্নতঃ ।”

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক ।

২৭৪

সংখ্যা

কার্তিক ১২৯৫—নবেম্বর ১৮৮৭ ।

৪র্থ কল্প ।

১ম ভাগ ।

সাময়িক প্রসঙ্গ ।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়—এই বিশ্ব
বিদ্যালয়ের পঞ্চাশৎ সাশ্বৎসরিকের
প্রারম্ভে ৩০ জন বালিকা বি এ এবং বি
সায়েন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন ।
অনেকে উচ্চ সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন,
তন্মধ্যে কুমারী মেরি ম্যাডেলিন
এডামসন্ অনেক পুরুষকে অতিক্রম
করিয়া সর্বপ্রথম হইয়াছেন ।

আয়র্লণ্ড—ইহার গোলযোগের
শান্তি হইতেছে না । হোমরুল বিলের
প্রতিবাদ করিয়া মহারাণীর নিকট এক
খানি আবেদন করা হইয়াছে ।
আবেদন খানি ১৪২ হাত লম্বা, আলষ্টার
নগরের ৩০০০ হাজার জীলোকের
স্বাক্ষরিত ।

স্ত্রী কাপ্তেন—হারলেমের বিবি
সেরি ই কুন্স রীতিমত কাপ্তেন
হইয়াছেন । তিনি দিগ্‌দর্শন পরিচালন
ও সমুদ্রপথের নিয়ম অবগত আছেন ।
পৃথিবীর মধ্যে এখন তিনি দ্বিতীয় স্ত্রী-
কাপ্তেন ।

বায়রণ পৌত্রীর সদৃশ—লর্ড
বায়রণের পৌত্রী লেডী এনবুর্ট
ইংলণ্ডের মধ্যে একজন বিচক্ষণ মহিলা ।
তিনি গ্রন্থরচয়িত্রী, সঙ্গীত ও স্কুনার
বিদ্যায় পারদর্শিনী, পূর্বদেশীয় রাজ-
নীতি শাস্ত্রে ও তাঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি
আছে । সিংহল দেশীয় অনেক
জীলোকের সহিত তিনি তাহাদিগের
ভাষায় পত্রালাপ করিয়া থাকেন ।

গৃহীণপনায়ও বিশেষ নিপুণ। এতদ্ব্যতীত তিনি তাঁহার একমাত্র কন্যার অধ্যাপনাকার্য্য স্বয়ং সম্পাদন করিয়া থাকেন।

শিরোভূষণের বায়—দ্রীলোকেরা মস্তকের শোভা সম্পাদনার্থে সুন্দর পক্ষীর পালক ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই জন্ত প্রতি বৎসরে ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকা হইতে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকার পালক ইংলণ্ডে আনীত হয়, এতদ্ব্যতীত ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে প্রতি বৎসর ২৫০০০০ হমিং পক্ষী ক্রয় করা হইয়া থাকে। যদি পৃথিবীর সভ্য অসভ্য সকল দেশের বিবরণ প্রকাশ হইবার সুবিধা হইত, জানা যাইত এই সামান্য শোভা সংবর্দ্ধনার্থ অগণ্য পক্ষীর উচ্ছেদ সাধন হইতেছে।

গ্রহতত্ত্ব—অজ্ঞাত গ্রহ পৃথিবীর জ্বায় উপাদানে গঠিত কিনা, উল্কাপিণ্ডের দ্বারা কতকটা অহুমিত হইতে পারে। উল্কাপিণ্ড সকল যে ভিন্নগ্রহে স্থলিত বা আগ্নেয় উৎপাতে পতিত, তাহা এখন অনেক বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিত স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহাতে পৃথিবীর জ্বায় লোহ (nickel), তাম্র, ও অজ্ঞাত ধাতুর অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ-পশ্চিম কানসালে একটা বৃহৎ উল্কাপিণ্ড পতিত হয়। উহা উক্ষ থাকিতেই তিন পোয়া আন্দাজ ভাঙ্গিয়া গাণান হয়। উহাতে শতকরা ২০ ভাগ স্বর্ণ, ৬৪ ভাগ লোহ, ১১ ভাগ তাম্র, এবং অবশিষ্ট অজ্ঞাত

ধাতু। সমস্ত উল্কাপিণ্ড পরিমাণে ৫ টন স্তূতরাং উহাতে প্রায় ১ টন বা ২৮ মণ স্বর্ণ আছে। কয়েক বৎসর হইল উল্কা-বর্ষণে প্রবাল ধোলা পতিত হয়, ইহাতে অহুমিত হইতে পারে যে, যে গ্রহ হইতে উহা পতিত হইয়াছে তাহাতেও আমাদের পৃথিবীর জ্বায় উক্ষ লবণ সমুদ্র আছে এবং প্রবাল কীটের দ্বারা দ্বীপ সকল গঠিত হইয়া থাকে। যদি অপর গ্রহে পৃথিবীর জ্বায় সমুদ্র, দ্বীপ ও দেশ, পর্বত প্রস্তর ও স্বর্ণ, লোহ প্রভৃতি ধাতুর অস্তিত্ব সম্ভব হয়, তবে মহুষ্যের জ্বায় যে কোন বুদ্ধি-বিশিষ্ট লোক তাহাতে বসতি করে, তাহার অসম্ভাবনা কি? বিশ্বপতি তাঁহার অনন্ত বিধ সাম্রাজ্যে যে কত জীবের বাসস্থান নিরূপণ করিয়াছেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

উপনিবেশ প্রতিষেধ—ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্ - উপনিবেশ প্রথা রহিত করিবার একটা সুন্দর উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। তাঁহারা প্রত্যেক উপনিবেশীর উপর ৩০০ ডলার বা ৭৫০ শত টাকা করনির্ধারণ করিতেছেন, স্তূতরাং জুংখী ও বদম্যাস লোক আর তথায় থাকিতে পারিবে না। সাধু ও বিদ্বান ব্যক্তির উপনিবেশে তাহাদিগের আপত্তি নাই।

স্বাী বিদ্যালয়—বরদায় বয়স্ক রমণীদিগের শিক্ষার্থে দুইটা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, একটা হিন্দু ও

অপরটা মুসলমান মহিলাদিগের জন্য।
কুমারী শিবাজী বাই নামী এক মার-
হাটী যুবতী প্রধান শিক্ষয়িত্রী হইয়া-
ছেন। বিদ্যালয়দ্বয়ের সমুদায় ব্যয়
শ্রীকুমার রাজসরকার বহন করিবেন।

মুক্তিকোজ—ইহার মধ্যে জী-
লোকেরাও প্রচার কার্যের বিশেষ
সহায়তা করিতেছেন। সম্প্রতি দুইটি
যুবতী কলিকাতায় প্রচারার্থে আসিয়া-
ছেন। ইহাদের পরিধেয় সামান্য
জাকেট ও গৈরিক শাড়ী। অনেক
দিক্‌গুহে ইহারা আদৃত হইতেছেন।

**বান্দালী ও পঞ্জাবী স্ত্রী-
সম্মিলন—**শারদীয় অবকাশের সময়
বন্দনহিলা সমাজের সভাপতি শ্রীযুক্তা
স্বর্ণপ্রভা বহু তাঁহার স্বামী অনবরত
আনন্দমোহন বসু সহিত উত্তর পশ্চিম
ও পঞ্জাব ভ্রমণে গিয়াছিলেন। লাহোরে
ইহার আগমনে এক বান্দালী বাবুর
বাটিতে অনেকগুলি পঞ্জাবী ও বান্দালী
রমণী একত্র হইয়া বিশ্রান্তালাপে মগ্নী
হইয়াছেন। এক্ষণ দৃষ্টান্ত যত দেখা
যায়, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল।

সাদক নিবারণ—বৃথ নামে এক
সাহেব ৭ বৎসর কাল পৃথিবীর নানা-
স্থানে ভ্রমণ করিয়া ১০ লক্ষের অধিক
লোককে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়াছেন যে
তাঁহার সুরাপান করিবে না।

বিদুষী রমাবাই—ইনি এখনও
আমেরিকায়। তাঁহার প্রস্তাবিত

বিধবাস্রমের ভ্রম ইংলণ্ড ও আমেরিকা
হইতে অর্থ সংগ্রহের বিশেষ চেষ্টা
করিতেছেন। তিনি ৫০ হাজার টাকা
তুলিয়া পুনাতে এক আদর্শ আশ্রম
স্থাপন করিবেন, কলিকাতায়ও এইরূপ
আশ্রম স্থাপনার্থ বন্ধুগণকে উত্তেজিত
করিতেছেন। আমরা রমাবাইয়ের
সাধু চেষ্টার সফলতা কামনা করি।

পুরীরাজের মৃত্যু—পুরীর চলাৎ-
বিসু দিব্য সিংহ হত্যাপরোধে বন্দী
হইয়া আন্দামান দ্বীপে ছিলেন; ক্রম
যোগে আক্রান্ত হইয়া গত ২৫এ আগষ্ট
মর্ডালীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

লেডী ডফারিং ফণ্ড—ইহার
ক্রমশঃই উন্নতি দেখিয়া আমরা
আশ্বাসিত হইতেছি। দ্বারভাঙ্গার
মহারাজার ২ বৎসরের জন্য বার্ষিক ৫
হাজার করিয়া টাকা ইহার সাহায্যার্থে
দান করিবেন। জুবিলী উপলক্ষে এই
ফণ্ডে ভারতবর্ষ হইতে ৪,৭৮,১৬৫ এবং
ইংলণ্ড হইতে প্রায় ২ লক্ষ টাকা
উঠিয়াছে।

সৎকার্য্যে দান—(১) বিখ্যাত
ডাক্তার কোয়েন লণ্ডন ইউনিবাসিটি
কলেজে ৭৫০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায়
১০ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। (২)
পুটিয়ার বর্তমান রাণী হেমন্তকুমারী
বোয়ালিয়ার কাঙ্গাল চুংখীকে পয়সা ও
বস্ত্রে ছয় হাজার টাকা বিতরণ করিয়া-
ছেন। ইনি ইহার স্বর্ণায়া শাওড়ীর জার
সম্বন্ধের পরিচয় দিয়া যশস্বিনী হইউন।

কুচবিহার মহারাণী—আমরা

ওনিয়া স্থায়ী হইতেছি মহারাণী বিলা-
তের সকল শ্রেণীর নিকট আদৃত
হইতেছেন। সম্প্রতি ডিবনগার উদ্যানে
ব্যায়াম চর্চাকারীদের প্রদর্শন বিতরণ
তিনি স্বহস্তে সম্পন্ন করেন। এই উপ-
লক্ষে তাঁহার সৌজন্য ও ব্যবহারে
দর্শকগণ মুগ্ধ হইয়াছেন।

রুক্মাবাই—তাঁহার খুড়শুগর তাঁহার
নামে যে মানহানির মোকদ্দমা আনিয়া-
ছিলেন, তাহা অগ্রাহ হইয়াছে। বিচার-
কের মতে খুড়শুগর যথার্থই ভাল
চরিত্রের লোক নহেন। রুক্মার পক্ষ
সমর্থনার্থ অনেক টাকা উঠিয়াছে,

হোলকার মহারাজও সাহায্য করিয়া-
ছেন।

ইংলণ্ডেশ্বরীর ভারতানুরাগ—
মহারাণী আপন গৃহে ভারতবর্ষীয় ভৃত্য
রাখিয়াছেন। তিনি নিজে হিন্দী ভাষা
শিখিয়া তাহাতে কথাবার্তা কহিতে
পারেন। যোধপুর রাজস্রোতা প্রতাপ-
সিংহের সহিত তিনি হিন্দীতে আলাপ
করিয়াছিলেন।

কেন্সি জ বিশ্ববিদ্যালয়—ইহার
উপাধি পরীক্ষার পুস্তকদিগের জার
ইংলণ্ডবাসিনী স্ত্রীলোকেরাও প্রতি-
যোগিতা করিতে পারিবেন, এমন নিয়ম
হইয়াছে।

কোলাহল ।

এ সংসারে কি একটু নিস্তরতা
নাই? শুধুই কোলাহল? নিস্তরতার
জন্ত কোন নির্জন স্থানে গেলেও
কোলাহল কোথা হইতে সেখানে
উপস্থিত। নিস্তরতার জন্ত কোথায়
না গেলাম, কিন্তু কোন স্থানে তাহা
পাইলাম না। জনশূন্য কান্দারে একাকী
বাইয়া দেখিয়াছি তবুও কোলাহল।
সংসারের বাহ্যিক কোলাহল না
থাকিলেও অন্তরের স্রুৎ হ্রৎ, আশা
নিরাশা প্রভৃতি ভয়ঙ্কর কোলাহল
করিয়া উঠে। জ্যোৎস্না-বিধৌত নিস্তর
নিশার একাকী বসিয়াছি—অনিমে

নয়নে বিভক্ত মনে স্বধাকরের ঘুমভাঙ্গা
ঢুলু ঢুলু স্বধা-ভাব দেখিয়াছি—নিস্তর
নিশার অসংখ্য তারাবলীর প্রশান্ত ও
সুবিমল হাসি দেখিয়াছি, তবুও
কোলাহল—তবুও যেন সেই তারাবলীর
কেমন অক্ষুট হাসিমাথা-কি জানি কি
সঙ্গীত গুলির মধ্যে মন অস্থির হই-
য়াছে—হৃদয়ে ঘোর কোলাহল উখিত
হইয়াছে। নির্জন নদীকূলে গিয়াছি
—নদীর জলে অসীম আকাশের ছায়ায়
দেখিয়াছি—তাঁহার কুল কুল কত কি
ভাবপূর্ণ সঙ্গীত শুনিয়াছি—তাহাকে
কত রঙ্গে নাচিতে নাচিতে বাইতে দেখি-

যাহি, কিন্তু ইহার মধ্যেও হৃদয়ে ঘোর কোলাহল উপস্থিত হইয়াছে। কে বলিয়াছে গভীর নিশায় তারকাছুটিত আকাশের নীচে একাকী বসিলে কোলাহল থাকে না?—কে সেই নিশাকে নিস্তর বলিয়াছে? যেখানে বাহুজগতের কোলাহল ডুবিয়া যায়, সেখানে অন্তর্জগতের কোলাহল ভাসিয়া উঠে। এ জীবন কোলাহলময়।

যখন আমরা বাহ্যিক কোলাহল হইতে অবসর পাইয়া সেই গভীর নিশাতে আকাশের পানে তাকাই,—যখন সেই সংসারের পাপ-তাপ-মোহ-মায়-বন্ধ আমাদের মনে কেমন এক বৈরাগ্য ও পবিত্র ভাব উদয় হয়, তখন কি আমরা চঞ্চল হই না!—তখন কি আমাদের সেই পাপ-তাপ ইত্যাদি পবিত্রতার অলস্ত ছবি দেখিয়া কাদিয়া উঠে না?—ঘোর কোলাহল করে না? আবার যখন সেই নির্জন নদীকূলে যাই—যখন সেই কুল কুল সঙ্গীত শ্রবণ করি, তখন কি আমাদের কত পুরাতন কথা মনে পড়ে না? সেই মনুষ্য-জীবনের বিবাদপূর্ণ সঙ্গীত শুনি উদাস ভাবে কুল কুল স্বরে গীত হইতে শুনিলে কে সেই গান শুনিতে অন্তর্ভেদী সঙ্গীতের ভান না নিশাইয়া থাকিতে পারে?—কে সেই অবিরাম অবিশ্রান্ত সাগর-গামিনী স্রোতস্বিনীকে সংসার-চিন্তা মার মনুষ্যের মোহ নিজার শ্রবণগুলি জাগরণে পাইতে শুনিয়া স্থির

থাকিতে পারে?—কাহার হৃদয়ের পরস্পর সংস্পর্শে তারগুলি বাজিয়া না উঠে? মনুষ্যের কোলাহলে ডুবিয়া হাবুডুবু খাইয়া স্রুত স্থানে কুল পাইতে ছুটিয়া যাই, কিন্তু সেখানে নিজেই কোলাহল করিয়া উঠি—সেখানে নিজের হৃদয়ের গুঁড় গুঁড় ভাবগুলি—অন্তর্নিহিত কত পুরাতন কথাগুলি জাগিয়া কোলাহল করিয়া উঠে, আমরা নিজের কোলাহলে নিজেই ডুবিয়া যাই। তাই বলি এ সংসারে একটু নিস্তরতা নাই।

বাহ্যিক কোলাহলে কাণ কালা পালা করে, চোকে মূখে একটু বিরজিকর ভাব—বিরজি ও ভাচ্ছিয়া জড়িত কেমন একটু কর্কশতা ভাসিয়া উঠে, কিন্তু নির্জন বাহ্যিক কোলাহলশূন্য স্থানে অন্তরের ভাবগুলি কোলাহল করিয়া প্রাণ চসকাইয়া দেয়, শরীর শিহরিয়া উঠায়, নয়নে ধারা প্রবাহিত করে।

বাহ্যিক কোলাহল তরঙ্গের মত নাচিতে নাচিতে চলিয়া যায়, বন তাহাতে কখন বিরক্ত হয়, কখন বা তাহাতে মাতিয়া উঠিয়া তাহার সঙ্গে কোলাহল করে। বাহ্যিক কোলাহল ঐকতান ঘোর ঘোর, অন্তরের কোলাহলে অনৈক্য। বাহ্যিক কোলাহল বৃক্ষ শব্দ, অন্তরের কোলাহল আগ্রত সত্য। তবে কেন বাহ্যিক কোলাহলে ডুবিয়া থাকি না?—তবে কেন অন্ত-

রের অতি গৃঢ় ভাবগুলিকে বাহ্যিক কোলাহলে নিবাই না? অসম্ভব মনে তাপিত প্রাণে নির্জনে ছুটিয়া যাই কেন? ঘুম ভেঙ্গে গভীর নিশিতে জগতের নিস্তরঙ্গতার মধ্যে জীবনের পুরাতন স্বপ্নগুলিকে জাগাইয়া মগ্ন-ভেদী কোলাহল শুনি কেন? আর সেই নদীকূলে বিষাদ সঙ্গীত শুনিতে যাই কেন?

আমরা যখন সেই অন্তরের কোলাহলের মধ্যে ডুবিয়া যাই, তখন দেখিতে পাই উহার মধ্যে কেমন একটু অমৃত-তাপ আছে—সংসারের মোহিনী নিদ্রাবশানে ক্ষুদ্র জীবনের বৃথাতি-বাহিত অংশটুকুর জন্ত কেমন একটু অমৃততাপ আছে—সেই অমৃততাপের সহিত নির্মলতা, নিস্তরঙ্গতা, পবিত্রতা জড়িত আছে—অবশিষ্ট জীবনের সং-পূর্ণ প্রদর্শনকারিণী আশা আছে, সেই আশার ভিতর কেমন একটু শান্তি আছে—আবার সেই শান্তির ভিতর কেমন একটু বিমল স্নেহ আছে। ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রতর—ক্ষুদ্রতম আশা, শান্তি স্নেহটুকু কয়জন লোক অত কষ্টের মধ্যে অনুভব করিতে অগ্রসর হইলেন?—সংসারের উন্মাদক আগোদ ও কোলাহল ছাড়িয়া সেই স্নেহতম বিমল স্নেহটুকুর জন্ত কয়জন লালায়িত হইলেন?

মেশা ভাঙ্গিয়া সহজাবস্থা—ঘুম ভাঙ্গিয়া আগ্রহাবস্থা, ঘুমের সুখের স্বপ্ন ছাড়িয়া জাগ্রতের গভীর এবং

অন্ত-কর্কশ—সত্য পাইতে কয়জন ইচ্ছা করেন? কিন্তু এই ক্ষুদ্র স্নেহটুকু চিরকালই কি ক্ষুদ্র থাকে? না, তাহা নহে। যতই নিস্তরঙ্গতার অন্তরের কোলাহলের সহিত আমাদের অধিক ঘনিষ্ঠতা হইতে থাকে—যতই সংসা-রের অত্ন কোলাহল হইতে নির্জন নিস্তরঙ্গ স্থানে অন্তরের কোলাহলের মধ্যে ডুবিয়া যাই, ততই আমরা উহার তলদেশে অধিক দূর অধিক শান্তি দেখিতে পাই—সংসারের স্নেহ চুম্ব আশা নিরাশা, ভালবাসা লাঞ্ছনা শোক বিরাগ পূর্ণ ভাবগুলি ক্রমে ক্রমে নিবিয়া যায় এবং তাহাদের স্থানে শুধু এক অনির্বচনীয় পবিত্র ভাব অলিয়া উঠে—অত্ন কোলাহল ক্ষান্ত করিয়া সেই পবিত্র ভাবই কোলাহল করিয়া উঠে এবং সেই কোলাহলে স্নেহ মিলা-ইয়া পবিত্র স্নেহ ও শান্তি গাহিয়া উঠে। সংসারের উন্মাদক কোলাহলে যখন বিরক্ত হইয়া নির্জনে যাই, তখন অর-ক্ষণ নির্জনে বসিয়া অন্তরের পুরোক্ত ভাবগুলির ভীষণ কোলাহলে ভীত হইয়া আবার আসিয়া সেই সংসা-রের কোলাহলে নিশিয়া যাই। অন্ত-রের কোলাহলে আশু কষ্ট পাইয়া অধিক ডুবিতে ইচ্ছা করি না। যখন অত্ন কোলাহল নিবিয়া যাইয়া শুধু সেই পবিত্র কোলাহল অন্তরে অলিতে থাকিবে, তখনই বাস্তবিক স্নেহ ও শান্তি। কিন্তু এ সংসার কোলাহল-

নর—কোলাহল ছাড়া জীবন কোথায় ?
তবে কি না কোলাহল ভিন্ন প্রকারের ;
কেহ ভাল সুরে কোলাহল করেন,
কেহ কর্কশ সুরে কোলাহল করেন।
যাহারা ভাল সুরে—পবিত্র জীবনে
প্রাণত্যাগ—জীবন্ত সত্যের কোলা-
হল করিবেন, তাহাদেরই সুর ভাল
হইবে—সেই সুরেই বিশ্বের গান—

সেই কোলাহলে জীবন্ত কোলাহল
থাকিবে। তাই বলি সকলেই ভাল
সুরে একতান সঙ্গীতের কোলাহল
করুন। কোলাহল যখন জীবন ছাড়া
নাই, তখন ভাল সুরেই কোলাহল
করাই ভাল। বাহ্যিক কোলাহল
ছাড়িয়া অন্তরের কোলাহলে জুড়িতে
শিবুন।

উদ্ভিদ বিজ্ঞান।

প্রথম পরিচ্ছেদ—উদ্ভিদজগৎ।

উদ্ভিদজগতে যে কত প্রকার ভিন্ন
ভিন্ন উদ্ভিদ জাতি বর্তমান আছে, তাহা
উদ্ভিদ শাস্ত্রানুভিজ্ঞ ব্যক্তিরা অনুধাবন
করিতেও অসমর্থ। যেমন প্রকাণ্ড হস্তী
হইতে অণুকার্য মশক, দীর্ঘকায় তিমি
হইতে ক্ষুদ্রতন মৎস্তের পোনা প্রভিন্ন,
সেইরূপ কালিকর্বিয়ার দ্বিশত হস্ত উচ্চ
সুবিস্তীর্ণ বনস্পতি হইতে উদ্ভিজ্জাণুও
সম্যক বিভিন্ন। সুবিশাল বনস্পতির
প্রকাণ্ড কাণ্ড দর্শন করিয়া মন যেমন
বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া থাকে, সমীরণসম-
লিত অলক্ষ্য আণুবীক্ষণিক উদ্ভিজ্জাণু
সকল, বনশোভন কন্দল, বিবিধ কুসুমিত
চন্দ্রক, সুকুণ্ডিত চ্যুত প্রভৃতি নানাবিধ
কলপপুপবিশিষ্ট ও বিচিত্র পত্র সমন্বিত
পার্বণরাজী দর্শন করিয়া মনে যেরূপ
অপূর্ণ আনন্দ অনুভূত হয়, সেইরূপ
গোপাদপ, পথিক বহু, পিঠক বৃক্ষ

প্রভৃতি প্রকৃত কল্পতরু সকল প্রত্যক্ষ
করিলেও মোহিত হইলে হয়। বিপ-
পাতা প্রাণীগণের সুখ-যজ্ঞলতা সংলাপন
জন্ত যে কত কৌশল প্রকাশ করিয়া
ছেন, তাহা বরনায়ও অনুধ্যান
করিবার সম্ভাবনা নাই। লক্ষ্যবতী
ক্ষুদ্র বৃক্ষের বিষয় অনেকে অবগত
আছেন, স্পর্শমাত্র ইহার পত্র সকল
আকুঞ্চিত হইয়া থাকে। “মক্ষিকা
পাশ” নামে আর এক প্রকার ক্ষুদ্র
জাতীয় বৃক্ষ আছে, তাহাদিগের গঠন ও
কার্যপ্রণালী দেখিলে আশ্চর্য হইতে
হয়। ইহার মক্ষিকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
কীট ও পতঙ্গদিগকে আকৃষ্ট করিয়া নিজ
সকালে আকর্ষণ করে, এবং তাহারা
পত্রে সংলগ্ন হইবামাত্র আশ্চর্য্য শক্তি
প্রভাবে সংবদ্ধ হয় এবং পত্র সংস্বর্ণে
পেণিত হইয়া জীর্ণ হয়। মক্ষিকাত্বক

বৃক্ষ সকল দেখিতেও অতি সুন্দর। এমন কোন কোন জাতীয় বৃক্ষ আছে, তাহাদের একটি মাত্র রাজ্যকাণ্ডে জাত ও বদ্ধিত হইয়া অল্পকালের মধ্যে পূর্ণক ভাবীরাংশের বীজ নিহিত করিয়া প্রত্যন্তে বিগীন হইয়া যায়। অপর দিকে প্রকাণ্ড বট বিটপী, পলিত মূ (Tree) প্রভৃতি অক্ষর বনস্পতি সকল যুগযুগান্তর বর্তমান থাকিয়া জগতের ইতিহাস সংকীর্ণন করিতেছে। ভারতীয় অক্ষরবট রামচন্দ্রের পূর্বে বর্তমান ছিল এবং অদ্যাপিও বর্তমান থাকিয়া দেশের চরিত্রা দর্শন করিতেছে। নয় শতাব্দী অতীত হইতে চলিল, ইংলণ্ডের প্রাচীন মূ বৃক্ষটী অদ্যাপি জীবিত আছে, ইহার তরুণ অবস্থায় বিজয়ী উইলিয়াম ইংলণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া ইহার মূলেই প্রথমে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। নগরের পর নগর, সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্য, রাজার পর রাজা, জাতির পর জাতি—জগতে কত ঘটনার আবির্ভাব ও তিরোভাব হইতেছে, প্রাচীন প্রাণী জাতির বিলোপনে নূতন জাতির উৎপত্তি হইতেছে, সজল পল্লী বিজয় গমনে, সজল জলধি উত্তর মরুভূমে এবং সমুদ্রত গিরিশৃঙ্গ অগাধ জলরাশিতে পরিণত হইতেছে, অক্ষর বনস্পতি ব্যতীত যুগান্তরের সাক্ষী আর কোন পদার্থই নাই। প্রভু পরমেশ্বরের আশ্রমগদহ পিঙ্গল কাণ্ড অদ্যাপি বর্তমান আছে, ত্রয়-বৃদ্ধ-দর্শী উজ্জ্বল বন

অদ্যাপিও ত্রয়ের স্থান নির্দেশ করিতেছে এবং জেথমেনের উদ্যানস্থ জনপারী পাদপ ক্রুশ-বিদ্ধ খুঁটির মূর্ত্তার যজ্ঞপা বিজ্ঞাপন করিতেছে।

দেশ ও কাল ভেদে জীবগণের স্থান পাদপ সকলেরও আকৃতি ও প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্ট হয়। বিবৃবরেখাস্তিক গ্রীষ্মপ্রধান হইতে তুব্বার ধবলিত হিম-মণ্ডল এবং উত্তরতম ভারতবর্ষ হইতে অক্ষুর সাহারা প্রভৃতি সকল দেশেরই সাময়িক ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বৃক্ষ আছে। কতকগুলি শুষ্ক জীবন্ত বৃক্ষের স্বক হইতে উৎপন্ন হয়। মিছলটো, ডডার আলোক লতা প্রভৃতি লতা সকল জাতির অন্তর্গত। কোন কোন জাতীয় লতা বৃক্ষমূলে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাদিগের শুষ্ক ধবল নালাগে কোমল কুম্মরাজী অভীষ মনোহারী। শব হইতেও একপ্রকার গুল্প উৎপন্ন হয়। বাস্তবিক ভূমণ্ডলে এমন স্থান নাই, যথায় কোন না কোন জাতীয় উদ্ভিদ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অগাধ সিন্ধুতলেও অশেষবিধ স্থলর সামুদ্রিক বৃক্ষ সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রশস্ত হ্রদ ও বেগবতী প্রোতস্থতী গর্ভে বেকত প্রকার জলজ দাম উৎপন্ন হয়, তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে? গভীর ভূগর্ভে অন্ধকারময় থনি মধ্যে এক প্রকার কৌড়ক উৎপন্ন হয়, তাহার শোভা অনির্ভরচলী। ইহার বর্ণ বেক্রপ নবীন তুব্বারনিভ ধবলোজল,

গঠনও সেইরূপ অল্পগম অকোমল। ইহার। তুণ্ডস্থ উদ্ভিদ্ধ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিশ্ববিধাতা যে অচিন্ত্য অতি-প্রায়ে জ্যোতিষ্কগণের বিকাশ দ্বারা অমানিশার শোভা স্ফূর্তন করিয়াছেন, সেই নিগূঢ় কারণেই অন্ধকারপ্রধান স্থানে এগুপ অনির্বচনীয় নৌদর্শ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন।

প্রাণী সৃষ্টির ত্রায় উদ্ভিজ্জের উৎপাদন ও উন্নতির নিমিত্তও কতক পরিমাণে তাপের প্রয়োজন, কিন্তু নীত-প্রধান হিমমণ্ডলে ইহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। আণুবীক্ষণিক সূক্ষ্মতম উদ্ভিজ্জাণু সকল পর্যাপ্তপরিমাণে অচির-নিহারমণ্ডল পরিবাণ্ড করিয়া রহিয়াছে। হ্রস্বহ হিমানীই যেন ইহাদিগের জন্ম ও বর্দ্ধনের কারণ। ইহাদিগের সমুজ্জ্বল লোহিত লাবণ্যে ধবল ভূয়ারশিখর অপূর্ণ্য শোভা ধারণ করে। হিমমণ্ডল আবিষ্কারী উত্তর কেন্দ্রচারী যাত্রীরা যে শুভ ধবল হৈমশিলাশিখরে গাঢ় রক্তিম ছটার বর্ণনা করিয়া থাকেন, তাহা কেবল এই কারণেই সমুৎপন্ন।

পৃথিবী জন্তুশরীরেও অনেক প্রকার স্বল্প উদ্ভিজ্জের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। মানব দেহও ইহার ব্যতিক্রম স্থল নহে। উৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ সাহায্যে কত স্থানে এক প্রকার উদ্ভিজ্জের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়, ইহা মাংস শোষণ করিয়া বদ্ধিত হইয়া থাকে। কণ্ঠ মধ্যে একপ্রকার উদ্ভিজ্জের আবির্ভাবেই

ডিপথিরিয়া নামক কাশ রোগ উৎপন্ন হয়। চিকিৎসা শাস্ত্রের ঔষধ প্রভাবে বর্তমান কালে উদ্ভিজ্জমূলক অনেক ব্যাধির নির্ণয় হইয়াছে বটে, কিন্তু কালসহকারে আরও যে কত প্রকার আবিষ্কার হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? উদ্ভিজ্জ আমাদিগের প্রধান উপজীব্য, স্বতরাং রক্ত মাংস অস্থি সকলেতেই অগ্নাধিক পরিমাণে উদ্ভিজ্জাণু সকল বর্তমান আছে। এই সকল উদ্ভিজ্জাণু দূষিত ও বিকারপ্রাপ্ত হইয়া যে দেহজ ব্যাধির কারণ স্বরূপ হইবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? ব্যাধি প্রতীকারক ঔষধসকল প্রায় সমস্তই উদ্ভিজ্জজাত। এই কারণে উদ্ভিজ্জ বিদ্যার সহিত চৈতন্য বিদ্যার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। একজন চিকিৎসক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে যে সকল উদ্ভিজ্জাণু হইতে ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া সচরাচর রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে, তাহা সংগ্রহ করিলে একটা ক্ষুদ্র স্থচীরও রক্তদেশ অপেক্ষা আরতনে অধিক হয় না। কিন্তু এই স্বল্প পদার্থের এমনি শক্তি যে অতি বলবান মানব দেহও তৎপ্রভাবে অচিরে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

এই স্বল্প উদ্ভিজ্জাণু হইতে আমাদিগের গৃহসামগ্রীরও সানাত্ত অগচ্ছ হয় না। ছাতা ও নসি-অফ—যাহা দ্বারা আমাদিগের পরিধান বস্ত্র সকল অব্যবহার্য্য হইয়া থাকে, তাহাও এই উদ্ভিজ্জাণু। অণুবীক্ষণ সহযোগে দ্রষ্ট

এবং অশ্রান্ত পানীগের দারভাগে এক প্রকার উদ্ভিজ্জাণের স্থর দৃষ্ট হয়। কতকগুলি পুষ্প উদ্ভিজ্জ আমাদিগের শ্রমফল বিফলকারী অপকারক এবং কতকগুলি ব্যয়সাধ্যানুকূল্যকারী প্রতিপোষক। ভালরস, ইকুরস, জাকারস প্রভৃতি সুমিষ্ট বৃক্ষ নির্মাস সমস্ত এই উদ্ভিজ্জাণু সহযোগেই বিকৃত হইয়া

উজ্জেক ও মানক শক্তি প্রাপ্ত হয়। উদ্ভিজ্জবিদ পণ্ডিতেরা লক্ষাধিক উদ্ভিজ্জ জাতি গণনা করিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। সামান্য একটা ক্ষেত্রে কত প্রকার বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে, ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্বক গণনা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। দ্বিবর্গ পাদ পরিমিত স্থানে ত্রিশং প্রকার উদ্ভিজ্জ দৃষ্ট হইয়াছে।

ফোয়ারা ।

আমাদের পাঠিকাদিগের মধ্যে অনেকে ফোয়ারা দেখেন নাই। আজ আমরা এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকায় ফোয়ারা কাহাকে বলে, উহা কিরূপে প্রস্তুত হয় এবং কি কারণে উহা কার্য্যকারিণী হয়, সে সমস্ত সরল ভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। ফোয়ারা কাহাকে বলে এক কথায় বুঝান অকঠিন, সুতরাং আমরা অগ্রে ফোয়ারা প্রস্তুত করিবার প্রণালী লিখিব। ফোয়ারা দুই প্রকারের,—অনবরত কার্য্যকারী চিরস্থায়ী ফোয়ারা অর্থাৎ যাহা একবার কার্য্য করিলে অতিনিরন্তই কার্য্য করিবে এবং অল্পকণ স্থায়ী ফোয়ারা। আমরা দ্বিতীয়টী সহজ বলিয়া উহাই বুঝাইব। প্রথমতঃ আমরা একটা চিত্র আঁকিয়া দেখাইব। পাঠিকাগণ বিশেষ মনোযোগ সহিত বুঝিয়া দেখিলে বুঝিতে কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না। অতিরিক্তের ১ম চিত্রে ক ও খ দুইটা কাঁচের হাঁড়ী।

চ ছ একখানি পিতলের প্লেট বা রেকাবী, কিন্তু উহার মধ্যে জল ধরিতে পারে এইরূপ খোঁবরাণ। ঐ রেকাবীর মধ্যে দুটা ছিদ্র আছে। সেই ছিদ্রে গ ও ঘ দুটা কাঁচের নল এমন ভাবে সংযোজিত রহিয়াছে যে উহার পাশ দিয়া বায়ু গমনাগমন করিতে পারে না (Air-tight)। ঐ রেকাবী বা প্লেট কাঁচের হাঁড়িতেও ঠিক পূরোজ্ঞ ভাবে সংযোজিত রহিয়াছে অর্থাৎ উহার কোন স্থান দিয়া (নল দুটা ব্যতীত) বায়ু গমনাগমনের পথ নাই। ঘ, নলটা খুলিয়া লওয়া যাইতে পারে এবং আবার পূরোজ্ঞ মতে সংযুক্ত করা যাইতে পারে। গ, নল প্লেট বা রেকাবী হইতে হাঁড়ীর ভিতর দিয়া তলা ভেদ করিয়া ঘ কাঁচের হাঁড়িতে আসিয়া মিশিয়াছে। ঘ নলটা ক হাঁড়ীর প্রায় তলদেশ পর্য্যন্ত গিয়াছে। ঘ হাঁড়ীর প্লেট ভেদ

করিয়া—প, নল আবার ক হাঁড়ীর তলা ভেদ করিয়া—প্রায় উহার গলা পর্যন্ত উঠিয়াছে। এখানে সমুদায় সংযোগ স্থান খুব আঁটসাঁট (Air-tight) অর্থাৎ তাহার আশপাশ দিয়া বায়ু গমনাগমন করিতে পারে না। যত্নত প্রস্তুত হইল, এখন কিরূপে জল উর্দ্ধে উঠে—তাহাই দেখাইতে হইবে। ঘ, নলটা বিয়ুক্ত করিয়া ক হাঁড়ী জলে অর্দ্ধ পূর্ণ করুন। আবার ঐ নলটা পূর্বের মত করিয়া সংযোগ করুন। চ ছ প্লেট ভরিয়া জল সিউন। এখন ঘ, নল বহিয়া জল উর্দ্ধ দিকে উখিত হইবে। এই উর্দ্ধোখিত জলকে ফোয়ারা বলে। ক ও খ হাঁড়ীর দূরত্ব অধিক হইলে জল অধিক বেগে উখিত হইবে। এখন এই জল উর্দ্ধে উখিত হইবে কেন তাহার কারণ দেখা যাউক। যখন চ ছ প্লেটের উপর জল দেখিয়া গেল, তখন ঐ জল গ, নল বহিয়া নীচের খ হাঁড়ীতে প্রবেশ করিল, সুতরাং খ হাঁড়ীস্থ বায়ু গ, নল বহিয়া ক হাঁড়ীতে প্রবেশ করিল। ক হাঁড়ীতে বায়ু ঘনীভূত হইয়া উহার মধ্যস্থিত জলের উপর চাপ (Pressure) দিল।

ঘ, নল ভিন্ন জল নির্গমনের পথ আর নাই, সুতরাং ঐ নল হইতে জল উর্দ্ধে উখিত হইবে।

কাঁচের হাঁড়ী ও নল এবং পিত্তলের প্লেট না হইলে যে হইবে না এমনত নহে। যে কোন পাত্র যাহা হইতে বায়ু বাহির হইতে কিম্বা বাহ্যতে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না, এমন পাত্র লইলেই হইবে। সহজে প্রস্তুত করিতে হইলে আমরা পাঠিকাদিগকে এক উপায় বলিয়া দিতে পারি। বিস্কিটের বাক্স কিম্বা চাঁ'র বাক্স অনেকে সম্বাসর্জন্য পাইতে পারেন। তাহার দুই বায়ু লইয়া একটীর উপরে জল থাকিতে পারে একপ কোন উপায় করিবেন এবং তাহাতে দুটি চিত্র করিবেন। টানের দুটি নল প্রস্তুত করিয়াও লইতে পারেন, তাহা গ, ঘ (১ম চিত্র) এর পরিবর্তে স্থাপন করিবেন। এগুলি খুব ভাল করিয়া ঘোড়া ও সংযোগ করা চাই—যেন কোন প্রকারে উহার মধ্য হইতে বায়ু না বাহির হয়। এই উদ্দেশ্যে আমরা দ্বিতীয় চিত্র দিলাম। ১ম চিত্রের নিয়মানুসারে এই চিত্র অঙ্কিত হইল।

মাতৃমোড়শী ।

শুক্লজনের অতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা
প্রকাশের জন্য হিন্দুরা বিধিমতে চেষ্টা
পাইয়াছেন, তাহাদিগের এক একটা

ক্রিয়াকাণ্ড ও আচার ব্যবহারে ইহার
পরিচয় পাওয়া যায়। গয়ার পিণ্ডবান
তল দ্বারা দর্শন করিয়াছেন, তাহার

দেখিয়াছেন, গদ্যধরের পাদপদের অতি নিকটেই মাতৃষোড়শী নামক একটি স্থান আছে, সেখানে মাতার উদ্দেশে যোগটি গিও দান করিতে হয়। এই মাতৃষোড়শী মাতার প্রতি সন্তানের ভক্তি উদ্দীপনের একটি প্রকৃষ্ট উপায়। মাতৃগর্ভই আমাদের প্রত্যেকের প্রথম বাসস্থান—সেখানে জীবনের সঞ্চার ও এক একটি অঙ্গ করিয়া সমগ্র দেহের গঠন সম্পন্ন হইয়াছে।* মাসে মাসে সন্তানের দেহ বর্দ্ধনের সঙ্গেসঙ্গে জননীর দৈহিক অবস্থার বৈলক্ষণ্য ঘটে, এবং গর্ভস্থ সন্তানের কুশলের জ্ঞাত তঁাহাকে কত কষ্ট সহ্য করিতে হয়। পরে প্রসবের সময় কি ভয়ঙ্কর সময়, এই সময় কত জননীর প্রাণাত্যায় উপস্থিত হয়। যাহারা প্রাণে বাঁচেন, তাহারা যে পুনর্জন্ম লাভ করেন, তাহা কে না স্বীকার করিবেন? সন্তানের জন্মিষ্ট হইবার জন্য মাতার এই হুঃসহ ক্রেশ। তাহার পর মাংসপিণ্ডবৎ সন্তানকে অসহায় শৈশবে লালন পালন করিয়া মানুষ করিবার জন্য মাতাকে যে অশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহা কি বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায়? দিবানিশি মাতার প্রাণ সন্তানের প্রতি, অনাহার অনিদ্রা শরীরের উপর দিয়া কত যায়! সন্তানের পীড়ায় মাতাকে পীড়িতের ন্যায় ঔষধ সেবন করিতে হয়, এবং

* মাতৃগর্ভে দেহ বর্দ্ধনের ক্রম সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ গত সংখ্যক পত্রিকার প্রকাশিত হইয়াছে।

পীড়িতের অপেক্ষায় অধিক যত্নপায় দিন কাটাইতে হয়। সন্তানের মল, মূত্র, বমন মাতার আঙ্গুর আতরণ। সন্তানের জন্য মাতা কি না করেন, আর কি না করিতে পারেন? আবার সেই ক্রেশ বহনে কত উৎসাহ, আগ্রহ ও আনন্দ! মাতা আপনার শরীরের রক্ত সন্তানের যে দেহ গঠনের জন্য দান করিয়াছেন, সেই দেহ পোষণের জন্ত তাহাই আবার বিস্মৃ বিস্মৃ করিয়া প্রদান করেন। সন্তানের ব্যবজীবন সুখবর্দ্ধন ও হুঃখ বিমোচনের জন্য মাতার যে চিন্তা, অহুঃ, রাগ, প্রয়াস ও কার্যকারিতা, তাহার পরিমাণ কে করিবে? বস্তুতঃ মাতার ঋণ চিরঞ্চ, তাহা কাহারও পরিশোধ করিবার সাধ্য নাই। মাতৃকৃত্তের এক ধারার অভাবে সন্তানের প্রাণ বিয়োগ হইত, সেই এক ধারার ঋণও সন্তান ব্যবজীবনে পরিশোধ করিতে পারেন না—মাতৃকৃত্ত সমুদায় উপকারের ঋণ অপরিমেয় ও অপরিশোধ্য। হিন্দুদিগের শাস্ত্রমতে এই পরমশুভ্র মাতাকে মাংসাদি প্রত্যক্ষ দেবতাজ্ঞানে পূজা করা সন্তানের নিত্য কর্তব্য। তিনি জীবিত থাকিলে তাঁহার পায়বন্দনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করা একটি প্রথম নিত্য কর্ম; তিনি পরলোকগত হইলে তাঁহার নিত্য শ্রাদ্ধ অবশ্য পালনীয়। কিন্তু কত সন্তান বয়স্ক হইয়া, কৃত্তী হইয়া, স্ত্রী পুত্র বৈবাহিক কুটুম্বে পরিবেষ্টিত হইয়া আপনার পূর্ব্বাবস্থা এবং জননীর

সহিত আপনার জীবনের নিগূঢ় সম্বন্ধ
ভুলিয়া যান, সুতরাং মাতৃহেলনরূপ
মহা পাপে লিপ্ত হইয়া থাকেন। জননী
ঈশ্বর প্রেমের উজ্জ্বল জীবন্ত মূর্তি।
তাহাকে যত শ্রবণ হইবে, তাহার প্রতি
যত ভক্তি কৃতজ্ঞতা অর্পিত হইবে,
তাহার সেবা ও সম্ভাষণসাধনের জন্য
প্রাণের যত আগ্রহ হইবে, ততই মনুষ্য-
জীবন ঈশ্বরপ্রেমাস্থান ও তাহার
সেবার আনন্দের অধিকারী হইয়া ধন্য
হইবে।

মাতৃমোড়নী কি সুন্দর পরিচ্ছন্ন ভাব
পূর্ণ! সম্মানকে তাহার পূর্ক্যাবস্থা
শ্রবণ করাইয়া দিয়া মাতার প্রতি তাহার
কৃতজ্ঞতা উজ্জ্বলিত করিয়া দেয়। যে
বোলটা গল্প পড়িয়া মাতার উদ্দেশে
বোলটা পিণ্ড দান করিতে হয়, তাহার
এক একটা পাঠে স্বদয়তন্ত্রী তাড়িতাহত
হয় ও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে।
আমরা অর্থ সহিত শ্লোক কয়েকটা নিজে
প্রকটিত করিয়া বর্তমান প্রস্তাব
সমাপন করিব। ইহার সহিত
প্রত্যেক সম্মান নয়নের অশ্রু ও স্বদয়ের
দীর্ঘবাস মিলাইয়া মাতৃচরণে উপহার
দিন।

মানি মানি কৃতং কষ্টং মাতৃনা প্রসবেষু চ।

তস্যা নিকুরণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং। ১

গর্ভাবস্থায় মাগে মাগে জননী কষ্ট
ভোগ করিয়াছেন, পরে প্রসবের যাতনা,
এই সকলের পরিশোধ জন্য আমি এই
মাতৃ পিণ্ড দান করিতেছি।

গাজকর্ণে ভবেমাতৃ স্তম্ভিং নৈব প্রযচ্ছতি,
তস্তা নিকুরণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং। ২

গর্ভাবস্থায় মাতার সর্বদা গা ভাঙ্গিয়া
কত অদেয় কত কষ্ট প্রকাশ করিয়াছে,
কিছুতেই তাহার শরীরের সজ্জন ছিল
না, তাহার পরিশোধ জন্য আমি এই
মাতৃপিণ্ড দান করিতেছি।

গন্ধতাং জনমতে মাতৃ দুর্গন্ধং সহ্যসহঃ।

তস্তা নিকুরণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং। ৩

গর্ভাবস্থায় সম্মানের পদ তাড়নাধারা
মাতার কত অসহ্য কষ্ট হয়; তাহার
নিকৃতির জন্য এই মাতৃপিণ্ড দান
করিতেছি।

পূর্ণেচ মমমে মাসি মাতুরত্যন্ত দুঃসহঃ।

তস্তা নিকুরণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং। ৪

দশ মাস পূর্ণ হইলে মাতার যে দুঃসহ
গর্ভবন্ত্রণা হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করিয়া
শেষ করা যায় না, তাহার নিকৃতির জন্য
এই মাতৃপিণ্ড দিতেছি।

গর্ভাবস্থায় চৈব বিধমে ভূমিষ্ঠং যদ্ব্যনি।

তস্তা নিকুরণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং। ৫

গর্ভ হইতে সম্মান ভূমিষ্ঠ হইবার সময়
জননীর যে অসহ্য ক্লেশ হইয়াছে, তাহার
প্রতিশোধার্থ এই মাতৃপিণ্ড দিতেছি।

বৈধিমাং প্রসবেচৈব মাতুরত্যন্ত দুঃসহঃ।

তস্তা নিকুরণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং। ৬

প্রসব হইবার বিলম্ব হইলে মাতার যে
অত্যন্ত অসহ্য বন্ত্রণা হয়, তাহার জন্য এই
মাতৃপিণ্ড দান করিতেছি।

অগ্নিনা শুদ্যতে দেহঃ ত্রিরাত্রানশনেষু চ।

তস্যা নিকুরণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং। ৭

অগ্নিকে দেহ শুদ্ধ করিয়া এবং

তিন রাজি অনাহারে থাকিয়া মাতার
যে রেশ হয়, তাহার নিষ্কৃতির জন্য এই
মাতৃপিণ্ড দান করিতেছি।

সেবেত কটুগ্রন্থানি ছংখানি বিবিধানি চ ।

তস্যা নিকৃষণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং । ৮

কাল প্রভৃতি কটু দ্রব্য সকল সেবনে
মাতার কত প্রকার রেশ হয়, তাহার
নিষ্কৃণার্থ এই মাতৃপিণ্ড দান করি-
তেছি।

ভুলভান্যি ভক্ষ্যণাং ত্যাগে বিমুক্তি যথফলং ।

তস্যা নিকৃষণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং । ৯

স্বখাদ্য ভক্ষ্য দ্রব্য সকল পরিত্যাগে
যে কষ্ট হয়, তাহার পূরণার্থ এই মাতৃ-
পিণ্ড দান করিতেছি।

রাজৌ যত পুরীষাভ্যাং ভিম্যতে মাতৃকর্ণটং ।

তস্যা নিষ্কৃণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং । ১০

রাজে বিষ্ঠা মূত্রে মাতৃশরীর যত
ক্লেবে ক্লিষ্ট হইয়াছে, তাহার পূরণার্থ
এই মাতৃপিণ্ড দান করিতেছি।

পুন্নে ব্যাধি সম্যক্কে মাতৃহৃৎ নহর্বিধং ।

তস্যা নিকৃষণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং । ১১

পুত্র ব্যাধি-পীড়িত হইলে মিন রাজি
মাতার ভাবনা ও কষ্ট, তাহার প্রতি-
শোধার্থ এই মাতৃপিণ্ড দান করিতেছি।

যদা পুন্নে ন মভতে তদা মাতৃক শোচনং ।

তস্যা নিকৃষণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং । ১২

পুত্র আহার না পাইলে মাতার কত

শোক, তাহার পরিশোধার্থ এই মাতৃ-
পিণ্ড দান করিতেছি।

কুখয়া বিহ্বলে পুন্নে মনসি নির্ভরং স্তনং ।

তস্যা নিকৃষণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং । ১৩

পুত্র কুখায় বিহ্বল হইলে মাতা
তাহাকে নির্ভর স্তন দান করেন, ইহার
পরিশোধার্থ এই মাতৃপিণ্ড দান করি-
তেছি।

বিবরাত্তৌ সদা মাতুঃ শোষণঞ্চ পুন্নে পুন্নে ।

তস্যা নিকৃষণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং । ১৪

স্তনদান হেতু দিন রাজি মাতার পুন্নে
পুন্নে শরীরের কত শোষণ হয়, তাহার
পরিশোধার্থ এই মাতৃপিণ্ড দান করি-
তেছি।

অন্নাহারবতী মাতা যাবৎ পুন্নে স্তি বাজকঃ ।

তস্যা নিকৃষণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং । ১৫

পুত্র যত দিন বাগক থাকে, মাতা
অন্নাহার করিয়া পুত্রের শরীর নীরোগ
রাখিতে চেষ্টা করেন, তাহার এই
ত্যাগের জন্য মাতৃপিণ্ড দান করি-
তেছি।

যদ্বায়ে মহাঘোরে পথি মাতৃক শোচনং ।

তস্যা নিকৃষণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং । ১৬

পাছে সন্তান মৃত্যুমুখে পতিত হয়,
এজন্য জননীর কত চিন্তা ও কত শোক,
তাহার নিষ্কৃতির জন্য এই মাতৃপিণ্ড
দান করিতেছি।

মৃতবৎ অবস্থায় জীবন ধারণ।

দীর্ঘকাল মৃতবৎ থাকিয়া পুনরুৎপন্ন জীবনসঞ্চার জীবরাজ্যের অকৃতব্যাপার হইলেও অবিরল নয়। উদ্ভিজ্জরাজ্যে ইহার ভূরি ভূরি নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। বহুকাল কোন বনস্পতি বা ওষধি অথবা তাহার বীজ মৃতবৎ পতিত থাকিয়া পুনরুৎপন্ন রসসংযোগে জীবিত হইয়াছে। সকলেই অবগত আছেন, প্রাচীন মিসরবাসীরা শব রক্ষা করিত, ইহাকে “মমি” বলে, অদ্যাপিও কোন কোন কবরে মমি দেখিতে পাওয়া যায়। এই মমির এক দেশে রক্ত কাকুন যব প্রভৃতি অনেক দ্রব্য বিন্যস্ত থাকে। মমিগুলি তিন সহস্র বর্ষেরও অধিক হইবে। সম্প্রতি এই সকল মমি যব বপন করিয়া ওষধি উৎপন্ন হইয়াছে।

নিকট জীবদিগের মধ্যে একপ জীবন-সঞ্চারের দৃষ্টান্ত বহুলপরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা যে বায়ুদ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও পরিভ্রাণ করিয়া জীবিত থাকি, তাহা অসংখ্য অলক্ষ্য জীব পরমাণুতে পরিপূর্ণ। ইহারা ইত্যন্ত সূক্ষ্মকালিত হইয়া শত শত বৎসর বায়ুশূন্যে অবস্থিত করিতেছে, উপযুক্ত তাপ, রস ও আধার প্রাপ্ত হইলেই প্রাণীকরণে অবতীর্ণ হয় এবং অদৃষ্ট কৌশলে পুনরুৎপন্ন অণুরূপে অবস্থান করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত আমরা কোন কোন স্থানে দেখিতে পাই, এক

জাতীর ক্ষুদ্রতম পিণ্ডলিকা প্রথমতঃ দ্রবল রেণুর দ্বারা আবদ্ধিত থাকিয়া দেখিতে দেখিতে লোহিতবর্ণ পিণ্ডলিকার আকার ধারণ করিয়া লোহিতদিগের বিরক্তির কারণ হইয়া থাকে। ইহারা মুহূর্তের মধ্যে বৃহদাকার ধারণ করে, এবং ক্রমে পক্ষবিশিষ্ট হইয়া গগন ছাইয়া উড়ীন হয়, এই সময়ে কাক, চটক প্রভৃতি পক্ষী সকল ইহাদিগকে গ্রাস করিয়া তাহাদিগের অস্তিত্ব বিলোপ করে; “বাদল পোকা” সকল এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহারা পক্ষবিশিষ্ট হইলে যে আর জীবিত থাকে, তাহার প্রমাণ নাই। পক্ষ ইহাদিগের চরমকালেই উঠির থাকে, তজ্জন্মই এই প্রবচন প্রচলিত;—

“পিণ্ডিল পালক উঠে মরিবার তরে।”
ইহাদিগের বংশরক্ষার কার্য পক্ষোক্ষ-মের পূর্বেই নির্বাহ হইয়া থাকে।

রোটফর (Rotifer) নামে এক-জাতীর অদৃষ্ট আণুবীক্ষণিক জীব আছে, ইহারা শয্যুক ও ককট জাতির মধ্য-বর্তী। ইহাদিগের গতিক্রিয়া তৃণাবৃত ক্ষুদ্র রোমাবলীর দ্বারা সম্পন্ন হয়, ইহাদিগকে বারম্বার মৃত ও জীবিত করা যাইতে পারে। অনেক জাতীয় পতঙ্গ জলনিমজ্জনে গতায় হইলেও ক্রমে বোজে শুক করিলে পুনরুৎপন্ন জীবন লাভ করিয়া থাকে। ছয় সাত

দিন পর্যন্ত ডুবাইয়া রাখিয়া পুনর্বার বাচান গিয়াছে।

বজ্রাঘাতে পর্ত্ত বিদীর্ণ হইলে তন্মধ্যেও একপ্রকার উর্ণনাকৃষ্ট দৃষ্ট হইয়াছে। নিরেট প্রস্তর মধ্যে প্রাণের আবির্ভাব সামান্য আশ্চর্যের বিষয় নহে। প্রস্তরের বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইবার সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে প্রাণ-বীজ তন্মধ্যে নিহিত থাকা সম্ভব। বৃক্ষ-মূল ছেদন করিয়া ও নিরেট পাষাণ ভগ্ন করিয়া তন্মধ্যে ভেদ দৃষ্ট হইয়াছে। (Blois) ব্লই নগরের একটা কূপ খনন করিতে করিতে একটা বৃহৎ ভেদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহা যে স্থানে অবস্থান করিতেছিল, সে স্থান তাহার আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। খননকারীদ্বয় সেই স্থান বিভাগে বিভক্ত করিয়া তন্মধ্যে ইহাকে দেখিতে পায়। ইহা তখনও স্থির ছিল, ইহার চক্ষু আলোব পতিত হওয়াতে কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হইল না, বরং আগন্তুকদিগের প্রতি কটাক্ষ করিতে লাগিল। খননকারী তাহার পূর্ববৎ বাসস্থানে মাসাবধি রক্ষা করিয়া পরিশেষে পারিসের বিজ্ঞান-সভায় ইহা পাঠাইয়া দেয়, কিন্তু তথায় বিশেষ বজ্রের সহিত রক্ষিত হইলেও অল্প দিনেই গতানু হয়। কি প্রকারে পাষাণ মধ্যে প্রাণ সঞ্চার হইতে পারে, ইহা ভাবিলেও আশ্চর্য্য হইতে হয়। হয় ইহা পাষাণের পাষাণাবস্থা প্রাপ্ত হইবার আগে তথায় অবস্থিত ছিল,

নতুবা ভূকম্পে পর্ত্ত উৎখলিত হইবার সময় তন্মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল এবং ক্রমে বর্ত্তমান হইয়া এইরূপে আবদ্ধ আছে। তাহার কলেবর বৃদ্ধির সহিত আকারও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে।

প্রাচীন একটা রোমীয় আধ্যাতিকার প্রচলিত আছে যে রোমে নূতন খৃষ্টীয়ানদিগের উপর বৎসরোনাতি অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইলে কয়েকজন ধর্ম্মভ্রাতা একটা গহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করেন, কেবল একজন মাত্র আবরণক ড্রাবাদি আহরণ অন্য রজনীতে তথা হইতে বাহিরে গিয়াছিলেন। কিছু দিন পরে রোমীয় সম্রাটের আবেশে গহ্বর দ্বার খাঁখিয়া দেওয়া হয়। ধর্ম্মভ্রাতারা তন্মধ্যে আবদ্ধ রহিলেন এবং তথায় জীবিত-বহুয় কবরস্থ হইলেন। সম্রাটের উদ্দেশ্য এইরূপ ছিল যে, এই প্রকারে খৃষ্টীয়ানদিগের উচ্ছেদসাধন করেন। ইহারা বহুকাল নিশ্চেষ্ট হইয়া স্বেচ্ছতন-ভাবে তথায় অপস্থিত করেন, পরে প্রথম খৃষ্টীয় সম্রাট কনষ্টান্টাইন রাজত্ব ভার গ্রহণ করিয়া এই সকল গহ্বরের দ্বার উন্মুক্ত করিলে ইহাদিগকে জীবিত দৃষ্ট হইয়াছিল। একদা তাহারা সচেতন হইয়া একজনকে পর্য্যবেক্ষণে প্রেরণ করিলে তিনি নগরের আশ্রয় পরিবর্ত্তন দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন, এবং কত কাল আবদ্ধ ছিলেন জানিতে পারিয়া সমধিক বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

সাধারণে যাহাকে সমাধিস্থ অচেতন (catalepsy) বলে, ইহাও জীবমৃত অবস্থা। ইহাতে আচ্ছন্ন হইয়া লোকে মৃত-কল্প হইয়া থাকে, অঙ্গের অবিকৃত অবস্থা ব্যতীত মৃত্যুর সমস্ত লক্ষণই দৃষ্ট হয়, অতি বিচক্ষণ চিকিৎসকও অল্পবিধ বিবেচনা করিতে পারেন না। এতদবস্থাতে অনেক

লোক জীবিত থাকিয়াও কবরস্থ হইয়াছে। বৌদ্ধের প্রধান ধর্মোদ্যক্ষ ডান সাহেব বালাকালে একদা এইরূপ জীবিতাবস্থায় কবরস্থ হইয়াছিলেন, ঘটনাক্রমে রক্ষা পাইয়া তিনি ফ্রান্সে এই নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন যে, মৃত্যুর পর ৪৮ ঘণ্টা অতীত না হইলে শব সমাধিস্থ হইবে না।

পোলিনেশীয় জাতি।

(উদ্ধৃত)

আমেরিকা মহাখণ্ডের পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরের বক্ষে পোলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ বিরাজিত। সোসাইটি দ্বীপপুঞ্জ, বাহার অধিবাসীদের উপাধি তাহিতীয়; ফ্রেঙলী দ্বীপপুঞ্জ, বাহার অধিবাসীদের উপাধি টকা; কেরোগীন; মেরিরেল; পিলু; মার্কুইস; হার্বি, কিঙ্গসমেল; বর্কর দ্বীপ; মামোয়া; ইষ্টার দ্বীপ; এবং নবজীলণ্ড, বাহার অধিবাসীদের উপাধি মাওয়ারি; এই দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত।

এই সমস্ত দ্বীপবাসী দেখিতে সুশ্রী, ইহাদিগের অবয়ব দীর্ঘ, শরীর দৃঢ় ও সবল। ইহাদিগের নারীগণ পরম-সুন্দরী, কিন্তু সমস্ত অমত্য আতি মধ্যেই যেমন স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের সৌন্দর্য্য অধিক, ইহাদিগের মধ্যেও তদ্রূপ।

এতদেশীয় সীমস্তিনীগণ পীতবর্ণ কুণ্ডল ভাল বাসে, এজ্ঞ তাহারা

এবালভদ্র দ্বারা কেশ বিভাগ করে। ইহারা নানাবিধ নৈপুণ্য সহকারে বিবিধরূপে বেষ্ট্রি বন্ধন করে। এই সমস্ত দ্বীপবাসীরা পীত গোর বর্ণ; কিন্তু ইহারা কৃষ্ণবর্ণ ভালবাসে এবং তজ্জন্ম সর্বদা আপনাদিগকে মার্জিত-তাপে উত্তপ্ত করে। ইহারা উল্কি দ্বারা সর্বাঙ্গ ভূষিত করে।

ইউরোপীয়দিগের আগমনের পূর্বে ইহারা বহুল দ্বারা বসন প্রাপ্ত করিত। মংস্ত ইহাদিগের প্রধান আহার। ইহারা কাল পরিমাণে কৃষি কার্যও করে। ইহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি অত্যন্ত বর্কর আতির জায় নিশ্চয় নহে। ইহারা সুবোধ ও সুকৌশলসম্পন্ন।

অত্যন্ত বর্কর আতির জীদিগের অদৃষ্ট যেরূপ মন্দ, তাহাদিগকে যেরূপ শারীরিক শ্রম করিতে হয় এবং তাহারা যেরূপ নিষ্ঠুরতার সহিত ব্যবহৃত হয়,

পোলিনেশীয় নারীগণের ভাগ্য তদ-
পেক্ষা কিছু ভাল। কিন্তু পরিবার
মধ্যে ও সমাজে তাহাদিগের স্থান
নিকৃষ্ট। ইহাদিগের ধর্ম্মানুসারে
জীজাতি অপবিত্র। ইহারা পুরুষদিগের
সহিত একত্রে আহার করিতে পারে
না। ইহাদিগের আহারের কুটীর
পৃথক, অন্নপাকের চুলি পৃথক এবং
অন্নাদার পৃথক। পুরুষদিগের অন্ন ও
অন্নাদার পবিত্র, তাহা জীলোকে স্পর্শ
করিলে কলুষিত হয়।

কিন্তু এ দেশে নারীজাতির সম্মান ও
আছে, তাহারা রাজ্যী হইয়া রাজ্য শাসন
করিতে পারে। নবজীলও ধীপে নারী-
গণ শাসনকর্ত্তী প্রাপ্ত হইয়া থাকে।
হাওয়াই এবং কিংসমিল প্রভৃতি ধীপে
নারীগণ পুরুষের সহিত একত্রে যুদ্ধ
বিগ্রহ করিয়া থাকে। সামোয়া
রমণীরা বিগ্রহকালে রণক্ষেত্রে উপস্থিত
থাকিয়া, সহস্র বিঘদ সবে ও স্বামী-
দিগকে আহার প্রদান ও তাহাদের
তৃপ্তি করে।

সে কালের হিংস্র জাতির হার এ
জাতির মধ্যে যুদ্ধে পুরুষ বন্দী গৃহীত হয়
না। বিজিতদিগের নারীগণ জেতৃ-
গণের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হয়
এবং তাহারা বেচ্ছানুসারে তাহাদিগকে
বিবাহ করে।

পোলিনেশীয় পুরুষগণ সর্ব্বদা
উল্কি দেখ, কিন্তু জীদিগের কেবল
মাত্র হস্ত ও মণিবন্ধ উল্কি দ্বারা

শোভিত করা হয়। মাণ্ডয়ারি পুরুষেরা
বিবাহের ভাল বাসে না, একত্র তত্ত্বতা
নারীগণ সবুজ রং দ্বারা অধরোষ্ঠ রঞ্জিত
করে।

পোলিনেশিয়ায় সচরাচর অল্প বয়সে
বিবাহ হয়। উচ্চ শ্রেণীর লোকের মধ্যে
অল্প বয়সে, এমন কি শৈশবে পরিণয়
হইয়া থাকে। এদেশীয় লোকের
বাসনাযু অতীব প্রবল। এখানে
নিরাশ প্রেমিকদিগের আত্মহত্যা অবি-
বল নহে। মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে
কল্লাদান প্রথা প্রচলিত নাই, যুবতীরা
ইচ্ছানুসারে সঙ্গী নির্বাচন করিয়া লয়।
এ দেশে কল্লাবিক্রয় অথবা বরের পণ
নাই। তাহিতীয় উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে
কল্লাদানের পর কল্লা পিতৃভবনে স্থা-
পিত উত্তম কুঠিমে বাস করে। তাহার
আহারাদি তথায় আনিয়া দেওয়া হয়;
এবং স্থানান্তরে যাইবার প্রয়োজন
হইলে পিতা অথবা মাতা সঙ্গে করিয়া
শইয়া যায়। যাবৎ বিবাহ না হয়,
তাবৎ কোন ক্রমেই একাকী বিচরণ
করিতে পারে না।

বিবাহের সময়ে আমোদ প্রমোদের
সীমা থাকে না। বিবাহের পূর্ব্ব দিনে
গীত ও ভোজের ধুম পড়িয়া যায়।
বিবাহের দিন কল্লাকর্ত্তার গৃহে একটা
বেদী নির্ম্মিত হয়। কল্লায় পূর্ব্বপুরুষ-
দিগের অস্ত্র শস্ত্র, কল্লাল, মাথার খুলি
প্রভৃতি তাহার উপর রক্ষিত হয়। এই
স্থানে কল্লায় পিতা মাতা ও উপস্থিত

স্বজনগণ কল্পাকে বৈবাহিক উপঢৌকন-
স্বরূপ শুভ্র বসন প্রদান করেন। রাজ-
বংশের সহিত বর কি কল্পাপক্ষের সম্বন্ধ
থাকিলে তাহি তীয়দিগের প্রধান
দেবতায় ওরো ও তনোর প্রকাশ
মন্দিরে উপাসনা হয়, নতুবা পারিবারিক
ভজনালয়ে ভজনার্চনা হয়। মন্দিরে
প্রবেশ করিয়া বর কল্পা স্ব স্ব বস্ত্র ত্যাগ
করতঃ বৈবাহিক নববস্ত্র পরিধান করে।
তৎপরে বরপাত্রকে জিজ্ঞাসা করা হয়
“তুমি কি তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ
করিবে?” বর উত্তর দেয় “না”।
কল্পাকে জিজ্ঞাসা করা হয় “তুমি কি
তোমার স্বামীকে ত্যাগ করিবে?”
সে উত্তর দেয় “না”। ইহার পর
তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া তাহা-
দিগের মঙ্গলার্থে দেবার্চনা করা হয়।
তৎপরে আত্মীয় স্বজন বৃহৎ এক খণ্ড
শুভ্র বস্ত্র আনয়ন করিয়া মন্দিরমধ্যে
বিস্তার করে। বর কল্পা তাহার উপর
উপবেশন করিয়া পরস্পর পরস্পরের
কর ধারণ করে। পূর্বে পুরুষদিগের
মাথার খুলি আনিয়া তাহাদিগের সম্মুখে
রক্ষিত হয়; কারণ, তাহারা বিশ্বাস
করে যে, ঐ সমস্ত খুলীর পূর্বস্বামী-
দিগের আত্মাগণ গৃহদেবতার ছায়
তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করে।
তৎপরে কল্পার আত্মীয়গণ এক খণ্ড
ইক্ষুগুণ্ড লইয়া পবিত্র দিরো বৃক্ষের
শাখা দ্বারা বেটন করতঃ বরের মস্তকে
রাপন করে এবং পরিশেষে উহা উভয়ের

মধ্যস্থলে বক্ষা করে। পরে বরের
আত্মীয়গণ কল্পার প্রতি ঐরূপ ব্যবহার
করে। কুটুম্বিনীগণ ও বরকল্পার মাতা-
গণ তীক্ষ্ণ অন্ত দ্বারা স্ব স্ব মুখমণ্ডল ও
ললাট হইতে শোণিত নির্গত করিয়া
একখানি বসন সিক্ত করে এবং ঐ
বসন কল্পার পদমূলে রাখে। উভয়
পরিবারের মধ্যে সামাজিক বৈবম্য
থাকিলে ইহা দ্বারা তাহা দূরীভূত হয়।
সর্বশেষে আর এক খণ্ড শুভ্র বসন
বরকল্পার উপরে নিক্ষিপ্ত হয়। এই-
রূপে বিবাহ শেষ হইলে উভয় পক্ষ গৃহে
প্রত্যাবর্তন করিয়া আড়ম্বর সহকারে
ভোজন করে।

সাভুইচ দ্বীপপুঞ্জে বিবাহপ্রণালী
অপেক্ষাকৃত সহজ। এক খণ্ড শুভ্র বস্ত্র
বর কল্পার উপর নিক্ষিপ্ত হইলেই
বিবাহ সমাধা হয়।

নবজগলণ্ডে স্ত্রীমঙ্গলাভ জন্ত যুদ্ধ
করিতে হয়। একই কল্পার প্রতি দুই
ব্যক্তির অনুরাগ জন্মিলে উভয়ে মঙ্গল
করে এবং যে জয় লাভ করে প্রজ্ঞাপতি
তাহার প্রতি প্রসন্ন হন। কিন্তু এখানে
দাম্পত্যসম্বন্ধ কঠোর হইলেও অতীব
শিথিল। সামান্য কলহ হইলেই স্বামী
স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগ
করে। অনেক দ্বীপবাসী যে কোনও
কারণে স্ত্রীত্যাগ করিতে পারে।

পোলিনেসিয়া দ্বীপপুঞ্জে উচ্চ শ্রেণীর
মধ্যে কেহ কেহ বহু দূর পরিগ্রহ করে।
এই প্রথা প্রতিলোভনরূপ রমণীয়া

বহুস্বামী প্রতিগ্রহ করিতে পারে। তাহিতীয় প্রভৃতিদিগের মধ্যে স্বামী অপেক্ষা স্ত্রী উচ্চবংশীয়া হইলে শেযোক্ত প্রথা অনুসারে রমণীরা যতগুলি ইচ্ছা স্বামী গ্রহণ করে।

সামোয়া ও তুঙ্গা দ্বীপের রাজগণ অনেক স্থলে প্রতিনিধি দ্বারা ভার্য্যা নির্বাচন করে। প্রতিনিধি কস্তার সমীপে উপস্থিত হইয়া রাজার রূপ গুণ কীর্তন করিতে থাকে। কস্তা রাজ্য-দ্বন্দ্ব হইতে স্বীকৃত হইলে উভয় পক্ষের পিতারা পরস্পরকে উপঢৌকন প্রদান করিয়া বিবাহসম্বন্ধ নির্ণয় করে। পরে বালিকা সুরম্য পরিচ্ছদে ভূষিতা, তৈলাঙ্কা ও কাঞ্চন রঙে রঞ্জিতা হইয়া পল্লীর ময়দানে আনীতা হয়। তথায় রমণীগণ তাহার রূপ গুণের স্তুতিহৃৎক গান করিতে থাকে। যদি পল্লীবাসি-গণ তাহাকে রাজ্যের উপবোগিনী বলিয়া মনোনীত করে, তবে প্রথমে পুরুষেরা, পরে স্ত্রীগণ নৃত্য করে এবং তদ্বারা বিবাহ পরিসমাপ্ত হয়।

সামোয়া প্রভৃতি কয়েকটা দ্বীপের আইনানুসারে তত্তত্যা অদিবাসীগণ যত ইচ্ছা তত বিবাহ করিতে, এবং বিবাহের পর হতভাগিনীদিগের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া তাহাদিগকে দূর করিয়া দিতে পারে। এ দেশে স্ত্রী, স্বামীর সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হয়, সুতরাং আইনা-

নুসারে তাহাদিগের দাম্পত্য সম্বন্ধ রহিত হইতে না পারিলেও বিদ্রুিতা ভামিনীগণ পেচ্ছাহরূপ পরপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিলে স্বামীর তাহাতে কিছুমাত্র লোকাপবাদ বা মানি হয় না। কিন্তু যদি কেহ তাহাকে বিবাহ করে, তবে পুনর্ভুক্ততার সহিত পূর্ব স্বামীর ঘোর যুদ্ধ বাধিয়া উঠে।

এ দেশে পরস্পরিরণের প্রায়শ্চিত্ত প্রাপ্যসত্ত্বে। তাহিতী দ্বীপে পুরুষ ও স্ত্রীজাতির মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। তথায় ভ্রাতা ও একপরিবারের পুরুষগণ কখন কখনও আপনাদিগের স্ত্রী বিনিময় করে এবং কোনও ব্যক্তির বনিতা তাহার বন্ধুরও বনিতা বলিয়া পরিগণিত হয়।

এই অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে অণ-হত্যা প্রচলিত ছিল। সমস্তান জন্মিবামাত্র নিষ্ঠুর নিষ্ঠুর পিতা মাতা অথবা অন্য কেহ, স্বহস্তে এই অমার্জব লোম-হর্ষণ ব্যাপার সম্পাদন করিত। দেশা-চারের এমনি অভ্যুত শক্তি যে স্বহস্তে শিশুবধ করিয়াও পিতা মাতার মনে অগুনাত্র শোক সজাগের উদয় হইত না, বরং পামরগণ এই পৈশাচিক ব্যাপারে গৌরব প্রকাশ করিত। পুত্রাপেক্ষা কস্তাসন্তানদিগের হৃদয়গ্রে এই প্রথা সাধারণতঃ প্রবর্তিত হইত। (স্মৃতি ও পতাকা।)

দেশ ভ্রমণ।

পশ্চিমে ভ্রমণ করিবার বড় ইচ্ছা। হাবড়ার আসিয়া বেলা ১২টার গাড়ী চড়িয়া যাত্রা করিলাম। যে বন্ধুরা রওনা করিয়া দিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে আর তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলাম না। গাড়ী ধুমোদীপন করিতে করিতে সগর্ভে চলিল। বর্ধমান পর্যন্ত লোকের কিছু ভিড়। ক্রমে আর প্রায় বাঙ্গালীর মুখ দেখিতে পাইলাম না। আমার গাড়ীতে সবই হিন্দুস্থানী। বর্ধমানে রাজির উপযোগী সমস্ত খাদ্য ক্রয় করিয়া লইলাম। রাণীগঞ্জের নিকট আসিয়া কাল মেঘের মত অনেক দূরে দেখিতে গাইলাম। তখনই উহা পর্বত জালিন, কারণ আমার পুরোক্ত বন্ধুদিগের নিকট সমস্ত শুনিয়াছিলাম। সেই পর্বত প্রথমে যত দূরে বোধ হইতেছিল, তাহার দূরত্ব যেন সমানই থাকিল। রাণীগঞ্জে কয়লার আগুণ জলিতেছিল। সেই সন্ধ্যার সময় মন যে কি হইল তাহা বলিতে পারি না। যতই গাড়ী চলিতে লাগিল, ততই জনমানবহীন বিস্তীর্ণ মার্শ দৃষ্টিপথে আসিতে লাগিল। সেই মার্শের মধ্যে তাল বৃক্ষ দল নিস্তরু দাঁড়াইয়া যেন ধ্যান করিতেছে। মাঝে মাঝে খেলার ঘর—কুত্র কুত্র খেলার ঘর পাখা মেলিয়া রহিয়াছে। আমাদের পল্লীগ্রামে যেমন খেজুর গাছ,

এ দেশে তেমনি কেবল তালগাছ। ভোরে ৬টার সময় বাঁকিপুর আসিয়া গাড়ী থামিল। আদি গাড়ী হইতে নামিয়া মুরাদপুর আসিলাম। কিছু দিন বাঁকিপুর দেখিলাম। এখানে বিখ্যাত কিছুই দেখিলাম না। কেবল এক গোলঘর আছে। গোলঘর প্রকাণ্ড উচ্চ। ইহা অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়। দুর্ভিক্ষের সময় ইহার মধ্যে চাউল রাখা হইত। ইহা শুধুজাকারে অভ্যন্তর করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। হুইদিগে উঠিবার সিঁড়ি আছে।

দিন কয়েক পরে গঙ্গকের পুল দেখিতে বাইপ ঠিক করিলাম। শোণ-পুরের জমিদার আমাকে ও দুই বন্ধুকে পুল দেখিবার জন্ত নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। বাঁকিপুর হইতে এক কোশ দূরে তাঁহার ঈমার আইসে। দুইটা বন্ধু ও আমি প্রত্যয়ে সেই ঘাটের ধারে ঘাইয়া উপস্থিত। সেখানে ঘাইয়া সেই জমিদারের সহিত দেখা হইল। তিনি আমাদের লইয়া ঘাইবার জন্য খুব আগ্রহ দেখাইলেন। আমরা ঈমার আসিতে বিলম্ব জানিয়া নিকটবর্তী বেতিয়ার মহারাজার দ্বানাগার দেখিতে গেলাম। এই দালানের উঠান পুরাতন গড়া হইতে পাঁচিয়া তোলা হইয়াছে। সেহান যে কি মনোরম তাহা বর্ণনাতীত। তাহার পার্শ্বেই

পুটীয়ার রাণীর স্নানাগার। সেটাও পুরাতন গঙ্গা ছইতে গ্রথিত এবং দেখিতে মন্দ নয়। পুরাতন গঙ্গার বর্ষাকালে জল থাকে, শীত কালে শুকাইয়া যায়। নুতন গঙ্গা অনেক উত্তরে সরিয়া গিয়াছে। আমরা আবার সেই ঈশ্বরের ঘাটে আসিলাম। সেই ঘাটে একটা মন্দির আছে। সেই মন্দিরে একজন মোহন আছেন। তাঁহার সহিত অনেক কথা বার্তা হইল। তাঁহার কথা বার্তায় আমরা সকলেই সন্তুষ্ট হইলাম এবং তাঁহার প্রতি একটু ভক্তি হইল। এইরূপ কথা বার্তা চলিতেছিল, এমন সময় ঈশ্বার আসিয়া উপস্থিত। আমরা সকলে বাইরা ঈশ্বারে উঠিলাম। ঈশ্বার বাম্পোলীরাণ করিতে করিতে সগর্বে জলরাশি ভেদ করিয়া চলিল। যেখানে গঙের গঙ্গার সহিত মিশিয়াছে, সেই স্থানে ঈশ্বার ছইতে চারিদিকে যে অপূর্ণ দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, তাহা জীবনে কখন ভুলিতে পারিব না। চারিদিকে শুধু তরঙ্গের খেলা—সেই কুল কুল গাইতে গাইতে ঈশ্বারে আসিয়া আঘাত করিতেছে—চারিদিকে তাকাইলে কেবল জল। আর ধারে বৃক্ষগুলি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে গঙের ধারে হাজিপুরে পৌঁছিলাম। ঈশ্বার ছইতে নামিয়াই একটা মন্দির দেখিতে পাইলাম। ইহাকে এ দেশের লোক নেপাল ছাউনি বলে। মন্দিরটা বেশ বড়।

মন্দিরের একাধ চূড়া পড়লে মণ্ডিত। মন্দিরটা দ্বিতল। তাহার চতুঃপার্শ্বের কাঠেতে কত রকম মূর্তি খোদা রহিয়াছে। কতকগুলি অতি কুকৃতিপূর্ণ। মন্দিরের মধ্যে কাল পাথরের শিব ও শাদা পাথরের গণেশ রহিয়াছে। মন্দিরটা নেপালরাজ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উহাকে নেপাল ছাউনি বলে।

হাজিপুরে করণ্য কিছু মিঠাই ও আম খাইয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। বিকালে গঙের পুল দেখিতে গেলাম। গঙের এক ধারে হাজিপুর, অল্প ধারে শোণপুর। আমরা পুল হাটিয়া পার হইলাম। পুলটা লম্বে নিতান্ত মন্দ নয়। দুই ধারে মহুয়া গমনাগমনের পথ এবং মাকে রেলের রাস্তা। পূর্বোক্ত শোণপুরের জমিদার ৪০০০ টাকা দিয়া ঐ পুলটা এক বৎসরের জন্য ভাড়া লইরাছেন। পুল পার হইয়া দেখিলাম আমাদের জন্ত একখানা টম্‌টম্ অপেক্ষা করিতেছে। টম্‌টমে উঠিয়া সেই জমিদারের বাড়ী গেলাম। সেই জমিদারের বহু টাকা, সেরূপ তাঁহার বাড়ী নয়। তাঁহার অনেক হাতী মোড়া, ঈশ্বার আছে, কিন্তু নিজের পোষক ও বাড়ী দেখিলে সেরূপ কিছুই বোধ হয় না। তাঁহার কাণড় অত্যন্ত অপরিহার্য। বাড়ীও দেখিলাম তজপ। সাধারণতঃ হিন্দুস্থানীরা বড় অপরিহার্য।

জমিদারের বাড়ী অনেকক্ষণ বসিয়া

আমরা হরিহর নাথ দেখিতে গেলাম। ইহাও একটা শিবমন্দির। মন্দিরটি মননীয়। এই হরিহর নাথের মেলায় জনা শোণপুর বিখ্যাত। একমাসের অধিক মেলা থাকে। এই মেলায় সময় কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে দোকান আইসে। পাটনা বিভাগের সমস্ত জেলার কাছারি জুল কিছুদিন বন্ধ হয়। এই মেলা অগ্রহায়ণ মাসে হইবে। অনেক হস্তী এই মেলায় আইসে। আমরা আবার সেই টমটমে উঠিয়া শোণপুর ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। সেখানে দুটা বাঙ্গালীর মুখ দেখিলাম। ষ্টেশন মাস্টার বাবু ও অন্য একটা বাবু আমাদেরকে খুব যত্ন করিলেন। যথাসময়ে ওখান হইতে রওনা হইয়া আবার দিবাঘাট পার হইয়া রেলপথে বাকিপুর পৌছিলাম এবং তার কিছুদিন পরে পাটনা সহরে যাইবার মনস্থ করিলাম।

বেলা প্রায় ৩০ টার গাড়ীতে রওনা হইয়া আমরা পাটনার গেলাম। বাকিপুরের কিছু দূর ছাড়াইয়া রেল পথের দুই ধারে প্রকাণ্ড প্রাচীর দেখিলাম। দুই ধারে সেই প্রাচীর অনেক দূর বিস্তৃত। পাটনা ষ্টেশন হইতে আমরা (আমি ও একটা বন্ধু) সহরে ঢুকিলাম। সহরের মধ্যে অনেক সেকলে বাড়ী দেখিলাম। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী ও দোকান। আমরা প্রথমতঃ নানকের মন্দির দেখিতে

গেলাম। মন্দিরের বহির্ভাগ খেত পাথরে অনেক কারুকার্যের সহিত প্রস্তুত হইতেছে। ফটকের উপরে পানিয়ানা, বেরার ও ফরিদকোটের রাজাদিগের বায়ে ও কাবুর্ড সাহেবের (পাটনার অম্ম) তত্ত্বাবধানে নির্মিত হইতেছে। নানকের মন্দিরের গারে দুর্গা ও কালীর মূর্তি আঁকা রহিয়াছে। আমরা মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ২।৩ জন শিখ আমাদেরকে মাথায় কাপড় দিতে বলিল। আমরাও অগত্যা চাদর মাথায় দিলাম। মন্দিরের ভিতর দুই বোড়া কাঠ-পাছকা দেখিলাম। এক বোড়া খেত ও অল্প বোড়া রক্ত চন্দনের। শুনিলাম নানক ও তাঁহার পুত্রের পাছকা। ২খানি প্রকাণ্ড ঢাল ও দুইখানি তরবারি ঐ পাছকার সহিত যত্ন ও ভক্তির সহিত রাখা হইয়াছে। মন্দিরের একপাশে একজন কি এক প্রকাণ্ড পুঁথি পড়িতেছেন। মন্দিরটি দেখিয়া মনে যে কি পবিত্র ভাবের উদয় হইল, তাহা বলিতে পারি না। মন্দির হইতে আমার যাইতে ইচ্ছা হইল না। আমার মনে হইল বাস্তবিকই যেন আমরা নানকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি। মনে হইল যেন হিন্দু মুসলমান জাতি নির্বিশেষে একত্র হইয়া আমরা নানকের সেই গুড় মন্ড্রে দীক্ষিত হইতে আসিয়াছি। ওখান হইতে বাহির হইয়া ছোট পাটন সৈবীর মন্দির দেখিতে গেলাম। মধ্যে ক্ষুদ্র

নাম বাধান উঠান ও চতুর্দিকে দালাম। তাহার একটীর মধ্যে কালী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত দেখিলাম। এই কালীকে এখানকার লোকেরা “ছোট পাটন দেবী” বলে। এখান হইতে বাহির হইয়া রাজারে কিছুক্ষণ ঘুরিলাম। নবাবের নাম মেরুপ, সেরুপ বাড়ী নয়। এক স্থানে অনেকগুলি কবর দেখিলাম। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে পাটনার সেই লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডে যে সকল লোক মরিয়াছিল, তন্মিত্যন তাহাদের অনেকে ঐ কারাগারে শাসিত আছে। সেখানকার ফটক বন্ধ থাকায় আমরা ভিতরে ঢুকিতে পারিলাম না। এখানে আনিয়া অবধি আমার বড় একার চড়ার সাধ। আজ সেই সাধ মিটাইব ঠিক করিলাম। হুই জনে আমরা একার চাপিলাম। আমিত

ছটকট করিতে লাগিলাম। শেষে বড় পাটন দেবীর মন্দিরে আসিলে নামিয়া একটু আরাম পাইলাম। এ মন্দিরটাও মন্দ নয়। বলা অধিকত, এখানেও কালী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। অনন্তোপায় হইয়া সচরাচর একার উঠিলাম। অতি কষ্টে একার বসিয়া থাকিলাম। পাটনা হইতে বাকিপুর চারি কোশ। এই সমস্ত পথের হুই ধারে দোকান। যেখানে সেদিন সিপাহী বিজ্রোহের সময় ছোট রক্তম বুদ্ধ হইয়াছিল তাহা দেখিলাম। বাকিপুর পৌছিলে একা হইতে নামিয়া নাকে খোঁরাত দিলাম যে আর কখনও একার চড়িব না। আমার মাথা ব্যথা অ৪ দিন ছিল।

(ক্রমশঃ)

রমণীর কর্তব্য।

(২৭৩ সংখ্যা, ১৯১ পৃষ্ঠার পর।)

রক্তনাদি সম্বন্ধে কতকগুলি স্থূল স্থূল উপদেশ।

আহারের অন্ত সকল সময়ে উত্তম দ্রব্য সকল নির্বাচন করিবে। ভাল দ্রব্যের মূল্য মন্দ দ্রব্যের মূল্য অপেক্ষা অধিক হইলেও মন্দ দ্রব্য অধিক পরিমাণে ক্রয় না করিয়া ভাল দ্রব্য অল্প পরিমাণে ক্রয় করিবে। ভাল দ্রব্য অল্প আহারে বেরুপ তৃপ্তি হয়, মন্দ দ্রব্য অধিক খাইলেও সেরুপ তৃপ্তি হয় না। আহারীয় দ্রব্য বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন

করিয়া পাক করিতে হইবে। রক্তন গৃহে পরিষ্কার করিয়া রাখিবে। ব্যঞ্জনে মসলা অধিক দিবে না, এবং মসলার মধ্যে লঙ্কার পরিমাণ যত কম হয় ততই ভাল; মসলা সকলকে অতি হৃদয়রূপে বাটিবে, বাটা মসলা ব্যঞ্জনে দিবার সময়ে তাহা জলে গুলিয়া উপরের মসলা গোলা জলটুকু তরকারীতে চালিয়া দিবে। যেন তলার গুঁড়াগুলি

ভরকারীতে না পড়ে। এইরূপে ২।৩ বার জল দিয়া গুলিয়া দিলেই মসলার জল ব্যঞ্জন পড়ে এবং তলার যে গুলি থাকে যে গুলি ফেলিয়া না দিয়া পুনরায় বাটিয়া লইবে। অনেক গৃহিণী সে গুলি ফেলিয়া দেন। ফেলিয়া না দিয়া সে গুলি পুনরায় বাটিলে মসলা ব্যয় অনেক কম হয়। সকল গৃহিণীর কর্তব্য যে তাঁহার সাংসারিক কার্যে এইরূপ নিত্যব্যবহার প্রতি দৃষ্টি রাখেন।

কি কি দ্রব্য রন্ধন করিতে হইবে, কোন কোন ব্যঞ্জে কি কি আবশ্যক এবং তাহা গৃহে আছে কি না এগুলি রন্ধনের পূর্বে আয়োজন করিতে হইবে। নতুবা কোন উপকরণ যদি গৃহে না থাকে এবং রন্ধনের পূর্বে যদি তাহার অভাব না জানা থাকে, তাহা হইলে বড় অসুবিধা হয়। যেমন কলাইএর ডাল পাক করিতে হইবে। পাক হইতেছে, ডাল সিদ্ধ হইল, তখন পাচিকা মউরী আনিবার জন্ত গৃহিণীকে অসু-
 রোধ করিল, গৃহিণী অন্বেষণ করিয়া দেখিলেন, যে গৃহে মউরী নাই। এখন কি করিতে হইবে? হয় বিনা মউরীতে ডাল পাক করিতে হইবে, নতুবা পাচিকা কে অপেক্ষা করিতে হইবে, এই উভয়ই অসুবিধা জনক। সুতরাং রন্ধনের অগ্রে সমুদায় বন্দোবস্ত করিতে হইবে। আবার বাহার হস্তে তাঁড়ার বরের ভার থাকিবে, তাঁড়াকে এতশ স্নানপূর্ব হইতে হইবে যে তাঁড়ার

ঘরের সমস্ত দ্রব্য তাঁহার দৃষ্টির উপর থাকিবে। কোন দ্রব্য কত আছে এবং কত দিন চলিবে, কোন দ্রব্য নাই, কোন দ্রব্য কত ক্রয় করিলে কত দিবস চলে, কোন দ্রব্য অধিক খরচ হয়, কি পরিমাণ দ্রব্যে কত লোকের আহারীয় প্রস্তুত হয়, এ সকল তাঁহার জানা আব-
 শ্যক, এ সকল জানা থাকিলে যখন যে দ্রব্যের আবশ্যক হইবে তাহার পূর্বেই তিনি তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারিবেন এবং বাজির পরিবারগণের সংখ্যাসূত্রে রন্ধনের ঠিক পরিমাণ মত দ্রব্যাদি বাহির করিয়া দিলে দ্রব্যাদি অপচয়ের সম্ভাবনা থাকিবে না। যিনি পাকা গৃহিণী, তাঁহার গৃহের দ্রব্যাদি অপচয়ের সম্ভাবনা থাকে না বরং তিনি অল্প ব্যয়ে যেরূপ সুন্দর রূপে সকল কার্য নিৰ্বাহ করেন, অগ্রে সে রূপ পারে না।

সামান্য সামান্য দ্রব্যের ব্যবহার।

আমরা অনেক সময়ে অনেক দ্রব্য অনাবশ্যক ও অব্যবহার্য বলিয়া ফেলিয়া দিই। কিন্তু যদি আমরা একটু অভি-
 নিবেশ পূর্বক চিন্তা করিয়া দেখি তাহা হইলে সেই সকল অনাবশ্যক ও অব্যব-
 হার্য দ্রব্য হইতে নানাপ্রকার আবশ্-
 কীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে পারি এবং সেই সকল দ্রব্য দ্বারা আমাদের আপনাদের ও পরিজ-
 প্রতিবেশিগণেরও অনেক সাহায্য করিতে পারি।

আমাদের মধ্যে অনেকেই পুরাতন ছেঁড়া কাপড় নষ্ট করিয়া থাকেন, কাপড়ের দ্বারা যদি বিশেষ কার্য সাধন হয়, তাহা হইলে প্রদীপ জালিবার সলিতা প্রস্তুত অথবা ভাল ভাতে দিবার জল ও দুগ্ধ গৃহ পরিষ্কারের জন্য ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। কেহ কেহ ইহা দ্বারা বালকদিগের জল আবশ্যক মত ২।১ থানা কাঁথা প্রস্তুত করিয়া ইহার সদ্যবহারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে।

পাখার ঝালর—বাজারে রজিন কাপড় দেওয়া যে সকল পাখা বিক্রয় হয় তাহা ক্রয় করা উচিত নহে। যে সকল পরিত্যক্ত কাপড় বাজারে বিক্রয় হয় সেই সকল কাপড় কাচিয়া রং করিয়া ঐ সকল ঝালর প্রস্তুত হয়। নানা প্রকার সংক্রামক রোগীর কাপড়ও তাহাতে থাকিতে পারে। তাহা ব্যতীত ঐ সকল পাখা তত মজবুদও নহে। কাপড়ের রং করিয়া সেই কাপড় দ্বারা প্রথমে পাখার বার গুলি সেলাই করিয়া

দিলে সেই পাখা বেশ মজবুদ হয় এবং দেখিতেও সুন্দর হয়। আর যদি কেহ ঝালর লাগাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাহাতে ঝালর লাগাইয়া দিলেই চলিতে পারে।

সাদা কাপড়ে পাড় লাগান—যে সকল কাপড়ের পাড় অতি সুন্দর, অর নামে সাদা সর্কাদা ব্যবহারের জল সেরূপ কাপড় পাওয়া যায় না। তখন সেই কাপড় গুলি পুরাতন হইয়া অব্যবহার্য হইলে তাহার পাড় গুলি রক্ষা করিতে হইবে। পাড় ওয়ালা কাপড় অপেক্ষা সেই প্রকারের ঝানের কাপড় সস্তা পাওয়া যায়, ঝান কাপড় কিনিয়া তাহাতে ঐ পুরাতন পাড় মিহি স্বতায় সেলাই করিয়া দিলে অতি সুন্দর হয়। হঠাৎ সেলাই বলিয়া জানিতে পারা যায় না এবং ঐ নূতন কাপড় যত দিন ব্যবহার করা যায় ঐ পাড়ও তত দিন থাকে।

ছেলেদের ছোট ছোট ঘাঘরার হাতার এবং জামার হাতার ঐরূপ পাড় লাগাইয়া দিলে অতি সুন্দর দেখায়।

(ক্রমশঃ)

আমেরিকার মহৎকীর্তি।

বিদ্যা ও বিজ্ঞানের মূল স্বাধীনতা অথবা স্বাধীনতার মূল বিদ্যা ও বিজ্ঞান, পদার্থবিদ পণ্ডিতেরাই কেবল ইহার চূড়ান্ত মীমাংসা করিতে সমর্থ, কিন্তু আমরা মূল দৃষ্টিতে বিদ্যা ও বিজ্ঞানের

মূলেই স্বাধীনতা দেখিতে পাই। আখ্যা-জাতি যখন স্বাধীন ছিলেন তখনই তাঁহাদিগের মধ্যে বিদ্যা ও বিজ্ঞানের সম্যক চর্চা হইয়াছিল। বিদ্যা ও বিজ্ঞানের বলে যে তাঁহারা স্বাধীনতা

লাভ করিয়াছিলেন এরূপ প্রশংসা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পরাধীন ইংরাজ জাতির বিদ্যামত্তা যে স্বাধীন ইংরাজ জাতির অপেক্ষা অধিকতর ছিল তাহা ইংলণ্ডের ইতিহাসেই সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইয়া থাকে। তথাপি স্বাধীন হইলেই যে বিদ্যা ও বিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা লাভ হইবে একথাও আমরা বিশ্বাস করি না। ভূগুণে অনেক স্বাধীন বর্ষের জাতি আছে, কিন্তু স্বষ্টির প্রাক্কাল হইতে অদ্যাপিও তাহাদিগের অবস্থার কোন পরিবর্তন লক্ষিত হয় না। ভারতের ভৌগোলিক, কৌশল, সাঁওতাল ও আণ্ডামানিস প্রভৃতি অনভ্য জাতি সকল আৰ্য্যজাতির অভ্যুদয়ের সময় যেরূপ অবস্থাপন্ন ছিল, বোধ হয় অধুনা তাহার অল্পই পরিবর্তন হইয়াছে। সার্ক-ভৌগোলিক উন্নতি তরঙ্গে এক সময় সমস্ত জগৎই পরিপ্লাবিত হইবে, একথা সত্য হইলেও, কবে যে সেই কলিত সময়ের অভ্যুদয় হইবে তাহা অনুমাণে ও স্থির করা যায় না। সত্য জাতির সংঘর্ষে অনভ্য জাতির অবস্থার পরিবর্তন হইলে তাহারও বিদ্যা ও বিজ্ঞানে বিভূষিত হইয়া জগতের আদরনীয় হইতে পারে, হঠাৎ আমরা একথা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। জঙ্গম ও কণ্টকী বৃক্ষ সমূহ উর্বর ভূমিতে যে উপাদেয় সুশস্ত্র প্রস্তুত হয় না, ইহা আমাদের স্থির বিশ্বাস।

বর্তমান সভ্য জগতে অনেক স্বাধীন জাতি বিদ্যমান আছে। কিন্তু আধুনিক

আমেরিকানদের দ্বারা বিদ্যামত্তা ও বিজ্ঞানায়ুসন্ধিসুতার ক্রম অতি অল্প লোকই প্রসিদ্ধ। ইহারা বিদ্যা ও বিজ্ঞান-প্রভাবে জগতে কত অদ্ভুত ঘটনার অভিনয় করিতেছে। আকাশের বিদ্যাং ইত্যাদিগের অসুপ্ত ভূত্যা। ইহা তাহাদিগের শব্দট টানিতেছে, গৃহে আলোক দিতেছে, পৃথিবীর এক নীমা হইতে সীমান্তের নিমেষ মধ্যে বার্তা লইয়া যাইতেছে, দূর হইতে দূরান্তরে এক জনের গুপ্তকথা অপরের কর্ণকুহরে চুপে চুপে বিজ্ঞাপন করিতেছে এবং দেশ কাগ অনপেক্ষিত হইয়া এক জনের প্রতিমূর্তি অপরের দৃষ্টিপথে ধারণ করিতেছে। স্বয়ং সূর্য্যদেব তাহাদিগের পাক্কাৰ্য্য সম্পন্ন করিতেছেন এবং বিবিধ বর্ণের কাচ ফলকে প্রতিবিম্বিত হইয়া উৎকট উৎকট পীড়া সকল নিরাকরণে প্রস্তুত হইয়াছেন।

অপূর্ণ প্রদীপের সাহায্যে আলো উদ্ভিনের প্রাসাদ এক দেশ হইতে অল্প দেশে সঞ্চালিত হইয়াছিল, আরব্যোপজ্ঞাসে আমরা এই অদ্ভুত গম পাঠ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমেরিকার ইঞ্জিনিয়ারগণ বিজ্ঞান প্রভাবে বড় বড় অট্টালিকা সকল ভিত্তির সমেত কোশলে উৎপাটন করিয়া ভিন্ন স্থানে আরোপণ করিতেছেন। গৃহস্থ লোকদিগের অগুমাজ ও অসুবিধা হইতেছে না। অল্প দিন হইল বস্টন নগরের একটা বৃহৎ

হোটেলকে কয়েক হস্ত অপসারিত করা হইয়াছে। হোটেলের পার্শ্বস্থ রাজপথটিকে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত করিবার আবশ্যক হয়। হোটেল গৃহটীও প্রকাণ্ড এবং বহু ব্যয়ে সুসজ্জিত—ভগ্ন করিলে অনেক ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা এই জন্য ইহাকে স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা হয়। প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয়ে ও তেরদিনের মধ্যে এই বিপুল কৰ্ম্ম সমাধা হইয়াছে। ভিত্তি-সমেত এত বড় অট্টালিকা স্থানান্তরিত করিতে অণু-মাত্রও বিঘ্ন হয় নাই। গৃহটী পঞ্চতল বিশিষ্ট এবং লোকে পরিপূর্ণ। গৃহস্থ লোকদিগের সহিত পরিচালিত হয়, কেহই অসুবিধা অনুভব করে নাই। এমন কি, সাগিতে ভগ্ন কাচের পরিবর্তে কোন কোন স্থলে কাগজের আবরণ ছিল, তাহারও কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই।

কয়েক বৎসর হইল একটি বৃহৎ প্রদর্শনী উপলক্ষে আকাশে ব্যোমযানের গৃহ রচনা করিয়া ব্যোমযানের সাহায্যে তথায় যাতায়াত করা হইয়াছিল। অদ্যাপিও ব্যোমযানের ডাকে ৬০ বাইট ঘণ্টার মধ্যে নিউইয়র্ক হইতে লণ্ডনে আসিবার উদ্যোগ হইতেছে।

আণ্ডিজ পর্বত শ্রেণী বিদীর্ণ করিয়া পানামা যোজক থাল খনন দ্বারা প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসমুদ্রের সংযোগ করা হইতেছে। এই যোজক ব্যাপিয়া একটি মহান রেলপথও হইতেছে।

ইহার উদ্দেশ্যের বিষয় শুনিলে অবাক হইতে হয়। সচরাচর রেলপথে মানব ও দ্রব্য সম্ভারপূর্ণ শকটই পরিচালিত হইয়া থাকে কিন্তু এই রেলপথে যানজ্যা দ্রব্যপূর্ণ বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবগোড় বা জাহাজ সকল পরিচালিত হইবে। কেবল মাত্র পাইল ভরে মহাসমুদ্রে যে সকল বৃহৎ বৃহৎ জাহাজ সচরাচর গমনাগমন করে তাহা বোধ হয় অনেকে দেখেন নাই। ইহারিগের দৈর্ঘ্য কলিকাতার নিকটস্থ গঙ্গার প্রশস্ততার সমান, উচ্চতা ২০ হইতে ৩০ হস্ত, গুণবৃদ্ধ মাস্তুল সকল ও তদপেক্ষা উচ্চ। এক একখানি জাহাজ এক একটা সহরের ছায়া, আরোহী, নাবিক প্রভৃতি জনগণ ব্যতীত এক এক খানি জাহাজে লক্ষ মণেরও অধিক দ্রব্য বোঝাই হইয়া থাকে। একগুণ জাহাজ সকল কৌশলে উত্তোলন করিয়া শত ক্রোশেরও অধিক পথ রেলযোগে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এক মহাসমুদ্র হইতে অত্র মহাসমুদ্রে নীত হইবে।

সমুদ্রের প্রান্ত পরিবর্তন কল্পে বেঙ্গল-দ্বীপ পর্য্যন্ত একটি প্রকাণ্ড বাধ প্রস্তুত হইবার প্রস্তাব হইতেছে। ইহা দ্বারা হিমসাগরের তুয়ার প্রবাহ নিবারণ এবং মেক্সিকোপসাগরের উষ্ণ প্রবাহ সংরক্ষিত হইয়া দেশের সমুদ্র ইষ্ট সাধন হইবে।

নায়েগেরা জল-প্রপাতের বিপুল বেগ কৌশলে পরিচালিত করিয়া শিল

দ্বয়ের উৎকর্ষ সাধনের প্রয়াস হইতেছে।
স্বাধীনতার প্রতিমূর্তি ব্রকলেন মেত্
গল্পরূতি দারুণরূপে রক্ত ভবন আমেরি-

কানদিগের বিদ্যামত্তা ও বিজ্ঞানচর্চার
অবিনশ্বর কীর্তি। আমরা বারাস্তবে
উহারিগের বিশেষ সমালোচনা করিব।

নূতন সংবাদ।

১। মাস্ত্রাজ মেডিকেল কলেজে
এখন ২৩টা যুবতী চিকিৎসাবিদ্যা
শিক্ষা করিতেছে, তন্মধ্যে ৫ জন এম
বি ও এল্ এম্ এন্স পাস করিবার জন্য
প্রস্তুত হইতেছে। যুবতীদিগকে
চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নে উৎসাহ দিবার
জন্য ৪টা বৃত্তি বরাদ্দ হইয়াছে।

২। বাগ্‌ডার জমিদার সৈয়দ
আবদাস সোরান চৌধুরী মিউনিসিপা-
লিটার সংশ্রবে একজন শিক্ষিতা ধাত্রী
রাখিবার জন্য মাসিক ১৫০ টাকা দিতে
স্বীকৃত হইয়াছেন।

৩। যে সকল জীলোক বিলাতে
ডাক্তারী শিখিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া
ব্যবসা চালাইবেন, তাঁহাদের শিক্ষার
সাহায্যের নিমিত্ত ইণ্ডিয়ান জাসজাল
এসোসিয়েশন ২৫০ টাকা করিয়া দুইটা
বার্ষিক বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

৪। আপানে একটি বালিকা ১২
বৎসর ৫ মাস বয়স্ককালেই ৮ ফুট
উচ্চ হইয়াছে। এবং প্রায় ২৭০
পাউণ্ডের ও অধিক ভারি। তাহার
হাত ৯ ইঞ্চির উপর এবং পা ১৫ ইঞ্চির
অধিক দীর্ঘ হইবে।

৫। সম্প্রতি লেডী ডকারিন
কপূরতলার রাজবাটীর স্ত্রীলোকদিগের

সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন।
জীলোকগণ শ্রীমতী ডকারিনকে তাঁহার
সম্বলিত কার্যের জন্য ধন্যবাদ দিয়া
তাঁহার কণ্ঠে একহাজার টাকা দান
করিয়াছেন।

৬। প্রসিদ্ধ মগম বিক্রেতা হলওয়ে
সাহেবের অর্থে বিলাতে জীলোকের জন্য
একটা কলেজ হইয়াছে। এই কলেজে
১৫টা ৫০ পাউণ্ডের বৃত্তি আছে। যে
কোন দেশের ১৭ বৎসর বয়সের অধিক
বয়স্ক রমণী এই বৃত্তির জন্য পরীক্ষা
দিয়া বৃত্তি পাইতে পারেন। প্রত্যেক
ছাত্রীর কলেজের খরচ প্রতিবৎসরে
২০ পৌণ্ড হইবে।

৭। এনার এন্ট্রান্স পরীক্ষা
৫ই মার্চ সোমবারে ইংরেজী, ৬ই গণিত
৭ই দ্বিতীয় ভাষা, ৮ই ইতিহাস ও
ভূগোল হইবে। এফ্ এ পরীক্ষা ৫ইমার্চ
ইংরেজী, ৬ই গণিত, ৭ই দ্বিতীয় ভাষা,
৮ই প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ৯ই ইতিহাস ও
লজিক হইবে।

৮। ইণ্ডিয়ান জাসজাল এসোসি-
শনের অনারারী সেক্রেটারী মিস্
ম্যানিদ্দ শ্রীমতী রমাবাইয়ের সম্বলিত
বিধবা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার জন্য টাঁদার
খাতা খুলিয়াছেন।

৯। বঙ্গাধাতে রমণী অপেক্ষা
পূর্বব বেনী মরে। ১৮৫৪ অব্দ হইতে
একটি এরূপ যত্নের তালিকা প্রকাশিত

হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে
২২ হাজার ১২ জন পুরুষ ও ৬২০ জন
রমণী বঙ্গাধাতে মরিয়াছে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। অঞ্জলী—শ্রী ইন্দুভূষণ রায়
প্রণীত, মূল্য ১০/০ আনা। পুস্তকখানি
কবিত্ব পূর্ণ। কবি ইহার অনেক
স্থানে যেরূপ ছন্দোচ্ছ্বাস ও গভীর
ধর্মভাবের পরিচয় দিয়াছেন, তৎপাঠে
মোহিত হইতে হয়। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য,
জন্মভূমির প্রতি অতুরাগ, বৈরাগ্য,
প্রেম এ সকলের ভাবে কবি নিজে
মাতিয়া অস্ত্রকে মাতাইতে চেষ্টা
করিয়াছেন।

২। ধাত্রী-শিক্ষা সংগ্রহ—শ্রীহরনাথ
রায় এল, এম্ এন্স প্রণীত। এখানি
৩০০ শতাধিক পৃষ্ঠা পরিমিত একখানি

বৃহৎ গ্রন্থ অতি উৎকৃষ্টরূপে মুদ্রিত ও
বান্ধাই করা। গ্রন্থটির নানাবিধ
অবস্থা, অবস্থা বিশেষে কর্তব্য, নানাবিধ
পীড়া ও তাহার চিকিৎসা বিস্তৃতরূপে
লিখিত হইয়াছে। ধাত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে
যাহা জ্ঞাতব্য, তৎসমস্তই ইহাতে
আছে এবং মুষ্টিবোণ, ঔষধপ্রয়োগ ও
চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ সম্বন্ধে
যথাযথ উপদেশ আছে। ইহার ভাষা
সরল ও বিস্তৃত, পাঠিকারা আপনা-
আপনি পড়িয়া বেশ বৃত্তিতে পারিবেন।
সকল জ্ঞালোকেরই পক্ষে এ পুস্তকখানি
বিশেষ পাঠ্য।

বামারচনা।

সাবিত্রী কথা।

অশ্বপতি নামে ছিল এক রাজা,
মেয়ে হল নাম সাবিত্রী তার।
যেমন সুবোধ তেমনি সুন্দরী,
সংসারে তুলনা নাহিক যার ॥
সেই মাত্র মেয়ে মা বাপের প্রাণ,
সখীদের সনে সতত খেলে।
বনেতে একদিন, দেখিতে হরিণ,
গেলেন সাবিত্রী খেলার ছলে।
বনশোভা যত দেখিলেন কভ,

সত্যবান নামে হবির ছেলে,
মেখে শেখে তারে সাবিত্রী সুন্দরী,
বিবাহের তরে মায়েরে বলে।
দৈবে সেই দিন এলেন নারদ,
সাবিত্রীর কথা শুনিয়া সার,
বলেন সে বরে হবেনাক বিয়ে,
একটা বছর প্রমাই তাঁর।
বছরের পরে হবে গো মরণ,
সত্যবানে বিয়ে দিওনা রাণী,

হবে গো বিধবা মেয়েটি তোমার,
 গেলেন নারদ বলে এ বাণী ।
 কিছু নৃপবালা করেছেন পণ,
 বিনে সত্যবান অস্ত্রে বিয়ে,
 না করিবে কত সত্যবানে বরি,
 বরঞ্চ রবেন বিধবা হয়ে ।
 কি করেন আর দুঃখে রাজা রাণী,
 এনে সত্যবানে বনেতে গিয়ে,
 এক বই আর ছিল না ত মেয়ে,
 কত ঘট করে দিলেন বিয়ে ।
 সত্যবান সঙ্গে সাবিত্রী হুন্দরী,
 গেলেন বনেতে বিয়ের পরে,
 কত মত সেবা ঋগুভী ঋগুয়ে,
 করেন সাবিত্রী ভক্তি করে ।
 এসনি করিয়ে কাটিল বছর,
 সত্যবান আঁধু হইল শেষ ;
 করিলেন ব্রত সাবিত্রী, সাবিত্রী,
 মরণের দিন হল প্রবেশ ।
 বিকালের বেলা যান সত্যবান,
 মা বাপের তরে আনিতে ফল,
 সাবিত্রী, অমনি যান সাথে সাথে,
 মুছিতে মুছিতে চোখের জল ।
 বনের ভিতর গেলেন ছুঁজন,
 সত্যবান ফল পাড়েন ধীরে,
 অকস্মাৎ মাথা করে গো কেমন,
 বেন শত সিঁহা মংশিল শিরে ।
 সত্যবান দশা দেখিয়ে সাবিত্রী,
 উদ্ধদেশে তাঁর রাখিলে মাথা,
 রহিলা বসিয়ে, গালে দিবে হাত,
 কতক্ষণে হল আশ্চর্য্য কথা—
 এলো যম দূত বিকট আকার,

নিতে সত্যবানে যমের গুরে,
 কিছু কার সাধ্য বায় তাঁর কাছে,
 ডয়েতে তাহার দাঁড়াল দূরে ।
 সতীত্বের তেজ তাবের কাছেতে,
 জগন্ত আশুপ সমান জলে,
 পলাইল দূত পেয়ে বড় ভয়,
 যমরাজ গিয়ে সকলি বলে ।
 যমরাজ ফের পাঠালেন দূত,
 তারিও আবার পলাল ভয়ে,
 না দেখি উপায় নিজে যমরাজ,
 আসিলেন তথা কুপিত হয়ে ।
 সতী তেজ দেখি তাঁরো লাগে ভয়,
 বিদ্যুতের মত অগিছে তথা,
 হল না সাহস, নিকটে বাইতে,
 দূরে থাকি ধীরে বলেন কথা ।
 যমরাজ ধীরে বলেন সাবিত্রী,
 দাও সতী সত্যবানে,
 মরেছেন ইনি, আর কেন রাখ,
 এখন আমারি স্থানে
 থাকিবার কথা, আমি যমরাজ,
 সত্যবানে ঘাব নিষে,
 তুমি যাও ঘরে, আর কেন ভাব,
 রাজি হল দেখ চেয়ে ।
 বলেন সাবিত্রী করে নমস্কার,
 “কি ভাগ্য ছিল আমার,
 তাই আপনার পেয়েছি দর্শন,
 ভবে ভয় নাই আর ।
 কত মতে পরে করিলেন তব,
 যম তুষ্ট হয়ে কন,
 সত্যবান প্রাণ ছাড়ি অস্ত্র বর,
 চাও সতী বাঁতে মন ।

বলেন সাবিত্রী করি ঘোড় হাত,
 যদি পিতঃ দিবে বর,
 শস্ত্র অমার ঢুটি চক্ষু হীন,
 চক্ষু দান উঠে কর।
 বনরাজ শুনে বলেন "তথাস্তু"
 চাও ফের অস্ত্র বর,
 কিন্তু সত্যবান, প্রাণ, চাহিও না,
 এ কথাটি মনে কোর
 বলেন সাবিত্রী হাত ঘোড় করে,
 এই বর দেহ তবে,
 শস্ত্র আপন রাজ্যপান ফিরে,
 তাঁর কষ্ট দূর হবে।
 পুনরায় যম কন, লও বর,
 তুষ্ট আসি তোমা প্রতি,
 হয়েছি গো বড়, তোমার চরিত্রে,
 যাহা ইচ্ছা মাগো সতী।
 বলেন সাবিত্রী, দাও এই বর,
 পুত্র হীন মোর বাপ,
 শত পুত্র তাঁর হোক সদাচারী,
 তা হলে বুচিবে তাপ।
 বারে বারে যম, তুষ্ট হয়ে অতি,
 কন ফের চাও বর,
 বর নিয়ে সতি, দাও সত্যবানে,
 যাও আপনার ঘর।
 সাবিত্রী অমনি স্নযোগ বৃক্শে,
 কন যদি দিবে বর,
 সত্যবান হতে, হোক শত ছেলে,
 পাঁচ, পাঁচ, বর্ষান্তর।
 "তথাস্তু" বলিয়ে দ্বারকরি যম
 সত্যবানে লয়ে যান,

পিছে পিছে সতী, যান ক্রতগতি,
 অস্ত্র দিকে নাহি চান।
 ফিরে চেয়ে যম, বলেন তোমার,
 এ কথা উচিত নয়,
 জীৱন্ত শরীরে, বেতে যমপুরে,
 কার সাধ্য নাহি হয়।
 মরেছে গো স্বামী, ঘবে গিয়ে তুমি,
 সংকার্য্য কর গে তার,
 হবে তাতে পুণ্য, রেখো সতী বধু,
 তবেই হবে উদ্ধার।
 বলেন সাবিত্রী, একি কথা পিতঃ!
 এই বর দিলে তুমি,
 সত্যবান হতে, হবে শত ছেলে,
 তবে কেন লও স্বামী।
 ভেবে মিথ্যা কথা, মনে পাই ব্যথা,
 আমার কপাল দোষে,
 ধর্ম্মরাজ হয়ে, মিথ্যা দোষে দোষী,
 হতে কি হল গো শেষে।
 এ কথায় যম, লজ্জা পেয়ে কন,
 সাবিত্রী। সাবিত্রী তুমি,
 তোমা তুল্য কেউ, হবে নাক আর,
 বাঁচালে গো মরা স্বামী,
 ছই কুল তুমি, করিলে উদ্ধার,
 আমারে করিলে জয়,
 তোমার নামেতে পাপ দূর হবে,
 ধন্য ধন্য জগন্ময়।
 এ কথা বলিয়ে, সত্যবানে দিবে,
 যম যান নিজ ঠাই,
 সাবিত্রীর কথা হল গো সমাপ্ত,
 হরি হরি বল ভাই।
 শ্রীমতী ভুবন মোহিনী দেবী
 সুন্দরীবাঈ বেনারস।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE
BAMABODHINI PATRIKA.

“कन्याध्वेन पालनीया मिच्छय्यातिचत्तनतः।”

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৭৫

সংখ্যা

অগ্রহায়ণ ১২৯৫—ডিসেম্বর ১৮৮৭।

৪র্থ কল্প

১ম ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

স্মৃতিশিক্ষা—(১) এ বৎসর বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৩টা সুবর্তী-প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীনি হইয়াছেন। এটা একটা শুভলক্ষণ।

(২) আগামী বর্ষ হইতে ক্যান্সেল মেডিকেল স্কুলে জ্যৈষ্ঠকগণ ডাক্তারী শিখিতে পারিবেন, তাহার বন্দোবস্ত হইতেছে। যে সকল জ্যৈষ্ঠক প্রাইমারী ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার উত্তীর্ণ অথবা যাদালা সাহিত্যে শিক্ষিত অথবা অন্যান্য ১৬ বর্ষ বয়স, তাহার বিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে পারিবেন। তাহাদিগের উৎসাহ বর্ধনার্থ কতকগুলি বৃত্তি ও

পারিতোষিক দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বড় গাড়ী করিয়া তাহাদিগকে আনা হইবে। শ্রেণীর সমুদয় ভাগে অথবা আবশ্যক হইলে স্বতন্ত্র স্থলে তাহাদিগের জজ আসন নির্দিষ্ট হইবে। ব্যবচ্ছেদ প্রণালী শিক্ষার জজ স্বতন্ত্র ঘর থাকিবে। ইহাদিগকে হাঁস-পাতালে দিবাভাগে আসিলেই হইবে, রাজিকালে আসিতে হইবে না। আমরা আশা করি ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে।

জাতীয় সমিতি—আগামী ২৮, ২৯, ৩০শে এই তিন দিবস মাস্তাজে এই মহা সমিতির অধিবেশন হইবে। কলি-

কাতার দেশহিতোৎসাহী স্বরাজ্যদল তথায় বাইতেছেন। বঙ্গদেশের প্রধান প্রধান নগর হইতে প্রতিনিধি সকলও নিযুক্ত হইয়া বাইতেছেন।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়— কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্ষেত্র যেরূপ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে পরীক্ষাদির অসুবিধা হয়, এজন্য উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের জন্ত এলাহাবাদে একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতি চিহ্ন— বঙ্গের কবি চুড়াশনি মাইকেলের কবরোপরি কোন স্মৃতি-চিহ্ন না থাকাতে তাহার দেহাবশেষ শীঘ্র স্থানান্তরিত হইবার সম্ভাবনা। এই চর্যটনা নিবারণার্থ অর্থ সংগ্রহ করিয়া উপযুক্ত স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপন নিবদ্ধ একটি কমিটি হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান মিররের সম্পাদক বাবু নরেন্দ্র নাথ সেন ইহার ধনাধ্যক্ষ। আমরা আশা করি শিক্ষিতা রমণীগণও কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ কিছু কিছু দান প্রেরণ করিয়া তাহাদিগের সহায়তার পরিচয় দিবেন।

স্ত্রীলোকের সংকীৰ্ত্তি— সারজন লরেন্স জাহাজে যে সকল স্ত্রী যাত্রীর অকালমৃত্যু হইয়াছে তাহাদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনার্থ করেকটি ইংরাজ মহিলা হাবড়া পুলের নিকট খোঁটোঘাটে একটি সুন্দর প্রস্তরকলক স্থাপন করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, মহারাণী শরৎসুন্দরীর পুত্রবধূ অতি দক্ষতাসহকারে জমীদারী চালাইতেছেন। স্বামীর বিবাহকালীন ঋণ ২৫ হাজার টাকা ইতিমধ্যে শোধ করিয়াছেন এবং অবশিষ্ট ঋণ শোধ না হইলে দত্তক গ্রহণ করিবেন না স্থির করিয়াছেন। ইহার সংকার্য্যে ব্যয়ও আছে।

দলীপের মন্ত্রণা— হাইদ্রাবাদের নিজাম অবাচিতভাবে গবর্ণমেন্টকে ৬০ লক্ষ টাকা দিতে চাহাতে দলীপসিংহ তাহাকে পত্র লিখিয়া বলিয়াছেন “ভাতঃ ইংরাজ তোষামোদের ফল সিংহাসন খোঁয়ান, সাবধান হইও।”

গুজরাটী সাহিত্য— গামুরেল আইলন্ড তাহার “চরিত্র” নামক পুস্তকের ২য় অধ্যায়ে মাতার চরিত্রগুণে কিরূপে সম্ভানের চরিত্র গঠিত হয় তাহার আলোচনা করিয়াছেন; সুরাটের শ্রীমতী মহালক্ষ্মী কালাবাই উক্ত পুস্তকের কয়েক অধ্যায়ের অনুবাদ গুজরাটী ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন এবং লর্ড রিএর নামে পুস্তকখানি উৎসর্গ করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় ঐ অধ্যায়গুলি অনুবাদিত হইলে এদেশের স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ উপকার হইবে।

তান্ত্রিয়া ভীল— মধ্য প্রদেশের সেই হুদ্যস্ত দহ্মা তান্ত্রিয়া ভীল পুনরায় নিম্নলিখিত উপহিত হইয়া অত্যাচার উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছে।

এবার একটা ডাকাইতি করিতে গিয়া
দুইটা জ্বীলোককে ধরিয়া একজনের
নাক কাটিয়া দিয়াছে। কিন্তু অন্য

আছে, কোন একতর কারণ না ঘটিলে
জাঁতিয়া জ্বীলোকের গায়ে হাত
তোলে না।

উদাসীনের চিন্তা।

স্বার্থপরতা যেমন মানব প্রকৃতির
কলঙ্ক, স্বার্থহীনতা তেমনই ইহার
সৌন্দর্য্য। স্বার্থ রাহিত্য মানব
চরিত্রের দেবত্ব, স্বার্থপরতা পশুত্ব।
স্বার্থ বিনাশই নৈতিক জীবনের আদর্শ।
এই জন্য প্রাচীন আৰ্য্য নীতি শাস্ত্রকার
বলিয়া গিয়াছেন “পুণ্যঞ্চ পরোপকারঃ
পাপঞ্চ পর পীড়নং” পরোপকার স্বার্থ-
হীনতারই বিকাশ, পরোপকার আর্থের
জীবন্ত দৃষ্টান্ত। মানুষ বিশ্বজনীন
প্রেমের বীজ লইয়া জন্মগ্রহণ করে,
যদি ভোগ স্পৃহারূপে বিবাক্ত কীট এই
বীজ ধ্বংস না করে, তাহা হইলে ইহা
অনুক্রমে বিকশিত হইয়া সুকল প্রসব
করিতে থাকে। জ্ঞানময় বিশ্ব নিয়ন্ত্রার
গাভী এই বীজ বিস্কুরণের সকল
আয়োজনই বর্তমান রহিয়াছে। তিনি
মানুষকে স্বর্গ হইতে এক নির্জন নিবিড়
কাননে নিক্ষেপ করেন নাই। মানুষ
পারিবারিক জীব, মানুষ সামাজিক
জীব, মানুষ মানব জগতের জীব।
পরিবারে মানুষ প্রত্যেক আত্মীয় বন্ধু
বান্ধবের সহিত সমাজে প্রত্যেক সমাজের
সহিত এবং মানব জগতে প্রত্যেক
মানবের সহিত সম্বন্ধ। সর্বপ্রথমে

মানুষ জননীর নিকট স্বার্থত্যাগের
দীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকে। জননীর
সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। বিশেষতঃ
যেই সময়ে তাহার মন অতি কোমল
এবং শিক্ষার বিশেষ উপযোগী থাকে,
সেই সময়ই জননীর সহিত তাহার
বিশেষ সংযোগ, তাই জননীর চরিত্র
সন্তান চরিত্রে প্রতিকলিত হয়। জননী
চরিত্রে যতটুকু স্বার্থত্যাগ সচরাচর
সন্তান চরিত্রেও তাহা অঙ্কিত হইবার
সম্ভাবনা। আক্ষেপের বিষয় এই যে,
জগতের অতি অল্প সংখ্যক জননীই
স্বার্থবিরুদ্ধিত বিশ্বজনীন প্রেমের
দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন। ইংলণ্ডের
একজন লেখক রহস্যপূর্ণক লিখিয়া-
ছেন “রমণীর উত্তর সীমা স্বামী, পূর্ব
সীমা সন্তানবর্গ, দক্ষিণ সীমা পিতা
মাতা এবং পশ্চিম সীমা যদি বৃদ্ধা স্বামী
থাকেন তাহা হইলে তিনি।” উল্লিখিত
লেখক রহস্যপূর্ণক যাহা লিখিয়াছেন,
তাহা সকল দেশের রমণীদিগের প্রতিই
প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অর্থাৎ
জননীগণ স্বার্থত্যাগ করিতে বাইরাঙ
আপনাকে ভুলিতে পারেন না, আপ-
নার উপর এক চোখ রাখিয়া আর এক

চোখে যতদূর দেখিতে পারেন ততদূরই তাঁহার প্রেমের সীমা, সেই সীমা অতিক্রম করিয়া বিচরণ করিবার তাঁহার সাধ্য নাই। এইরূপে মায়েল চরিত্রের ছায়া সমাজে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাই সমাজে আমরা বিখলজনীন প্রেমের বিকাশ দেখিতে পাইতেছি না। কেবল মাত্র বাহাদুরিগের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রেমের বৃত্তের পরিধি কেবল তাহা দিগের উপরই পড়িতেছে। ভারত-বর্ষে একান্তভুক্ত পরিবার বহুদিন হইতে বর্তমান, কিন্তু এখানেও দেখি-রাছি জননীগণ নিজ নিজ বৃত্ত অতিক্রম করিয়া চলিতে পারেন না। অনেক স্থলে তাঁহারাই পরিবার বিশ্লেষণের কারণ হইয়া পড়েন। অপরকে প্রেম করিতে বাইরা ও বাহার্য্য নিদিষ্ট সীমা অতিক্রম করিতে পারেন না তাঁহা-দিগের সেই প্রেমকে স্বাভাবিক সংস্কার বলিলেও বলা যাইতে পারে। কারণ স্বার্থবিবর্জিত পর-প্রেমে ইচ্ছার রাজত্ব বর্তমান। যিনি ইচ্ছাপূর্বক

পর-প্রেমে বিগলিত হন, তাঁহার প্রেম কেবল দুই চার জনের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। বর্তমান সময়ে ঘোর সাংসারিকতা, ঘোর স্বার্থপরতা, ঘোর ভোগভুক্তার মধ্যে স্বার্থত্যাগের জগত্ব দৃষ্টান্তের প্রয়োজন। কেহ কেহ বলিতে পারেন জ্ঞান বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকের পশুত্ব ভাব বিলুপ্ত হইয়া পড়িবে। কিন্তু কোথায়? বরং তাহার বিপরীত ঘটনাই অহিংশি প্রত্যক্ষ করিতেছি। এইরূপ সম্বন্ধকালে জননী-গণ প্রকৃত স্বার্থত্যাগের আদর্শ হউন। কেবল সন্তান প্রেমের দৃষ্টান্তে বিশ্বজনীন প্রেম শিক্ষা হইবে না। তাহা পশু-তেও আছে। সন্তান প্রেমের দৃষ্টান্তে সন্তান প্রেমেরই অনুকরণ হইতেছে, ইহা আরও বিপদের কারণ। আমাদের মানবীয় ইচ্ছা দ্বারা যদি আমরা ঈশ্বরের রাজ্যের বিধি ব্যবস্থা ভঙ্গ করি তৎক্ষণে আমরা দায়ী। তাই সাবধান হওয়া কর্তব্য।

রাণাঘাট ও পালচৌধুরী বংশের আদি বৃত্তান্ত।

এ দেশের কোন গ্রামেরই প্রকৃত ঐতিহাসিক বিবরণ প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। বর্তমান অবস্থা, কিস-বস্তী প্রভৃতির উপর নির্ভর করিয়া কতকটা অনুমান করিয়া লইতে হয়।

তদনুসারে, রাণাঘাট যে অমদিক শত বৎসর পূর্ব হইতে বাণিজ্যাদির উপ-যোগী হইয়াছিল এক্ষণ বোধ হয়। চূর্ণি বা মাতাভাঙ্গা নারী একটা নদী অন্যান্য এই গ্রামের পশ্চিম উত্তর